BanglaBook.org

নারীরা / সৈয়দ শামসুল হক

www.BanglaBook.org

নারীরা

সৈয়দ শামসুল হক

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

বিদ্যা প্রকাশ

www.BanglaBook.org

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

আমাদের স্মরণ হয়, এক প্রভাতবেলায় আমরা তিন নারীকে ক্রন্দন করতে দেখেছিলাম।

তখনো বুঝি প্রভাত নয়, তখন সবেমাত্র জলেশ্বরীর আকাশে পূবে দূর গারো পাহাড় অন্ধকারের ভেতর থেকে কালো হাতির পিঠের মতো ঠেলে উঠছে। আমাদের গুরুজনেরা ফজরের গোসল কিম্বা অজুতে যাবার জন্যে বিছানায় পাশ ফিরছেন। আমরা এক দূর ক্রন্দনের স্বরে জেগে উঠি।

স্বপ্নেই এ ক্রন্দনধ্বনি কিনা আমরা ঠাহর করতে পারি না।

ধ্বনি বড় ক্ষীণ।

আমাদের কেউ কেউ ডুকরে কেঁদে ওঠে।

তারপর আমরা আমাদের গুরুজনদের হাঁকডাক ও চলাচলের খড়ম শব্দ শুনতে পাই। তখন আমাদের ধারণা হয়, এ ক্রন্দনধ্বনি স্বপ্নের ভেতরে নয়।

সেই ক্রন্দন নারীদেরই কিনা সেটা প্রথমে আমরা নির্ণয় করতে পারি না। বস্তুত দূরাগত কোনো ক্রন্দনের ধ্বনিকে নারী কিম্বা পুরুষের বলে ঠাহর করবার মতো বয়স তখন আমাদের হয়নি।

অচিরে আমরা শুনতে পাই, আমাদের মা ও খালারা উঠোনে নেমে উৎকণ্ঠিত স্বরে বলাবলি করছেন, 'কার বাড়িতে কার বৌ না জানি কান্দে।'

আমরা তখন বিছানা ছেড়ে দ্রুত নেমে আসি।

তারপর আমাদের স্মরণ হয়, একটি লাশ আমরা দেখি। আমাদের ইশকুলে টিফিন সামগ্রী বিক্রি করে যে পৃথুল লোকটি, হেটো ধুতিপরা সেই সতীশের লাশ।

www.BanglaBook.org

সতীশ আমাদের বাড়ির কাছেই সরকারী মাঠের একপ্রান্তে একটা কুঁড়েঘরে বাস করতো। সে এখন চাটাইয়ের ওপর নিথর পড়ে আছে; এবং তাকে ঘিরে তিনটি নারী বিলাপ করছে। এখনো আমাদের স্মরণ হয় তাদের একজনের শাঁখমাজা একটি হাত, যেনবা আমাদেরই জননী কারো হাত, কি গভীর এক অধিকার নিয়ে চাটাইয়ের ওপর পাতা ছিলো, অপর দু'জনের হাত নিজ নিজ বুকের ওপরে।

এরা কারা? এদের আমরা আগে কখনো জলেশ্বরীতে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। সতীশকে আমরা একা বলেই জানতাম। তার কোনো পরিজন আছে বলে আমাদের ধারণা ছিলো না। সে যেন ছিলো একা এক উদ্ভিদের মতো। আমরা বালকেরাই ছিলাম তার সংসার। কখন মৃত্যু হলো তার? এই তো গতকালও ইশকুলে টিফিন পিরিয়ডে আমরা তার কাছ থেকে লজেঞ্চুষ আচার কিনে খেয়েছি। মানুষের মৃত্যু তবে এত অকস্মাৎ আসে? নারী তিনটি আমাদের উপস্থিতি গণ্য করে না। তারা কেঁদে চলে। সতীশের কুঁড়েঘরে এ কারা তার পাশে উপস্থিত?

আমাদের একজন চাচা, পরিষ্কার স্মরণ হয় ইদ্রিস চাচা, তাঁর কণ্ঠস্বর এখনো কানে শুনতে পাই, তিনি আমাদের কানে কানে ফিসফিস করে বলেন, 'এরা সকল ভাতের দাসী।'

২

এখন আমরা জলেশ্বরীর আকাশে বাতাসে যদি কান পাতি, যদি তেমন অবসর আমাদের থাকে এই দুর্বিনীত দুঃসময় কালে, আমরা একটি গীতধ্বনি শুনতে পাবো। কার এই গীত? কে করে এই গীত?

মকবুলভাই একদিন আমাদের কাছে গল্প করেছিলো মুক্তিযুদ্ধকালের। আমরা তার কাছেই শুনেছিলাম কানাট্যাংড়ার কথা। সে গাইতো গান, আমাদের উত্তর বাংলার ভাওয়াইয়া। মুক্তিযুদ্ধের সময়ে তাকে হত্যা করে পাকিস্তানী সৈন্যরা। এখন গান সম্পর্কে কত রকম ফতোয়া শোনা যায় বাজারে, যে, গান হারাম; কিন্তু আমরা শুনেছি আমাদের গুরুজনদের কাছে, কানাট্যাংড়া গান গাইতো বাবা কুতুবউদ্দিনের মাজারের সিঁড়ির কাছে। কবরের তলে শায়িত বাবা তার গান শুনে কখনোই বিঘ্নিত বোধ করেননি। নামাজীরা তাকে তিরস্কার করে ওঠেনি। বরং এ জগতে মানুষের সন্তরণের বিষয়ে তারা কানাট্যাংড়ার কাছেই বুঝে নিতে চেয়েছে।

www.BanglaBook.org

সে এখন আর নেই। জলেশ্বরীর সকল শহীদের সারিতে সে এখন স্থাপিত।

আমরা যদি কান পাতি, শুনতে পাই, বুঝি কানাট্যাংড়ার মৃত্যু নেই, বস্তুত সঙ্গীতেরই মৃত্যু নেই, সম্ভবত কানাট্যাংড়ারই কণ্ঠে, মাটি কখনো তার শহীদ সন্তানকে ভোলে না, আমরা শুনি, জলেশ্বরীর আকাশভরা বিলাপবাহিত এই গীত :

কত আগুন জ্বলে রে বন্ধু,
কত আগুন জ্বলে
প্যাটের আগুন, মনের আগুন
চুলার আগুন, ভিটার আগুন
প্যাটের আগুন বড় আগুন সর্বলোকে বলে
রে বন্ধু কত আগুন জ্বলে।

৩

দশ রকম জীবন, সেই জীবনের কত রকম ভাব— চক্ষের পানি, ওষ্ঠের হাসি, ময়ুর, সাপ। সেই কাল, কানাট্যাংড়ার কাছে সেই পানি এবং হাসি, ময়ুর এবং সাপ কেমন ছিলো, যখন যৌবন ছিলো তার?

সেও ছিলো বড় কঠিন সময়। তেরোশ' পঞ্চাশ সন।

আমরা আমাদের এই সবুজ দেশটি তিরিশ লক্ষ শহীদের রক্তে ভেজা দেখি। সকলেই নয়, কেউ কেউ। আমরা আজ যে মাটিতেই পা রাখি আমাদের পায়ের নিচে রক্তধারা ছোটে। আমরা যে মাটিতেই কোদাল পাড়ি না কেন, আজ একটি ফুল গাছ লাগাতেও বা, মাথার খুলি উঠে আসে। একাত্তরের শহীদেরা— পৃথিবীর ইতিহাসে বৃহত্তম এক গণহত্যার সাক্ষ্য দিতে আজো তারা— আমাদের মাটির তলা থেকে উঠে আসে।

এই যে সময়, এ সময়ে আমাদের আর স্মরণ হয় না নিকট অতীতের কোনো কথা, স্মরণ হয় না পঞ্চাশের মন্বন্তরের কথা, যে-মন্বন্তরে বাংলার লক্ষ লক্ষ মানুষ— এক উত্তর বাংলাতেই সাড়ে তিনলক্ষ মানুষ— অনাহারে প্রাণ দিয়েছিলো।

এবং সেটিও ছিলো এক গণহত্যা।

গণহত্যা ছিলো পঞ্চাশ সনে? এই বাংলাদেশে?

গণহত্যা ভিন্ন আর কি আমরা বলতে পারি তাকে?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলছে। তখন বড় গোলযোগ সারা দুনিয়ায়। জাপান, জার্মান আর ইতালির কথা থাক, আমরা ভারতবর্ষের দিকে একবার ধ্যান দিই। এখন সেই ভারতবর্ষ আর নেই। এখন সেই বিশাল দেশটি তিন রাষ্ট্রে বিভক্ত। আমরা এখন আর কল্পনাও করতে পারি না শিথানে হিমালয় পৈথানে সমুদ্র সেই দেশটির কথা। তখন ভারতবর্ষও জড়িয়ে পড়েছে সেই বিশ্বযুদ্ধে।

মকবুলভাইয়ের কাছে আমরা শুনেছি, আমাদের তখনকার প্রভু ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে করতে জাপান দখল করে বার্মাদেশ। তারপর বার্মাদেশ থেকে তারা আসামের পথে ভারতবর্ষ আক্রমণের জন্যে অগ্রসর হয়। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ইংরেজের চোখে ধুলো দিয়ে বাংলা থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে জার্মানী হয়ে পৌঁছে গিয়েছিলেন জাপানে। সেখান থেকে সিঙ্গাপুরে এসে তিনি ইংরেজ বাহিনীর ভারতবর্ষীয় সৈন্যদের নিয়ে গঠন করেন আজাদ হিন্দ ফৌজ। এখন তাঁর সেই ফৌজ জাপানীদের অস্ত্র আর রসদ সাহায্যে ঢুকে পড়েছে আসামে।

৪

ইস্টিশানের রাস্তায় দুটি বড় বড় চা মিষ্টির দোকান, তার একটিতে ইদানিং আমাদের আড্ডা হয়। সেখানে আমাদের মধ্যমণি হয়ে মকবুলভাই জীবনের দশ রকম গল্প করেন।

জলেশ্বরীর প্রাচীনেরা বলেন, মকবুলভাই নকল করে ম্যাট্রিক পাশ করেছিলেন। তিনি নাকি পরীক্ষা দিতে এসে টেবিলে দোয়াত কলম রাখবার আগে রেখেছিলেন একটা খোলা ছোরা, দুম করে টেবিলের কাঠে ফলা গেঁথে। সেই ভয়ে অমন যে দুর্দান্ত কুমুদিনীবাবু, নকলবাজের ঘাড়ে বাঘের মতো যিনি ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্যে আজো জলেশ্বরীর পরীক্ষার্থীদের কাছে ভুত-ভীতিকর বিখ্যাত হয়ে আছেন তাঁর দেহান্তের পরে, তিনিও নাকি মকবুলভাইকে ঘাঁটাতে সাহস পাননি। পরীক্ষার প্রথম দিন, মকবুলভাইকে টেবিলের ওপরেই বই খুলে নকল করতে দেখে তিনি কাছে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। বই দেখে লিখতে লিখতেই, মোটে চোখ না তুলে মকবুলভাই নাকি তখন তাঁকে বলেছিলেন, 'বউ বিধ্‌বা হয়া যাইবে, ছার।' তারপর পুরো পরীক্ষাটাই নির্বিঘ্নে নকলে চালিয়ে দেন মকবুলভাই। ফল যখন বেরোয়, দেখা যায় তিনি দ্বিতীয় শ্রেণীতে পাশ

www.BanglaBook.org

করেছেন। তারপর 'আর পড়িয়া হামার ঘন্টা হইবে' বলে মকবুলভাই পারিবারিক পাটের কারবারে লেগে যান।

কিন্তু আমরা মনে করি, এ সকলই গুজবকথা। নইলে এত জ্ঞানের কথা, ভাবের কথা, ইতিহাসের কথা তিনি না পড়েই জেনেছেন নাকি?

তবে আমাদের চেয়ে বয়সে একটু বড় হাবিব বসুনিয়া বলে, 'পুরান দিনের মানুষ না জানিয়াও অনেক কথা জানে। তারিখ উল্‌টা পাল্‌টা হয়া যায়, আগের কথা পরে কয়, পরের কথা আগোতে, কিন্তু মূল কথাটা ঠিকেই কয়।'

৫

মকবুলভাইয়ের মুখে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের গল্প আমরা শুনি।

'তার বাদে মাথা ঘুরি যায় ইংরাজের। এলায় উপায়? সুভাষ বোস যে যোগ দিছে জাপানীর সাথে। এলায় তো তাঁই ভারতবর্ষ ইংরাজের হাত হতে উদ্ধার করিয়াই ছাড়িবে রে। এদিকে হামার ইন্ডিয়াতেও জনগণের মইধ্যে ধুমা ধরি উঠিচ্ছে আন্দোলন, এই য্যামন বঙ্গবন্ধু ছয় দফা যে দিলো, তারপরে বাংলাদেশের আন্দোলন, আগরতলা মামলা, জেলের তালা ভাঙবো শেখ মুজিবকে আনবো, তারপরে মুক্তিযুদ্ধ। কি হতে কি হয়া যায়, বাহে! ইংরাজ দিশা না পায়! লন্ডন হতে দল পাঠায় চার্চিল— আরেরে ভারতবাসী এই যুদ্ধ জনযুদ্ধ হয়, তবু তোমরা না কেনে যুদ্ধে হামার সাথে ভাল্ করি জুটিয়া আসেন? গান্ধী কয়, হেই শালা ইংরাজের ঘর, তোমরা ভারত ছাড়েন আগে। জেলে তাকে বন্দী করি রাখা হয়। তখন জিন্না কি করে? সে তখন ইংরাজের কানে কানে কয়, হামার যে পাকিস্তানের দাবী সেই পাকিস্তানে রাজী হয়া যান, ভারতবাসী সকল মোছলমান মুঁই তোমার পিছনে দেমো কাতার বান্ধিয়া। আমাজ না পরে জিন্না, বড় মুসলমান তাঁই, ইসলামের নামে এক দ্যাশ চায় পত্তন করিতে। এদিকে গান্ধীর দল নামিছে রাস্তায়— ভারত, ভারত ছাড়ো, আগে তোমরা ভারত ছাড়েন। বড়লাট বদলি হয়া যায়, নয়া বড়লাট হয়া ওয়াভেল আসেন, সমস্বরে ভারতবাসীরা কয়, হিন্দু মুসলিম ভাই ভাই হ্যয়— ওয়াভেল পাক্কা গুন্ডা হ্যয়।'

মন্ত্রমুগ্ধের মতো আমরা এই ইতিহাস শুনি।

www.BanglaBook.org

সেই তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ছোবল হেনেছিলো ভারতবর্ষের ভেতরে কেবল এই বাংলাদেশে একেবারে তার শিরে। সে কিভাবে?

আসামের পিঠে কোল দিয়ে যে বাংলাদেশ, সেই বাংলাদেশে যখন জাপানী আর আজাদ হিন্দের সৈন্যরা ঢুকে পড়ে, তখন পরাজয় আসন্ন দেখে ইংরেজ এক কৌশল করে। ইংরেজের বড় কারিগরি। বার্মা আসাম রণাঙ্গনে একদিকে তারা যুদ্ধ করে, অন্যদিকে বাংলাদেশ থেকে সমস্ত ধানচাল তুলে নিয়ে গোলাবন্দী করে, যেন যখন জাপানী আর আজাদ হিন্দ ফৌজ এসে পড়ে বাংলায়, দখল করে নেয় ভারতবর্ষের এই পূর্বাঞ্চল, তাদের সৈন্যরা অন্নাভাবে মরে।

আমরা মকবুলভাইয়ের কাছে আরো শুনেছি, যদিও তখন তিনি বালকমাত্র, যে, জলেশ্বরী শহরের দেয়ালে দেয়ালে তখন পোস্টার সেঁটে দিয়েছিলো ইংরেজ। সেই পোস্টারে ছিলো একটি ছবি— হাড় জিরজিরে বাংলার কৃষক মাঠে করছে চাষ, তার হালে বলদের বদলে ততোধিক হাড় জিরজিরে একটি মানুষ জোতা, আর সেই চাষীর পেছনে উদ্যত চাবুক হাতে জাপানী এক সৈন্য।

অর্থাৎ, জাপানী দখল যদি নেয় বাংলার, তবে, ইংরেজের বদলে আমাদের আসবে এমন প্রভু, হবে এমন দুঃসময়, যখন বলদের বদলে বাংলাদেশে জমি চষবে মানুষ।

কিন্তু সে মানুষ ইংরেজের আমলেই বা কোন সুখে আছে? চাল ডাল সব তারা কেড়ে নিয়েছে। বিজয়ী বাহিনীর চলাচলের জন্যে এই নদীমাতৃক আমাদের দেশটিতে নৌকো চাই— একদিন, আরো অনেক পরে, এই নৌকোই হয়ে উঠবে আমাদের মুক্তির প্রতীক, স্বপ্নের দিকে যাত্রা করবার যান— ইংরেজ সেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ কালে বাংলাদেশের নৌকো সব একে একে জব্দ করে নদীতে তলিয়ে দেয়। এমনকি সাইকেলের জন্যেও তারা রেজিস্ট্রি বাধ্যতামূলক করে, একটি সাইকেলও সেই কালে পিস্তল খরিদ করার চেয়েও কঠিন করে তুলেছিলো তারা।

মকবুলভাই বলেন, 'পরিস্থিতি কতটা মন্দ বুঝি দ্যাখ। ইংরাজের হাত হতে তেরোশ' পঞ্চাশ সনে গরুর গাড়িও রক্ষা পায় নাই। হলদিয়া টিনের উপর কালা অক্ষরে রেজেস্টরি নম্বর তারা বসায় গরুর গাড়িতে। এ সকল হামার নিজ চক্ষে দেখা।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমরা শুনতে পাই, জাপানী আর আজাদ হিন্দ ফৌজ আসামে ঢুকে পড়ে। কোহিমা, ইম্ফল। এর পরে একে একে ডিমাপুর, ডিগবয়, বজবজ জয় করে, ব্রহ্মপুত্র পাড়ি দিয়ে, তারা জলেশ্বরীর ওপর দিয়ে বাংলায় প্রবেশ করবে। ঘটনা এতই প্রকাশ্য যে, ইংরেজের প্রচারযন্ত্রও আর এ ঘটনা আড়াল রাখতে পারছে না বাংলার মানুষের কাছে।

জাপানীরা এসে যায় কিম্বা এসে গেছে, এই কালে ইংরেজ তাদের অসুবিধেয় ফেলতে বাংলার চালডাল মৌজুদ করে, গোপন করে, মাটির নিচে পুঁতে রাখে। সোনার বাংলায় দুর্ভিক্ষ শুরু হয়ে যায়। ওদিকে আসামে গোলা ছোটে, গোলা ফাটে।

মকবুলভাই আমাদের বলেন, 'আন্ধার আকাশ জমি। ভাত কোনঠে? আকাশে অগ্নির লাল নীল পুষ্প ফোটে, নাচে, ভাঙি যায় য্যান খেলা করে পরী। বেহেস্তের আজরাইল বুঝি অগ্নির মশাল ধরি নামি আসিয়াছে। জাপানীর সাথে যুদ্ধ, এই যুদ্ধ জনযুদ্ধ বলি প্রচার করে ইংরাজ। কতকাল চলে এই যুদ্ধ তার কোনো ঠিক নাই, সকল খবর কেবা কবে দেয় সাধারণ মানুষেরে? আসল বর্ণনা হয়— বাংলাদেশে জাপানী বা জার্মানীর সাথে নয়, ভাত, লাল তপ্ত উষ্ণ ভাত, তারে সাথে যুদ্ধ জনতার।'

৬

ভাতের দাসী? কে বা হয় তারা সতীশের লাশের পাশে এই নারীরা? এমন বর্ণনা আমরা আগে কিম্বা পরে আর কখনো শুনিনি।

মকবুলভাই বলেন, 'ভাতের কথা পুছ করেন তোমরা? হারে, ভাত। পঞ্চাশের আগেও তোমরা স্মরণ করি দ্যাখো। এগারোশ' ছিয়াত্তর সন। আনন্দমঠ বইখানাতে বঙ্কিমবাবু লিখিছিলেন কি লিখেন নাই, বাহে! পড়ি দেখিও।'

জলেশ্বরীর টাউন লাইব্রেরী থেকে আমাদের হাবিব বসুনিয়া 'আনন্দমঠ' উপন্যাসখানা নিয়ে আসে। চা দোকানে আমরা তার পাতা ওলটাই।

'বাঙ্গালায় বড় কান্নার কোলাহল পড়িয়া গেল। লোকে প্রথমে ভিক্ষা করিতে আরম্ভ করিল, তারপর কে ভিক্ষা দেয়? উপবাস করিতে আরম্ভ করিল। গরু বেচিল, লাঙল জোয়াল বেচিল, বীজধান খাইয়া ফেলিল, ঘরবাড়ি বেচিল। জোতজমা বেচিল। তারপর মেয়ে বেচিতে আরম্ভ করিল। তারপর ছেলে বেচিতে আরম্ভ করিল। তারপর স্ত্রী বেচিতে আরম্ভ করিল। তারপর মেয়ে ছেলে স্ত্রী কে কিনে? খরিদ্দার নাই, সকলেই

www.BanglaBook.org

বেচিতে চায়। খাদ্যাভাবে গাছের পাতা খাইতে লাগিল, ঘাস খাইতে আরম্ভ করিল, আগাছা খাইতে লাগিল। কেহ কাহাকে দেখে না, মরিলে কেহ ফেলে না।'

মকবুলভাই বলেন, 'একই ছবি আবারো বাংলায় দেখা যায়। বাংলার ভিতরে হামার এই উত্তর বাংলা চিরকালে বড় দুঃখী রে। ফলনের কালেও দেখিস, আজো তোরা দেখিবি যে, মানুষেরা আধপেটা খায়া থাকে। আর যেকালের কথা কই, তেরোশ' পঞ্চাশ সাল, ভাবিলেও শরীর শিহরি ওঠে।'

আমরা চোখের ভেতরে স্পষ্ট দেখতে পাই— মাথার ওপরে এক নির্দয় সূর্য দিবাকালে, রাতে কষ্টিকালো আকাশে মাথা ভেঙে পড়ে থাকে চাঁদ। মানুষ উজাড়, লাখে লাখে হাজারে হাজার কংকাল বাংলার সড়কে। উচ্ছন্ন গ্রাম। চিৎ হয়ে ভেসে যায় জগৎ যেন আষাঢ়ের ব্রহ্মপুত্রে মহিষের লাশ। কুকুর মানুষ করে উচ্ছিষ্ট নিয়ে টানাটানি। কোলের সন্তান মরা মায়ের লাশ দুধে মুখ দিয়ে টানে। শকুন চক্কর মারে জীয়ন্তেই মানুষের মাথার ওপরে, কখন বা মরে।

৭

ইদ্রিসচাচার দিকে আমরা তাকাই। তবে সাহস হয় না তাঁকে প্রশ্ন করি।

'চল, বাড়ি চল।'

ইদ্রিসচাচা হাত ধরে আমাদের বাড়ির দিকে টানতে থাকেন। কিন্তু আমরা আঠার মতো দৃশ্যটির সঙ্গে লেগে থাকি।

আমরা শুনতে পাই আমাদের এক গুরুজন বড় তম্বি করে ওই নারীদের বলছেন, 'তোমরা কোথা হতে মহল্লার মইধ্যে আসি জুটিলেন?'

নারীরা উত্তর দেয় না।

আবার একটি ধমক দেন আমাদের আরেক গুরুজন, 'ভদ্দরলোকের মহল্লায় আসি উঠিছো, এত বড় সাহস?'

ভদ্দরলোকের মহল্লা? তবে এরা ভদ্র নয়? আমরা ভালো করে তাকিয়ে দেখি তিন নারীকে। তাদের দেখে আমাদের মনে হয়, কই, এরা তো আমাদের মা খালাদের থেকে মোটেই অন্যরকম নয়!

শিশুদের কাছে সকল কিছুই কৌতূহলের বটে; মৃত্যু ও নৃত্য একই বিস্ময়ের হয় জীবন প্রভাতে। আমরা আঠার মতো লেগে থাকি কুঁড়েঘরের দরোজায়। তখন ধমক শুনি আমরা। ইদ্রিসচাচা আমাদের হাত ধরে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আকর্ষণ করেন। ফিসফিস করে বলেন, 'চ্যাংড়াপ্যাংড়ার এ ঠায় থাকা ঠিক নয়। চল, চল।'

কেন ঠিক নয়? আমরা এখানে কেন থাকতে পারবো না? সতীশ বেঁচে থাকতে কতবার এ কুঁড়েঘরে এসেছি হজমি আচার লেবেঞ্চুষ কিনতে, আজ কেন অনুচিত এ আমাদের আসা?

একটি জীবন আমাদের তাড়া করে ফেরে একটি প্রশ্ন। ভাতের দাসী কাকে বলে?

৮

এখন আমরা আর বালক নই, আমাদের বয়স হয়েছে। আমরা গণহত্যা দেখেছি। আমরা মুক্তিযুদ্ধ দেখেছি। আমরা দুর্ভিক্ষ দেখেছি। আমরা মৃত্যু দেখেছি। মকবুলভাইকে আমরা বলি, 'বেশ্যার তো কত নাম হয় বাংলা ভাষায়, ভাতের যে দাসী তারা আগে পরে আর শুনি নাই।'

মকবুলভাই বলেন, 'তাহলে এক কাহিনী শোনো তোমরা। হামার এই বুড়ির চরের ঘটনা। ভাতের কথা আগে কই। তার বাদে ভাতের দাসী তোমরা নিজেরাই বুঝি নিবেন। পঞ্চাশ সনের কথা, তেরোশ' পঞ্চাশ সন। আকাল কি নাইভিক্ষ তখন, শিক্ষিতেরা দুর্ভিক্ষ কয়। কেহ না ভিক্ষা দেয়, ভিক্ষা না পাওয়া যায়, কারো প্যাটে ভাত নাই ভিক্ষা কে দিবে? আকাল বলি কথা। তবে শোন, বেশ্যা যে হয় তারা নারী, তাদেরও তো ভুখ লাগে। ভুখের কাছে বেশ্যা কি সতী কিছু নয়। আগে জীবন, জীবন বাঁচিলে তবে তারপরে অন্য কথা হয়। ভাতের এ ভুখ আন্ধার করি দেয় চক্ষু। হারে, ভাত, আরে ভাতই ভগবান আল্লা রসুল রে। তবে শোন, এই জলেশ্বরী হতে দূরে নয় বুড়ির চর, সেথার এক ঘটনার কথা এলাম কই। প্রাইমারি ইসকুলের মাস্টার অধরচন্দ্র ধর, তারে বেটি সোনা রূপা, তেরোশ' পঞ্চাশ সন, ভাতের লাগিয়া তারা দোরে দোরে মাঙন করিবে। কল্পনা করি দ্যাখ। এত বড় দ্যাশ আর এতগুলা মানুষ, কাঁইবা যুদ্ধের তালে বড় মানুষ হয়া গেইছে, রাতারাতি আঙুল ফুলিয়া তারা কলাগাছ, তাদেরও দুয়ারে যাইবে সোনারূপা, ভিক্ষা না পাইবে।'

BanglaBook.org

৯

আমাদের চোখের ভেতরে পঞ্চাশ সন খেলা করে ওঠে। আমরা দেখতে পাই জলেশ্বরীর পাশেই বুড়ির চর গ্রামটিকে। কি ভীষণ চৈত্রকাল। ধুলো

www.BanglaBook.org

ওড়ে। আম গাছে মউল ঝরে পড়ে তপ্ত হাওয়ায়। নুয়ে পড়ে বাড়িঘর। মানুষের দেহে হাড় গণা যায়। সড়কে সড়কে লাশ। সেই লাশ ঠেলে আমরা দেখি সোনা আর রূপাকে।

সোনা আর রূপা, ভাতের অভাবে আজ ছয় ছয়টা দিন, চোখে তারা জিলকি দ্যাখে, অন্ধকার দ্যাখে। এখন তারা দুই বোন বল্লার চর, মান্দারবাড়ি, তারপরে হাগুরার হাট, রাজারহাট, কাঁঠালবাড়ি, নবগ্রাম, আরো কত কত গ্রাম তারা যাবে হাতে সানকি নিয়ে। অচিরেই ভাত নয়, ফ্যান শুধু তারা মাঙন করবে দোরে। ভিক্ষা যারা দিতে পারে, তারা দেবে না, পাছে আসে এমন সময় যে, তাদেরই যদি ভিক্ষার সানকি হাতে করতে হয়!

জলেশ্বরী ইস্টিশানের রাস্তায় মিষ্টির দোকানে বসে চায়ে চুমুক দিতে দিতে মকবুলভাই বলে চলেন, 'দেখিবার কি পাইস রে তোরা? সোনা রূপা আদাড় বাদাড় ভাঙি বুনা কচু ঘেচু লতা পাতা প্যাটের আগুনে দিতে সন্ধান করিচ্ছে? এ সোনা সে সোনা নয়, চাউলের দানা আকালের কালে তাঁই সোনার দানার তুল্যমূল্য হয়া গেছে। আর, ভাতের পাতলা ফ্যান, রূপার ওজন সমান। সেই ফ্যানও জোটে নাই আইজ কতদিন এইযে রূপার।

এই সোনা এই রূপা— প্রাইমারি ইসকুলের অধর মাস্টারের বেটি। মাস্টার রাইতের বেলা সেই যে শোবার গেইছে, ভোরে তার দুই বেটি চায়া দ্যাখে— কখন মরিয়া তাঁই শক্তচ্যালা কাঠ হয়া আছে। চিতায় পুড়িবে তাকে, পুড়িবারও কাঠ নাই, শকুন ভরোসা। ভাতের অভাবে দিনে দিনে পড়ে লাশ, আরো একটা লাশ! কান্দিবে কাটিবে কাঁই? চক্ষের পানিও লাশ হয়া গেছে পঞ্চাশের আকালে বাংলায়।'

আমরা আমাদের জন্মপূর্বের জগতে স্থাপিত হই।

১০

সোনার বয়স কত হবে? ভাতের যে দাসী হবে, তার বয়স কে কবে মানে? আমরা দেখি সোনাকে তার সতেরো বছর বয়সে। রূপা তার ছোট বলে আমরা শুনি। কত ছোট? ভাতের দাসী তাকেও তো হতে হবে অচিরেই। তাহলে তাকে আমরা পনেরো বলেই ধরে নিই।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মকবুলভাই আরো বলেন, 'রূপার এক দোষ। বয়সটা বড়, বুদ্ধিটা খাটো। মাথায় কিছু গোলমাল। বাচ্চা মাইয়ার মতো তাঁই চলনে ও ভাবনে। বাপ যে অনাহারে মরি চ্যালাকাঠ হয়া আছে, রূপা তা দেখিয়া কি করে? হি হি করি হাসিতে হাসিতে তাঁই, আহা রূপা, নাচে, সোনাদিদির কোমর ধরে পাক দেয় আর বলে, 'কাঁই কয় বাপ মোর মরি গেইছে? চায়া দ্যাখোঁ, চক্ষু তার চায়া আছে।'

একে ভাতের অনাহার আজ কতদিন, তারপরে রূপা তাকে ধরে দেয় পাক, সোনা মাথা ঘুরে পড়ে যায়। মাটিতে পড়ে সে হাঁপাতে থাকে।

রূপা তাকে ঘিরে হাততালি দিয়ে বলে, 'মরে নাই, মরে নাই, দিদি। চক্ষু তার চায়া আছে। পষ্ট দেখিলোম। এলাও সে বাঁচি আছে। ভিক্ষা করি খুদ কুড়া ফ্যান উছটা কিছু যদি পাই, ঘরে আসিলেই লাফ দিয়া উঠি তাঁই সব কাড়ি নিবে।'

সোনা দ্রুত উঠে দাঁড়ায়। তার এই বোনটির মাথার দোষ সে জানে। বড় মায়া হয় তার।

রূপার হাত ধরে সে মমতা নিয়ে বলে, 'পাগল কি হয়া গেলি তুই? বাপ যে মরি গেইছে, সেই হুঁশও নাই তোর?'

সোনার মমতা রূপাকে স্পর্শ করে কোথাও কোনো গভীরে। স্থির হয়ে তাকায় সে বোনের দিকে।

'সত্য করি কও, দিদি। বাপ মোর সত্যই মরিছে?'

'বাপ মাও চিরকাল থাকে না রে। জন্মিলে মরিতে হয়— কোনোকালে এই সত্য মিছা হয়?

'তবে তাঁই মরি গেইছে নিশ্চয় নিশ্চয়। হি হি হি।' রূপা হাততালি দিয়ে আবার নেচে ওঠে। 'মরিছে ভালোই হইছে। হি হি হি। বাপ মরিছে ভালো হইছে। হি হি হি। বাপ মরিছে ভালো হইছে। ভিক্ষা করিয়া যাই আনিতাম, মারি ধরি কাড়ি সব খায়া নিত বুড়া। প্যাট ভরিয়া খাবো এবার, প্যাট ভরিয়া খাবো। দিদিলো, আর চিন্তা নাই।'

রূপার এই পাগলামো আজ ভালো লাগে না সোনার। তাকে যে কড়া একটা ধমক দেবে, সেই শক্তিও তার দেহে আর অবশিষ্ট নেই অনাহারে। ক্ষীণকণ্ঠে সে গাল দিয়ে ওঠে, 'মর তুই, রূপা।' তারপর ঘোরের ভেতরে প্রলাপের মতো সে বলে চলে, 'জন্মদাতা বাপ, মা মরি যাবার পর কত কষ্ট করি তোকে বুকে ধরি মানুষ করিছে, ক্ষুধায় কংকাল হয়া ভাতের সপ্পন দেখিছে, ইসকুল উঠিয়া গেছে, তালা বন্ধ করি দিয়া গেছে সরকার।

www.BanglaBook.org

অধর মাস্টার, বাপ হামার, তাও ইসকুলের দরজায় যায়া রোজ বসিয়াছে, আসিবে আসিবে ছাত্র, বিদ্যাশিক্ষা করি তারা বড় হইবে, ইংরাজের হাত হতে উদ্ধার করিবে দ্যাশ, জননী যে দ্যাশ, জননীর জিঞ্জির কাটিবে তারা, আবার সোনার দ্যাশ, সন্তানের রাজ্যপাট আবার হইবে।'

মকবুলভাই আমাদের বলেন, 'এ সব কথা শুনিয়া যদি মনে করো, এত কথা সোনা জানিলে কি করিয়া? এমন কথা তো শিক্ষিতেরা কয়। গাঁও গেরামের মাইয়ার পক্ষে কি দ্যাশের কথা রাজনীতির কথা জানিবার বিষয়? কিম্বা সম্ভব হয়? তবে শোন, অধর মাস্টার তার এই বড় মাইয়াটাকে বড় হাউস করিয়া মানুষ করবার ধরছিলো। নারীর জনম যে দুঃখের জীবন, সেই জনম হতে মুক্তির পথ আছে বিদ্যায়। অধর মাস্টার তার এই বেটিকে তাঁই বেটার মতো মানুষ করিতো। বিদ্যার সাথে সাথে দুনিয়ার সম্বাদও তাকে দিতো। ভাতের খিদায় সোনা সর্বস্ব দিয়া গরাসে গরাসে ভাত পাইছিলো বটে, অনাহারী দেহে তার সহ্য হয় নাই। বমি করি চোখ উলটি ছেৎরিয়া লাশ হয়া যায়। বাঁচি যদি থাইকতো তবে দেখিবার মতো একটা নারী তাঁই হইতো নিশ্চয়।'

ভাতের ক্ষুধার মুখে সোনার এ সকল কথা শুনে হিহি করে হেসে ওঠে রূপা।

'তবু হাসে! মনে কোনো মায়া নাই? শোক দুঃখ নাই? বাপের তরে না কান্দিস, সপ্পন দেখিবার একটা লোক চলি গেল, তুই তারে জন্যে কাঁদ। আইজ তারে জন্যে ফ্যাল তুই চক্ষের জল।'

'প্যাটে ভাত না থাকিলে কি চক্ষে জল থাকে?'

শরীরের সর্বশক্তি দিয়ে রূপাকে ধাক্কা দেয় সোনা, বলে, 'মর তুই। মরিস না কেনে?'

সোনার এ রুদ্রমূর্তি দেখে রূপা খপ করে তার হাত ধরে চোখ পাকিয়ে বলে, 'মরিব কেন রে? এবারে বাঁচিব।'

'কি করি বাঁচিব, বুন? দ্যাশে ভাত নাই। থাকিলেও কিনিবার সাধ্য নাই। হামারে নামের নাম, সোনায় যে চাউলের দাম। কতকাল প্যাটে ভাত নাই। ভাত পাইলে লুনও না লাগিতো, একেক গরাসে আইজ এক হাঁড়ি ভাত খানু হয়।'

ভাতের কল্পনায় দুই চোখ বিস্ফারিত হয়ে যায় সোনার।

রূপা ভয় পায় সোনাকে দেখে। ডাইনি হয়ে গেলো নাকি তার দিদি?

সোনা আবার এক ঘোরের ভেতরে বলে চলে, 'বাঁচিবার সাধ হয়, বুন। এ আকাল একদিন ঘুচিবে নিশ্চয়। তখন আবার প্যাট ভরি খাবো

www.BanglaBook.org

দুইজনা। আবার আসমান ভরি চাঁদ তারা হাসিবে হামার। আবার সাঁতার দিয়া আধকোশা নদী পার হবো। সরিষার ফুল ভাঙি মধু চুষি খাবো। পুতুলের বিয়া দেবো। পুতুলের ঘরে যদি ব্যাটা হয় শঙ্খে ফুঁক দেবো, বেটি হইলে গলা তার টিপিয়া ধরিব।'

মকবুলভাই আমাদের বলেন, 'নারীর জনমই এই হয়, বাহে। তারা জন্মিয়াই জানে কি ভীষণ জীবন নারীর এ জীবন।'

১১

আমাদের গুরুজনদের দেখে সতীশের লাশের পাশে মাটিতে বসে থাকা নারী তিনজন ক্ষণকালের জন্যে বিলাপে ক্ষান্ত দেয়।

'এই কি হইছে?'

এ প্রশ্ন আলঙ্কারিক বটে। চোখেই দেখা যাচ্ছে সতীশ আর নেই। তার মুখের ওপর একটা নীল মাছি অবতরণের চেষ্টায় বারবার উড়ে উড়ে আসছে।

'সতীশের তোমরা কাঁই?'

এই প্রশ্নটিও আলঙ্কারিক, কারণ, আমরা বালকেরা না জানলেও আমাদের গুরুজনদের কাছে অজানা নেই এরা কারা। সেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে জলেশ্বরীতে বেশ্যাপল্লী বসেছিলো, যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে, ইংরেজ চলে গেছে, পাকিস্তান হয়েছে, পাকিস্তানও শেষ হয়ে গেছে, এখন বাংলাদেশ, এখনো জলেশ্বরীর কালিবাড়ির পাশ দিয়ে গলিতে সে পল্লী রয়েই গেছে।

এই নারীরা সেই কালিবাড়ির পাশের গলিরই বটে। তাদের শাড়ির রঙ, পাড়, চোখে লেপটানো রাতের কাজল, দৃষ্টিতে 'পুরুষজাতিকে জানা আছে' এই বাক্য এখন আমরা জানি আমাদের গুরুজনেরা পড়ে নিয়েছিলেন মুহূর্তেই, কিন্তু আমরা তাদের নারী ভিন্ন জানি নাই।

আমরা বোধহয় ঘরের ভেতরে একটু বেশিই ঢুকে পড়েছিলাম। আমাদের দৃষ্টিতে বোধহয় গুরুজনেরা দেখতে পেয়েছিলেন যে এই নারীদের আমরা আমাদেরই মতো কারো মা-খালা মনে করেছি। তাঁরা আমাদের ধমক দিয়ে ওঠেন, 'এইও, চ্যাংড়াপ্যাংড়া সকল বাইরে যাও।'

গুরুজনদের হাতের ধাক্কায় আমরা ছিটকে পড়ি প্রায়। হুরমুর করে পালাবার পথ পাই না। তখন আমাদের গুছিয়ে বাইরে মাঠে নিয়ে আসেন ইদ্রিসচাচা।

www.BanglaBook.org

গুরুজনেরা তখন যে প্রশ্নটি নারীদের করেছিলেন, এবার আমরা সেই প্রশ্নটিই করি ইদ্রিসচাচাকে।

এবং তখন তিনি সেই রহস্যময় উত্তরটি দিয়েছিলেন, 'একবার তো কইলাম, শুনিস নাই? এরা সকল ভাতের দাসী।'

১২

হঠাৎ রূপা চিৎকার করে ওঠে, 'দিদি লো!!'

চমকে ওঠে সোনা।

'কি? কি হইছে, রূপা?'

রূপা সোনার হাত ধরে দূর দিগন্তের দিকে আঙুল তুলে আবার এক চিৎকার দিয়ে বলে, 'দিদি, দ্যাখ, দিদি, ধোঁয়া উঠিতেছে।'

'কই? কোন্‌ঠে?'

'চক্ষু নাই তোর, দিদি। দ্যাখ, দ্যাখ, ধোঁয়ায় আকাশ ভরি মেঘ ভাসিতেছে। ওই ওই, নাক টানি দ্যাখ, ভাতের ঘেরানে গ্রাম ভরি আছে। ভাত খাবো ভাত। চুলা হতে ভাত নামিয়াছে। কত ভাত। লাল ভাত। ফেনা ফেনা ভাত। উষ্ণ তপ্ত ভাত। ভাতের ঘেরান পাই। ঘেরান ভাসিয়া আসে কোনখান হতে?'

সোনার ঘোর লেগে যায়।

সত্যিই তো, আকাশে যেন কালো ধোঁয়া। উনুনের ধোঁয়া। কোথাও নিশ্চয়ই রান্না হচ্ছে কারো বাড়িতে। এই বুড়ির চরে, এত ভোরে, কার বাড়িতে উনোন জ্বলে? এমন কে বড়মানুষ আছে বুড়ির চরে এক বছরদ্দি ছাড়া যে এই আকালেও দুইবেলা হাঁড়ি চড়ে বাড়িতে?

সোনার পেটের ভেতরে পাক দিয়ে ওঠে জন্মের খিদে। নছরদ্দির কথা মনে হতেই তার আশা হয়। বছরদ্দির বেটা নছরদ্দি ঘুরে ঘুরে আসে সোনা রূপার বাড়িতে। রূপার টানেই যে আসে, সোনা তা বোঝে।

মকবুলভাই বলে, 'নষ্টামিটা মতলব উয়ার। সোনাকে সে তফাৎ করিয়া চলে। কারণ, সোনাকে জাপটি ধরিলে ডাক ভাঙিবে সে। রূপা তো পাগলি। খালি হিহি করি হাসে। রূপাকে যাঁয় করো তাঁয় করো কেবল হাসিবে।'

নাক ভরে বুকের ভেতরে বাতাস টেনে স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো গলায় সোনা বলে, 'ঘেরান ভাসিয়া আসে কোনখান হতে?'

সোনার হাত ধরে রূপা টান দেয়।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'চল দিদি, সানকি ধরি যাই। ভাত পামো।'

তবু যেন সোনার পা চলে না। বিশ্বাস হয় না তার যে সত্যিই ভাতের ঘ্রাণ সে পেয়েছে।

'চল, দিদি, চল। ভাত রান্ধে। তারা ভিক্ষা দিবে নিশ্চয়। পাথরের মতো তুই খাড়া হয়া থাকিস না আর। কতদিন পরে আইজ প্যাট পুরি ভাত খাবো ভাত।'

সোনা তবু অনড়। রূপার হাতের টানেও তার পায়ে লাগে না দৌড়।

রূপা আবার তাকে হ্যাঁচকা এক টান দিয়ে বলে, 'ছুটি চল, দিদি। দ্যাশ ভরি অনাহারী হাজারে হাজার। চল দিদি, চল, বিলম্ব করিলে সব শ্যাষ হয়া যাবে।'

১৩

আমরা ইদ্রিসচাচার হাত ধরে বাড়ি মাঠ পাড়ি দিই। আমাদের ভেতরটা থমথম করে ওঠে।

'সতীশ কি মরি গেইছে, চাচা?'

'হয়, হয়।'

'ইশকুলে আমাদের টিফিন কে আনিবে?'

'এক সতীশ গেইছে, ফির আরেক সতীশ আসিবে।'

চাচার কথায় আমরা আশ্বস্ত হবার বদলে বিষণ্ন বোধ করি।

যে-সতীশকে আমরা রোজ ইশকুলে দেখতাম আমাদের জন্যে ডালা সাজিয়ে আচার, লজেঞ্চুষ, হজমিগুলি, বাদাম আর সন্দেশ নিয়ে বসতে, সে আর আসবে না কোনোদিন, রাস্তার ধারে বসবে না ডালা সাজিয়ে, আমরা কল্পনাই করতে পারি না। সে যে পোড়া পেট চালাবার জন্যে এই ফিরিওলার কাজ করতো, সেই বালক বয়সে আমাদের তা কখনোই মনে হয়নি। আমরা তাকে মনে করতাম, আমাদের আনন্দের জন্যেই সে এ কাজ আল্লার কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছে।

নইলে আমরা ঝুল ধরলে সে ফাউ দেবে কেন? আমরা দুষ্টুমি করে তার ডালা ধরে ঝাঁকালে বকা দেবার বদলে হাসতে হাসতে সে বাঁদরের অভিনয় করে দাঁত খিঁচুনি দেবে কেন। আমাদের ভারী মজা হতো তার সেই মূর্তি দেখে। আমরা সতীশকে ক্ষেপাবার জন্যে আরো বেশি করে ডালা ঝাঁকাতাম তার।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমাদের মনে পড়ে, কোনো কোনোদিন সতীশ আমাদের কাউকে, পয়সা না থাকলে, এমনিই দিয়ে দিতো সন্দেশ। নতুন যে সতীশ আসবে, সে কি এমন দেবে?

আমরা সতীশের মৃত মুখখানি স্মরণ করে বুকের ভেতরে কান্না অনুভব করি। সেই নারী তিনটির বিলাপ আমাদের কানে পশে আবার। মাঠের ওপাড়ে, সতীশের ঘর থেকে বিলাপের ধ্বনি ভেসে আসে, সে বিলাপ আছড়ে পড়ে জলেশ্বরীর ওপর।

ভাতের দাসীরা কেন কাঁদে সতীশকে ঘিরে? কোথা থেকে এসেছে তারা? আগে কখনো দেখিনি আমরা এই নারীদের। আমাদের মনে হয়, আকাশের পরী তারা; সতীশের শোকে পৃথিবীতে নেমে এসেছে।

আমাদের ইচ্ছে করে এক্ষুনি ছুটে যাই, সেই নারীদের সঙ্গে আমরাও কেঁদে উঠি।

বাড়ির দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে যেতে ইদ্রিসচাচা বলেন, 'এক সতীশ গেইছে তো কি হইছে? কত সতীশ আছে জগতে। তারা আসিয়া ডালা সাজেয়া ইশকুলের মাঠে বসিবে টিফিনের দোকানদারি করিতে।'

আমরা অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাড়ির দিকে অগ্রসর হতে থাকি।

বাড়ির পথে ইদ্রিসচাচাকে শুনি, আপনমনেই তিনি বিড়বিড় করে বলে চলেছেন, 'কত মানুষ আছে কাম নাই, চাকরি নাই। ভাতের দুঃখ বড় দুঃখ। কিসে দুক্না ভাত আসে, জীবন বাঁচে, তারে জন্যে মানুষ কি না করিবার পারে। দোকানদারি তো পরিষ্কার কাম হয়। কতজনা কত আকামে নামিয়া পড়ে ভাতের জন্যে।'

১৪

তেরোশ' পঞ্চাশ সনের গল্প শুরু করে মকবুলভাই একের পর এক একেকটা নতুন মানুষ নিয়ে আসেন।

'ভাত, ভাত, ভাত কোন্‌ঠে কাঁই পাকায়! বলে সোনা আর রূপা তো পাগলের মতো ছুটিয়া চলে। সড়কেই তারা নছরদ্দিকে দেখিবার পায়।'

কে এই নছরদ্দি? গোলাপি রঙের শার্ট গায়ে, পায়ে পেটেন্ট লেদারের পাম্পশু, গলায় রঙীন মাফলার, কে এই যুবক? যুদ্ধের বাজারে আর তেরোশ' পঞ্চাশ সনের মন্বন্তরের গতিকে মানুষ যখন দিশেহারা, দেহ যখন কংকাল, বস্ত্র যখন বাজারে দুর্লভ, তখন এই যুবকের এমত

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তৈলচিক্কণ স্বাস্থ্য আর শৌখিন সজ্জা দেখে আমাদের জানতে ইচ্ছে করে—কে সে? অভাবের সংসারে অভাবহীন কে এমন?

পিতৃপরিচয় দিয়েই মানুষ আপনার পরিচয় প্রকাশ করে।

মকবুলভাই বলেন, 'নছরদ্দির বাপ হয় বছরদ্দি।'

আমরা সমস্বরে জানতে চাই, 'কোন বছরদ্দি? সেই যে বছরদ্দি?'

'হয়, হয়। সেই বছরদ্দি। মাটিকাটা কুলির সর্দার।'

বছরদ্দির কথা জলেশ্বরীর কিংবদন্তী সমগ্রের একটি কথা।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ যখন আসাম পর্যন্ত পৌঁছে যায়, বাংলা বুঝি জাপানের হাতে এইবার যায়-যায়, তখন যুদ্ধের জীপ লরি ট্যাংক চলবার জন্যে নতুন সড়ক রাতারাতি তৈরী করবার বড় দরকার হয়ে পড়ে ইংরেজের। সেই সড়ক তৈরীর মাটিকাটা কাজে বুড়ির চরের বছরদ্দি যায় আসামে। সেখানে সে একদিন মাটিকাটা কুলি থেকে নিজেই সর্দার হয়ে পড়ে।

কিভাবে সে সর্দার হয় রাতারাতি? সে কাহিনী জলেশ্বরীর আকাশে বাতাসে আজো এই এতগুলো বৎসর পরেও ওড়ে।

মকবুলভাই বলেন, 'ভাত! ভাতের দুঃখেই বছরদ্দি আসামে যায় মাটিকাটা কুলির কাম নিয়া। আসামের পাহাড় কাটি রাস্তা করা! দিবারাত্র পরিশ্রম। ইংরাজের যুদ্ধ। জাপান আসিয়া পড়ে। রাত্রদিন কাম চলে আসামের গহীন জঙ্গলে। বছরদ্দি মাটিকাটার কুলির কাম করিয়া ভুখ হতে বাঁচে। ভাত পেটে পড়িলো তো শান্তি হইলো সব? কারো কারো তখন ভাত ছাড়িয়া টাকার দিকে নজর যায়। টাকার জন্যে মানুষ তখন পাগল হয়া যায়। আইজ বাংলাদেশে চারোদিকে ভাল্ করি চায়া দেখিলে কথাটা পরিষ্কার হয়া যাইবে। পেটের ভাতের জন্যে কায়কারবার করি ক্ষান্ত নয় তারা, মারিধরি গলায় পাড়া দিয়া অন্যায্য কত কাম করিয়া যে যেইভাবে পারে টাকার পাহাড় গড়ি তুলিচ্ছে।'

আমরা বর্তমানের কথা শুনতে চাই না। আমরা তো এই উৎকট বর্তমানের ভেতরেই আছি। আমাদের চারদিকে বছরদ্দির ছায়া পড়ে।

যুদ্ধের পর পাকিস্তানকালে জলেশ্বরীর এক নম্বর মার্চেন্ট ছিলো সে। ততদিনে সে নিজের নাম সংস্কার করে মোহাম্মদ বশিরউদ্দিন করলেও জলেশ্বরী আজো তাকে বছরদ্দি বলেই জানে। তার পাইকারি ব্যবসার মহাজনীঘরে, জলেশ্বরীর অনেকেই এখনো স্মরণ করতে পারে, মুসলিম লীগের স্থানীয় নেতারা আসতো সন্ধ্যার পরপর, রাজনীতির আলাপ হতো গভীর রাত পর্যন্ত। কিন্তু লোকেরা এও জানতো, দেশমানুষের আলোচনা

www.BanglaBook.org

ছিলো মেজাজ তৈরী করবার উপায়মাত্র; রাত একটু ঘন হলেই বসতো মদের আসর; তারপর রাত যখন হেলে পড়তো বছরদ্দিকে দেখা যেতো টালমাটাল পায়ে তার প্রাইভেট রিক্‌শায় উঠছে বাড়ি ফেরার জন্যে।

একদিন এই রিক্‌শায় উঠতে গিয়েই সড়কের ওপর ঢলে পড়ে সে। সঙ্গীসাথীরা মনে করে, নেশার ঘোরেই তার এ পতন। তারা তাকে ঠেলেঠুলে রিক্‌শায় ওঠাতে চেষ্টা করে, কিন্তু অকস্মাৎ পাহাড়ের সমান ওজন মনে হয় বছরদ্দিকে। রিক্‌শায় তোলা তাকে সম্ভব হয় না। সঙ্গীসাথীরাও মাতাল, তারা বছরদ্দিকে ঘিরে সড়কের ওপর বসে থাকে, যেনবা জ্বীনপরীর অপেক্ষায় থাকে তারা। যেন জ্বীনের দল এসে বছরদ্দিকে রিক্‌শায় তুলে দেবে!

অবশেষে একটি মানুষকে দেখা যায় রাতের অন্ধকার ভেদ করে তাদের দিকে আসতে।

কালো জোব্বা পরা একটি দেহ রাতের অন্ধকারে গাঢ়তর একখন্ড অন্ধকার দুলে দুলে আসছে এদিক পানে। সঙ্গীসাথীরা ভয়ে চিৎকার দিয়ে পালায় বছরদ্দিকে ফেলে।

লোকটি কিন্তু জ্বীন নয়, মানুষ, বাজার মসজিদের ইমাম।

সে ফিরছিলো এক এছলামি জলছা থেকে। সেই জলছায় আখিরাতের ওপর সেদিন সে দিলকাঁপানো এমন ভয়ংকর এক ওয়াজ করেছিলো যে হাজেরানে মজলিছ কবরের অন্ধকার আর দোজখের গজবের ভয়ে কাবু হয়ে গিয়েছিলো তো বটেই, সে নিজেও বাড়ি ফেরার পথে চমকে চমকে উঠছিলো।

যাই হোক, বাজার মসজিদের কাছাকাছি আসতেই, হঠাৎ নিঝুম সড়কের ওপর এত গভীর রাতে একটা মানুষ পড়ে থাকতে দেখে তার আত্মাপাখি উড়ে যায়। দৌড়ে পালাবে কি, মানুষটা অন্ধকারে মিশে ছিলো, তার দেহের ওপরেই পড়েছে তার পা। পা যেন আঠা দিয়ে আটকে দিয়ে গেছে কেউ।

ভয়ে সে চেঁচিয়ে উঠবে, ঠিক তখন পায়ের নিচে লোকটা তার পা ধরে পাশ ফিরে পরিষ্কার কণ্ঠে বলে, 'আসামে মুঁই সদারকে গলা টিপি খুন করিছিলোম, হুজুর। এতদিনে সেই গোপন প্রকাশ করিয়া মুঁই চলনু এ দুনিয়া ছাড়িয়া।'

পরবর্তীকালে ইমাম সাহেব কতবার কত মজলিছে এই কাহিনী বলেছে, যে, 'বাপধন, বাপ মোর, ভাল্ করি শুনি রাখেন তোমরা, পাপ

www.BanglaBook.org

কোনোকালে গোপন থাকিবার নয়, বিশেষ করিয়া এতবড় পাপ। সেই রাতে বছরদ্দির জান কবচ হইবার টাইম ঠিক হয়া আছে আল্লার খাতায়। কিন্তু তাঁই যে আসামে একদিন সর্দারকে গলা টিপি মারিয়া রাখিয়া কুলিসকলের মাইনার ছিয়ানব্বই হাজার টাকার থলি হস্তগত করি নেয়, সে কথাও দুনিয়ার কাছে প্রকাশ হওয়া দরকার তার মরিবার আগে। মুঁই তো ওয়াজ কঁরো সেই রাইতে, ওয়াজ চলিচ্ছে, সেইকালে মজলিছে হঠাৎ হামার কল্‌বের ভিতরে এক ফেরেশতা এক স্বর ধরিয়া কয়, আচ্ছালামু আলাইকুম, একবার আসিতে হয় বছরদ্দির মহাজনী দোকানের রাস্তায়। গেইলোম, দেখিলোম, মানুষটা পড়িয়া আছে, আজরাইল বসিয়া আছে বুকের উপরে, আজরাইল কয়— এলায় স্বীকার কর নিজমুখে, বছরদ্দি পাশ ফিরিল, হামার পাঁও ধরিয়া মাফ চাইলো সে, কইলে যে মুঁই গোনাহ্‌গার, সর্দারের রক্ত লাগি আছে মোর হাতে।'

সেই বছরদ্দির একমাত্র ছেলে নছরদ্দি, তার দেখা সোনা রূপা পায়— তেরোশ' পঞ্চাশ সনে, দুর্ভিক্ষের সড়কে।

১৫

নছরদ্দি দ্রুতপায়ে ইস্টিশানের দিকে যাচ্ছিলো, তার বাবা আসাম থেকে আসছে। যুদ্ধের প্রয়োজনে বুড়ির চরে ইংরেজের সৈন্যদের নতুন একটা ছাউনি বসবে, ছাউনির কন্ট্রাক্ট পাবার জন্যে তদ্বির করে আশার আলো অনেকটা দেখতে পেয়েছে বছরদ্দি, এবার সশরীরে হাজির হতে পারলেই কাজটা হস্তগত হতে পারে।

বুড়ির চরে ইংরেজের কর্মচারীরা কিছুদিন থেকেই ছাউনির জায়গা রেখি করছিলো, আজ তাদের সঙ্গে বছরদ্দির আলোচনা হবার কথা। কিন্তু যুদ্ধের সময়, ট্রেনের টাইম ঠিক নেই, আগে সোলজারদের ট্রেন পাস হবে, তারপরে প্যাসেঞ্জার ট্রেন, তাই প্রায়ই লেট হয় জলেশ্বরীতে ট্রেন আসতে। তবু বলা যায় না, ট্রেন যদি আজ ঠিক সময়েই এসে হাজির হয়! নছরদ্দি তাই পাখির পাখায় উড়ে চলেছে জলেশ্বরী ইস্টিশানের দিকে।

এমন সময়, সড়কের ধারে, কন্টিকারির জংগলের ভেতর থেকে রূপা লাফিয়ে পড়ে নছরদ্দির সমুখে।

রূপার পেছন পেছন বেরিয়ে আসে সোনা। তেরোশ' পঞ্চাশ সনের আকালের ভেতর থেকে নছরদ্দির ঘাড়ে যেন লাফিয়ে পড়ে মূর্তিমান দুটি কংকাল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'কে? কে?' বলে চেঁচিয়ে ওঠে সে। মুহূর্তের মধ্যে যখন সে বুঝে ওঠে এ দুটি ভুত নয়, মানুষ বটে, তার চেনা মানুষ, সে ধমক দিয়ে ওঠে, 'ঘাটার উপরে কি তামাশা? হাত ধরিচ্ছিস যে!'

রূপার জন্যে তার হৃদয়ে কোথাও এখনো কিছু আছে বুঝি, এই কংকাল শরীরের ভেতরেও নারীর ননীটুকু এখনো গলে ঝরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি বা, নছরদ্দি পলক ধরে তাকিয়ে থাকে রূপার দিকে।

তার সেই স্থিরদৃষ্টি দেখে হিহি করে হেসে ওঠে রূপা। সোনাকে সে বলে, 'ডরাইছে রে, দিদি। ডরাইস না, নছর। ভাতের ঘেরান যে পাঁও, তোর বাড়ি হতে?'

ভাত রান্না হচ্ছিল বটে নছরদ্দির বাড়িতে, ইংরেজের কর্মচারী আসবে, তাদের জন্যে। কতজন আসে তার তো ঠিক নেই, এক হাঁড়ি ভাত রান্না হচ্ছে। আর কোটাকুটি বাটনাবাটি চলছে সকাল থেকে। মাংসটা ওঠানো হয়েছে আগেই, টগবগ করছে মশলা মাখানো ঝোল। আনাজের পদটা কেবল তোলা হয়েছে, পাঁচফোঁড়নের গন্ধে ডাক ভেঙেছে যেন বাতাসের।

দুর্ভিক্ষের কালে আর কোনো গন্ধ ক্ষুধার্তের নাকে এসে পৌঁছোয় না, কেবল ভাতের গন্ধ ছাড়া।

সোনা আর রূপার ক্ষুধা বিস্ফারিত ভয়ানক চোখ দেখে ভীত হয়ে পড়ে নছরদ্দি। এক ঝটকায় রূপার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে সে বলে, 'কাঁই কয়? ভাত কোন্‌ঠে? হামার বাড়িতে নয়।'

পাগলি রূপা আবার হেসে ওঠে হিহি করে।

'সত্য করি কও। ভাতের ঘেরান পাঁও। তোমারে তো বাড়ি হতে? কতদিন ভাত খাঁও নাই।'

অবোধ রূপা হিহি করে হাসতে থাকে। কংকালের হাড় যেন বেজে ওঠে।

এভাবে হাসলে কেউ বিশ্বাস করবে তারা অনাহারী?

নছরদ্দির হাত ধরে সোনা বিনতি করে বলে, 'এ্যকনা ফ্যান, তাও জোটে নাইরে, নছর।'

'ছাড় হাত, লেট হয়া যায় মোর।'

দিদির বিনতির স্বর নকল করে রূপা তখন কেঁদে ওঠে, 'খাঁও নাই ছয়দিন। ঠিকঠিক ছয়দিন রে।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নছরদ্দির মনটা ঈষৎ নরোম হয়, কিন্তু গলায় তেজ ঢেলে বলে, 'খাইস নাই, তার মুঁই কি করিম্? নূতন কি কথা হইল? কতজনায় তো না খায়া আছে।'

রূপার কাছে ঘুরে ঘুরে আসে না নছরদ্দি? নারী সে এখনো নয়, যুবতী সে নয়, কিন্তু সেও বোঝে সবই, কেন আসে নছরদ্দি তার কাছে, কি চায় সে তার কাছে? একদিন কি সে নছরদ্দিকে দেয় নাই বুক পেতে? একদিন কি নছরদ্দি তার বুকে দুধ পান করে নাই? আহ, পাগলি রূপা! সে ভেবেছিলো, তার গর্ভে তো নছরদ্দি জন্মে নাই, তবে সে কেন দুধ টানে তার যেন এক শিশু?

রূপা এখন ফোঁস করে ওঠে, 'কতজনা? কতজনা আর রূপা এক করি দেখিলে? বলিলে? তুমি বলিতে পারিলে? মনে নাই পিছন বাড়িতে? কত কি চাইছিলু তুই! দেই নাই? তবে কেনে দিবু নারে ভাত?'

আতান্তরে পড়ে যায় নছরদ্দি। ধমক দিয়ে ওঠে সে রূপাকে, 'কোন কথা হতে কোন কথা! সে সকল কথা ফির কেনে?'

'ডাঙর কালে কি নয়? বুকে হাত দিয়া কও দেখি।'

পাশেই সোনা দাঁড়িয়ে আছে বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা নিয়ে। রূপার মুখে এ কথা ভরাপেটে শুনলে সে গলা টিপে ধরতো বোনের, কঞ্চির বাড়িতে ফালা ফালা করে ফেলতো পিঠ, কিন্তু ক্ষুধার সাক্ষাতে বধির থাকে কান। সোনা বরং এখন সাগ্রহে তাকিয়ে থাকে নছরদ্দির দিকে; হয়তো রূপার সঙ্গে সোহাগের সুবাদে তাদের ভাত দিতে সে রাজী হবে।

সোনার দিক থেকে নছরদ্দি ছনমন করে চোখ ফিরে নেয়। হঠাৎ হাতঘড়িতে চোখ পড়ে তার। তখন, 'আরে, ইস্টিশনে এতখনে গাড়ি আসি গ্যাছে' বলে সে ছুট দেবার জন্য পা বাড়ায়।

হা, তবে ভাতের দাসী হবার মতো বয়স কিম্বা বুদ্ধি এখনো হয়নি রূপার, সে ক্ষুধার কথা ভুলে যায়, ভুলে যায় আজ ছ'দিন সে অনাহারে। তীব্র ক্ষুধায় ধন্দ লাগা চোখেও সে এখন স্পষ্ট দেখতে পায় পিছন বাড়ি, আর সেই পিছন বাড়ির কাঁটাবনের পাশে সে আপনি, যেন সে আপনি নয়, অন্য কেউ, স্তনবতী, স্তনে মুখ দিয়ে পড়ে আছে গোলাপি রঙের একটি শার্ট।

হুংকার দিয়ে রূপা নছরদ্দিকে খামচে ধরে তার গতি থামিয়ে চোখ পাকিয়ে বলে, 'সব ভুলি গেইছো তবে? সমুদয় সব মিছা হয়া গেইছে? কয়া যাও।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সোনার দিকে দ্রুত আড়চোখে তাকিয়ে নছরদ্দি ইতস্ততঃ করে বলে, 'কিসের কথা নিয়া লেট তুই করেয়াই দিলি। বাপ আসে টেরেনে আসাম হতে। ইস্টশানে হামাক না দেখিলে বড় গোশ্‌সা হইবে। ঘাটা ছাড়।'

তার শীর্ণ দুর্বল হাত ছাড়িয়ে নিতেও নছরদ্দি কেমন পারছে না দ্যাখো!

সেই দেখে, রূপা হেসে ওঠে, যেন তেরোশ' পঞ্চাশের বুকে পেতনী হাসে খলখল করে।

'অধরচন্দ্র মাস্টার আজ ভোরে মারা গেছে, খবরটা পেয়েছিলো নছরদ্দি; এমন কত লাশ পড়ছে বাংলায় এখন দিনে দিনে। এ আর এমন কি নতুন খবর! অনাহার তো ছিলোই অধরচন্দ্রের, তার ওপরে সরকার তার প্রাইমারি ইশকুলে তালা দিয়ে গেছে, বুড়ির চরে ছাউনি তৈরী হবার আগেই সৈন্যরা এসে যাবে, আপাতত তাদের থাকবার জন্যে ইশকুল ঘরটি রিকিউজিশন করা হয়েছে, তারপর থেকে মাথাটাও খারাপ হয়ে গিয়েছিলো তার।

অধরচন্দ্র মাস্টার তখন দিনমান সড়কে সড়কে ধুলো ভেঙে হাঁটতো আর গাল পাড়তো, 'ইংরেজের পুটকিতে এলা বাঁশ দিবে জাপান।' কখনো বা লোক ধরে ধরে নাচতে নাচতে বলতো, 'গ্যান্দা ফুলের মালা গাঁথেন গো, ভারতবাসী। সুভাষ বোস আসিয়া যায় কি আসিয়া পড়িলো!!'

দুর্ভিক্ষের বুড়ির চরে যখন ভাত ছাড়া আর কোনো চিন্তা নেই কারো, তখন সেখানে একমাত্র নছরদ্দিরই চিন্তা বলো, ধ্যান বলো— ইংরেজ! সেই নছরদ্দির বড় ভাবনা ছিলো, মাস্টারের এ সকল কথা না পুলিশের কানে যায়, সারা গ্রাম না তারা আগুন দিয়ে ভস্ম করে। এ শালা মাস্টার এখন মরেছে, ভালোই হয়েছে।

কিন্তু রূপার এ হাসি থামবার নয়। খলখল করে সে হাসতেই থাকে। তখন নছরদ্দি ধমক দিয়ে বলে, 'পাগলি খালি দিনমান হাসে। বাপ মরি গেইছে তবু হাসে।'

তবু হাসে, হেসে চলে রূপা।

'এত হাসে ক্যান, সোনা?'

'ভাতের অভাবে।'

'অভাব না আছে কার?'

'তোমার অভাব আছে? হয়, হয়, তোমার অভাব আছে, নছরদ্দি! তোমার ধানের গোলা তিনখান হইছে। তিন গোলা দশ গোলা তোমার না

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হয় কেনে, এই না অভাব? হামার গোলাও নয়, ডোল নয়, ধামা নয়, মুষ্টি যে মুষ্টি মোর শূন্য হয়া আছে।'

'তুইও প্যাচাল শুরু করলু, সোনা? বাদ দে প্যাচাল।' নছরদ্দি হাত উলটে ঘড়ি দেখেই 'আরে বাপ, মারিয়া ফেলিবে। টেরেনের টাইম হয়া গেছে।' বলেই সে কাবাডি খেলার ভঙ্গীতে ডানে বামে বার কয়েক মোচড় দিয়েই একটা ফাঁক লক্ষ করে সোজা দৌড় দেয় ইস্টিশানের দিকে।

ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে রূপা। যতদূর চোখ যায়, নছরদ্দির দিকে সে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে।

তারপর সে 'ভাত' বলে চিৎকার করে নছরদ্দির দিকে ছুটতে থাকে।

সড়কের ওপর অবসন্ন হয়ে বসে পড়ে সোনা। অনেকক্ষণ বসে থাকে সে। তারপর টলতে টলতে উঠে দাঁড়ায়। ক্ষুধায় পা চলে না। পরনের শতচ্ছিন্ন শাড়ির আঁচল ধুলোর ওপর দিয়ে টেনে টেনে হাঁটে, আদাড়বাদাড় ভাঙে সে, আর বিড়বিড় করে বলে, 'ভাত খামো। ভাত। কতকাল অনাহারী। বাপ মোর অনাহারে স্বগগে চলি গেইছে, স্বগগে যদি ভগমান থাকে অধর মাস্টারকে তাঁই ভাত দিবে আইজ, বাপ মোর বহুদিন পরে প্যাট ভরি ভাত খাইবে স্বগগে বসিয়া। আর যদি ভগমান নাই থাকে, বুড়ির চরের মতো বাপ মোর উপবাস অনাহার থাকিবে, থাকিতে থাকিতে ফির মরি যাইবে।' হঠাৎ কি মনে হয় তার, চমকে উঠে বলে, 'নয়, নয়, একবার স্বগগে গেইলে কি মানুষ পুনরায় মরে?' রূপার মতো সেও তখন খলখল করে হেসে উঠে বলে, 'কংকাল কংকাল হয়া যুগ যুগ পাথারে ঘুরিবে।'

আর এই হাসি যখন তার কানে পশে, স্মরণ হয় রূপার কথা। কোথায় রূপা? সে তখন চিৎকার করে রূপাকে ডাকে। ডাকে আর ছোটে। বুড়ির চরের বুক ভেঙে রূপার সন্ধানে ছোটে সোনা।

১৬

জলেশ্বরী থেকে বুড়ির চরে আসা সোজা কর্ম নয়, বিশেষ করে সাইকেলে কেউ যদি আসে। রাস্তা মোটে ক্রোশখানেক, রাস্তায় এক হাঁটু ধুলো; সাইকেলের চাকা নাভি পর্যন্ত ডুবে যায়; ঠেলে ঠেলে এগোতে হয় পথ। সেইভাবেই আসছিলো ইংরেজের গণপূর্ত বিভাগের সাব এনজিনিয়ার পিটার ডি কস্তা। সারাটা পথ সে গালাগাল করতে করতে আসছিলো জলেশ্বরীর ইউনিয়ন বোর্ডের কর্মচারী বিভূতিভূষণ চক্রবর্তীকে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'ড্যাম, শুয়ার কা বাচ্চা। এ শালা, ভূতিবাবু, এ কাঁহা লে আয়া হামকো?'

বিভূতিভূষণ জলেশ্বরী ইউনিয়ন বোর্ডের সেক্রেটারি, বুড়ির চর তার কর্মএলাকার মধ্যে পড়ে বলে তার ওপর দায়িত্ব পড়েছে পিটার সাহেবকে সোলজারদের ছাউনির জায়গাটা দেখিয়ে দাগচিহ্নিত করা। তারপর আরো কর্ম আছে। বছরদ্দিকে খবর দিয়ে আনানো হচ্ছে, ছাউনির কন্ট্রাক্টরির কাজটা বিভূতিভূষণ বলে কয়ে যদি বছরদ্দিকে পাইয়ে দিতে পারে তাহলে দু'পয়সা পকেটে আসবে।

তাই সে পিটার সাহেবের গালাগাল শুনেও হজম করে যাচ্ছে। আর ওই যে কলকাতা থেকে জলেশ্বরী এসে অবধি যে তাকে ভূতিবাবু-ভূতিবাবু বলে ডাকছে, তার জন্যে পিত্তিটা জ্বলে গেলেও মুখটি এখন পর্যন্ত বুঁজে রয়েছে সে।

বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ ঘরের সন্তান সে নিজের নামটি সম্পর্কে ভারী সজাগ। তাকে ভূতি বলে ডাকার অধিকার সে একমাত্র দিয়েছে হীরাসুন্দরীকে। আরে, সেই যে জলেশ্বরীর বেশ্যাপল্লীতে এক নম্বর জিনিশটি! হীরা যখন আদর করে 'ভূতি' বলে ডাকে, মনে হয় হাতের তেলোয় চাঁদ এসে গড়াগড়ি খাচ্ছে। আর এ ব্যাটা যখন 'ভূতি' বলে ডাকছে, হাত নিসপিস করছে দু'ঘা লাগিয়ে দেবার জন্যে। কিন্তু মুশকিল হয়েছে কি, যুদ্ধের বাজারে ইংরেজ আর তেমন তেমন কাজের জন্যে হিন্দু মুসলমানকে বিশ্বাস করছে না, খৃষ্টানদের পাঠাচ্ছে।

পিটার ডি কস্তা খৃষ্টান, তবে অ্যাংলো ইন্ডিয়ান নয় যে বিলেতে তার বাড়ি বলে সে চালিয়ে দেবে। বাড়ি তার বরিশাল; তদুপরি দেহবর্ণটি ঘোর কালো; তাই পাছে কেউ ধর্মসম্পর্কে ইংরেজের সঙ্গে তার আত্মীয়তাটি বিস্মৃত হয়, তাই অঙ্গে তার কোটপ্যান্ট, গলায় টাই, মাথায় হ্যাট। তবে ইংরেজের মতো ধনী তো আর সে নয়, পয়সায় কুলোয় না, আর এই যুদ্ধের বাজারে রকমারি কাপড়ও পাওয়া যায় না, তাই তেরপলসম কাপড়েই তাকে এবার এই সুটটি বানাতে হয়েছিলো। এখন সুটের নিচে কুলকুল করে তার ঘাম ছেড়েছে, থেকে থেকেই তপ্ত ঘূর্ণি হাওয়া, সে হাওয়ায় ধুলো উড়ছে দিকবিদিক হারা। পথ চলা দূরে থাক, চোখেমুখে পথ দেখতেও পাওয়া যায় না। জলের দেশের মানুষ সে এমন ধুলো বাপের জন্মে দেখেনি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দু'ঘন্টার ওপর সাইকেল ঠেলে বুড়ির চরে প্রায় এসে পড়া গেছে। বিভূতিভূষণের মাথায় ঘুরছে বছরদ্দি। সে ব্যাটা আজ আসাম থেকে না এসে পৌঁছুলে কন্ট্রাক্টরির কাজটা না পিটার সাহেব তার পেয়ারের কাউকে দিয়ে দেয়! এ ময়ুরসাজা কাকটাকে খুশি রাখা কর্তব্য।

ধুলো ভেঙে বুড়ির চরের মাঠে গিয়ে পৌঁছুতেই পিটার সাহেব হাঁপ ছেড়ে বাঁচে। সাইকেল ঠেলতে ঠেলতে মাজা ধরে গিয়েছিলো, একটু জিরোবার জন্যে সে কালভার্টের ওপর বসে পড়ে পকেট থেকে রুমাল বের করে কপালে ঘাম মুছতে মুছতে বলে, 'আব থোরা আরাম হুয়া। ইংল্যান্ড মাফিক মালুম হোতা হ্যায়। ওইসাই গ্রীন, বাবু।'

সরকারের গোলামী করতে করতে বিভূতিভূষণের হাড় পেকে গেছে। সেও তালে তাল দিয়ে বলে ওঠে, 'আহাহা, এই সেই পল্লীগ্রাম, যার কথা পুস্তকে পড়েছিলাম। একবার চেয়ে দেখুন, স্যার। সবুজ প্রান্তর, নীল আকাশ, চারিদিকে পাখির কূজন, ধানের ওপর দিয়ে ঢেউ খেলে যাচ্ছে—।'

আরো কি বলতে যাচ্ছিলো সে, পিটার সাহেব তাকে ধমক দিয়ে ওঠে, 'হোয়াট? হোয়ার?' তারপর রক্তচোখ করে বিভূতিভূষণের দিকে তাকিয়ে বলে, 'ওয়ার কা টাইম। সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার। আর আপনি পোয়েট্রি করছেন, ভূতিবাবু?'

ধমক খেয়ে কেঁচো হয়ে যায় বিভূতিভূষণ। কিন্তু পিটারের মুখে ভূতিবাবু এই নিয়ে তেষট্টিবার হলো। ভেতরটা তার জ্বলে ওঠে। এ ব্যাটার সঙ্গে অনেকদিন কাজ করতে হবে, এই বেলা নামটি সংশোধন করে না নিলেই নয়। ইংরেজের রাজত্বি, দিশি হলেও পিটার সাহেব খৃষ্টান তো বটে! অসীম ধূর্ততার সঙ্গে বিভূতিভূষণ অগ্রসর হয়।

একগাল হেসে বলে, 'আপনার ভুল সংশোধন করা আমি অধম বাঙালি কি আমার শোভা পায়? তবে সম্মান বলে একটা কথা আছে। বিশেষত ব্রাহ্মণের সন্তান যখন। নামটা আমার স্বর্গত পিতৃদেব রেখেছিলেন, ভূতি নয়, স্যার, বিভূতি। শ্রী বিভূতিভূষণ চক্রবর্তী।'

বাঙালির সঙ্গে বেশি মাখামাখি ভালো নয়, বারিশালের জন্মসূত্রটাও প্রকাশ করা কর্তব্য নয়। মুখ বেঁকিয়ে পিটার সাহেব বলে, 'ও খৃষ্ট, এয়াসা নাম হামার জিহ্বায় হবে না। বিভূতি? ফির চ্যাকরা না কেয়া বোলা?'

বিভূতিভূষণ ভেতরের রাগটা শাসন করে বলে, 'চক্রবর্তী। ও পর্যন্ত না গেলেও চলবে, স্যার।'

www.BanglaBook.org

'অলসো নট বিভূতি। অনলি ভূতি। ভূতি বহোৎ আচ্ছা হ্যয়, বাবু। খ্যায়াল করো, বিভূতি— পেয়ারা মে ভূতি। লাইক হামারা হোম ইংল্যান্ডে হয় টমাস— টম, জেমস— জিমি, ইয়ে বাঙাল দেশমে বিভূতি ইজ ভূতি। খোশ হো যাও। কেঁউ? ভূতিবাবু? অবজেকশন হ্যয়?'

'এ লিটল, স্যার।'

'ঘাবড়াও নেহি। বোলো।'

'ভূতি কি জানেন? ভূতি থাকে কাঁঠালের ভেতরে। ভীমের ছোটখাটো একটা গদা সাইজের। ভূতি বললেই কাঁঠালের কথা মনে হবে, আর সঙ্গে সঙ্গে আপনার অন্নপ্রাশনের ভাত উলটে আসবে।'

'হোয়াই?'

খোশামদ করে বিভূতিভূষণ বিশদ করে বলে, 'আপনি একপ্রকার ইংরেজ তো বটে।'

কথাটা শুনে দুলে দুলে হাসে পিটার সাহেব। লোকটাকে তার বেশ পছন্দই হতে থাকে।

বিভূতিভূষণ বলে চলে, 'তারা কাঁঠালের গন্ধ সহ্য করতে পারে না। আপনিও পারবেন না। ইংরেজরা, স্যার, হিস্ট্রি মিলিয়ে নেবেন, স্যার, ইন্ডিয়া থেকে সব নিয়ে গেছে বিলেতে, শুধু কাঁঠালটি ছাড়া।

কথাটা শুনে হাঁ হয়ে যায় পিটার সাহেব। চোখ সরু করে তাকিয়ে পরিমাপ করতে চেষ্টা করে, লোকটি তার সঙ্গে ঠাট্টা করছে না তো!

কিছুটা ঘায়েল করা গেছে ভেবে দ্বিগুণ উৎসাহে বিভূতিভূষণ বলে ওঠে, 'আপনার তো জানার কথা, স্যার, ইংরেজরা কাঁঠাল একদম পছন্দ করে না। আমিও, স্যার, হেঁ হেঁ, সেই চাকরি জীবনের শুরু থেকেই, স্যার, কাঁঠালকে পছন্দ না করবার ভীষণ চেষ্টা করে আসছি।'

'হাঁ। হাঁ। মনে পড়েছে, ভূতিবাবু, সেই ফল, যার ভেতরে অনেকগুলো ফল মোটা একটা কম্বল মুড়ি দিয়ে থাকে। কি বলে, কি বলে, ড্যাম ইট, কাঁঠাল কা ইংলিশ কেয়া হোতা হ্যায়?'

'জ্যাকফ্রুট।'

কাঁঠালের ইংরেজিটা পিটার সাহেবের ঠিক জানা ছিলো না। সে প্রতিধ্বনি করে ওঠে, 'জ্যাকফ্রুট!!' বিভূতিভূষণের পিঠে থাবড়া মেরে বলে, 'কেয়া বাৎ, ভূতিবাবু, জ্যাকফ্রুট ডিজলাইক করে ইংরেজ, কিন্তু তাদের দিলটা দেখুন কত বড়, কাঁঠালের ইংলিশ নেম ইংলিশ বাচ্চাদের এ ভেরি পপুলার নেম, জ্যাক, জ্যাক থেকে জ্যাকফ্রুট রেখেছে।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তোষামদটি করে করেই তো শ্রী বিভূতিভূষণ চক্রবর্তী, বাবা তুমি আজ এই পর্যন্ত উন্নতি করতে পেরেছো।

মকবুলভাই বলেন, 'চাইর পুরুষ ইংরাজের গোলামি করিলে বাদে এমন চিজ তৈয়ার হয়।'

কাঁঠালের ইংরেজি নাম সম্পর্কে পিটার সাহেবের এই আবিষ্কারটি শুনে বিভূতিভূষণ তালে তাল দিয়ে সমান উল্লাসে বলে ওঠে, 'তাই নাকি! আর আমরা ভারতবাসীরা এমনই কানা যে এতবড় কথাটা এতদিন আমাদের অগোচরেই রয়ে গেল, পিঠাসাহেব?'

তোষামদ এবং ত্যাঁদরামো এই দু'য়ে সারা জলেশ্বরীতে জুড়ি নেই বিভূতিভূষণের। পিটার সাহেবকে পিঠা সাহেব সে ইচ্ছে করেই বলে বসে। সাহেব যে রকম খোশ মেজাজে রয়েছেন, এই সুযোগে তাকে ভূতিবাবু বলার শোধটা হাসির তোড়ে নিয়ে নেয়া গেলো।

কিন্তু সতর্ক কান পিটার সাহেবের, সে হাঁ হাঁ করে ওঠে, 'নো নো নো, পিঠা নয়, পিঠা নয়, পিটার পিটার, পিটার ডি কস্তা। বলবেন, মিস্টার কস্তা।'

হাত কচলে বিভূতিভূষণ নিবেদন করে, 'জানেন তো বাঙালির ব্যাপার? ছন্দ, মিল আর কবিতার ভুত— মলেও ঘাড় থেকে নামে না। বলতে বললেন কস্তা, কিন্তু কস্তা বললেই মিলের টানে দস্তা চলে আসে। আর দস্তা শুনলেই মনে হয়, উম না না, আসল জিনিশ নয়। দু'নম্বর মাল।'

সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে পিটার সাহেব।

'ও, ইয়েস, ইয়েস, থ্যাংক ইউ। পিটার সাহেবই আচ্ছা হ্যয়। মনে রাখবেন।'

'অধীনের চেষ্টার কোনো ত্রুটি থাকবে না।'

'গুড, ভেরি গুড। নাউ, কাম কা বাৎ করো।'

'হেঁ হেঁ, প্রথম কাজই হচ্ছে গিয়ে এখানে এই বুড়ির চরে আপনার একটা থাকবার জায়গা ঠিক করা।'

'এখানে হোটেল নেই, ভূতিবাবু?'

আবার ভূতিবাবু! না, থাক। বেশি বেগড়ালে বছরদ্দিকে ছাউনির কন্ট্রাক্ট দেয়াটা ভন্ডুল হয়ে যেতে পারে। লোকটাকে তোয়াজে রাখা দরকার।

তাই বিভূতিভূষণ যথাসম্ভব বিস্ময় এবং রাজকার্যে অধীনের নিবেদিত প্রাণ প্রকাশ করে বলে, 'আপনি হোটেল কোথায় পাচ্ছেন এই বুড়ির চরে?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বলে, সদর টাউন জলেশ্বরীতেই কোনো হোটেল নেই যে কিং ষষ্ঠ জর্জের কর্মচারীরা ভদ্রস্থভাবে থাকতে পারে। এক ডাকবাংলা আছে এই বুড়ির চরের খুব কাছেই, কিন্তু সেখানে মিলিটারি সাহেব ক্যাপটেনেরা ডেরা নিয়েছেন। বাদবাকি সাহেব সাধারণ গোরা সোলজারেরা বাহারবন্দ কাচারির সবকটা কামরা দখল করে আছে।'

সাহেব গোরাদের উল্লেখে ম্রিয়মান হয়ে পড়ে পিটার সাহেব। উঠে দাঁড়িয়ে কাৎ করা সাইকেলটাকে সোজা করে সে। মাথা নেড়ে বলে, 'তো হামারার লিয়ে তো এক প্রবলেম হো গিয়া, ভূতিবাবু।'

বিভূতিভূষণ এক ধাপ এগিয়ে সাইকেলে উঠে পড়বার জন্যে প্যাডেলে পা রাখে। বলে, 'নো প্রবলেম, পিটার সাহেব। এই বিভূতি, মানে আপনার অনুগত ভূতি থাকতে কিচ্ছুর কোনো প্রবলেম হলে জুতো মারবেন, স্যার। আমি বছরদ্দিকে তলব দিয়েছি।'

পিটার সাহেব প্যাডেলে পা চেপে সাইকেলে সোয়ার হতে যাচ্ছিল, নামটা শুনে থমকে গিয়ে প্রশ্ন করে, 'বছরদ্দি? নামটা হিয়ার করেছি যেন।'

'হিয়ার করবেন না কেন? গরমেন্টের কাছে কেউ নুকিয়ে থাকতে পারে? ইংরেজের রাজত্বি বলে কথা। বাপরে বাপ।— বছরদ্দি এই বুড়ির চরের লোক, মাটি কাটার কন্ট্রাক্ট পেয়ে লাল হয়ে গেছে, আঙুল ফুলে যাকে বলে কলাগাছ। মানে, প্লানটেইন, স্যার, বানানা ট্রি।

'ও ইয়েস, ইয়েস। বানানা আমি খুব ভালোবাসি। ব্রেকফাস্টে চাই।'

'পাবেন, বানানার দুঃখ কি? কত খাবেন কলা? গরীবেরাই আকাল আকাল করে, কিসের আকাল? কলা ব্রেকফাস্টে শুধু কেন, লাঞ্চে ডিনারে সাপারে খান না কলা কত খাবেন।'

ইংরেজরা কলা কতটা পছন্দ করে ঠিক জানা নেই পিটার সাহেবের, তবে দেশি ফল তো!— ইংরেজের ততটা পছন্দ না করবারই কথা। সে হাত নেড়ে বলে, 'নো নো, টু মাচ বানানা, ঢেঁকুর ওঠে।' ঢেঁকুড় বলেই তার সন্দেহ হয়, তাকে বাঙালি ঠাওরালো না তো এ ব্যাটা। সে তখন ক্যাবলামুখ করে জিগ্যেস করে, 'হোয়াট ইজ দ্য ইংলিশ অব ঢেঁকুর?'

সাইকেলের হ্যান্ডেলটা বেড় দিয়ে হাত কচলে বিভূতিভূষণ বলে, 'ঢেঁকুরের ইংলিশটা আমারও ঠিক জানা নেই, স্যার।' এই বেলা বছরদ্দির কথাটা পাকা করে রাখা যায় ভেবে সে সোৎসাহে বলে ওঠে, 'তবে শুধু কলায় কেন, পিটার সাহেব? ঢেঁকুরের কি দেখেছেন?— পোলাও, কালিয়া, মাল, মেয়েমানুষ, বছরদ্দি একেবারে ঢেলে দেবে। টেনে কুলোতে

www.BanglaBook.org

পারবেন না, স্যার। সাঁটাবেন আর ঢেঁকুর তুলবেন। সেইজন্যেই তো তাকে খবর দিয়েছি, হেঁ হেঁ।'

মেয়েমানুষের উল্লেখে মনটা চনমন করে ওঠে পিটার সাহেবের। লোকটাকে ভালো করে একবার আপাদমস্তক দেখে নেয় সে। সমুখে তখন সন্ত্রস্ত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে বিভূতিভূষণ।

অনেকক্ষণ পিটার সাহেবের ভাবান্তর না দেখে আমতা আমতা করে বলে, 'গোস্তাকি হুয়া, স্যার।'

কিন্তু কি আশ্চর্য, নিজের ওপর এতটা বিশ্বাস হারালে, বিভূতিভূষণ? মাল তুমি ঠিকই চিনেছো।

পিটার সাহেবের মুখে হাসি দেখা দেয়। বিভূতিভূষণের পিঠে আলতো একটা চাপড় দিয়ে সে বলে, 'বাট, ভূতিবাবু, পহেলা কাম, ফির মজা করনা। সমঝা?'

'ঠিক বলেছেন, স্যার। আগে কাজ, তারপরে ফূর্তি। আসুন, ওই যে, ওদিকে, ওই যে মাঠের শেষপ্রান্তে ঘর দেখা যাচ্ছে। প্রাইমারি ইশকুল। ওখানে আমাদের সাইট আপিস হবে। ইশকুলে আমি দু'মাস আগেই এসে তালা দিয়ে গেছি।'

চোখের ওপর হাতের তেলোয় বারান্দা করে প্রখর সূর্যের ভেতরে ইশকুল বাড়িটা দেখে নেয় পিটার সাহেব। বলে, 'গুড। আমাদের ছাউনির সব ওয়ার্ক ফোর উইকসের মধ্যে ফিনিশ করতে হবে।'

বিভূতিভূষণ হাঁ হাঁ করে ওঠে, 'ফোর উইকস কি বলছেন? চার্চিল সাহেব কি অতদিন অপেক্ষা করতে পারবেন? না জাপানীরা আমাদের মিলিটারির ছাউনি তৈরীর জন্যে অপেক্ষা করে বসে থাকবে, যে, হোক ছাউনি, তারপর লড়বো? টু উইকসের ভেতরে ছাউনি কমপ্লিট করে দেবো, পিঠাসাহেব। তারপর আসুক না জাপানী, মাজা ভেঙে পড়ে থাকতে হবে। সেইসঙ্গে সুভাষ বোসকেও।'

জাপানীদের সঙ্গে সুভাষ বসুও যে তাঁর আজাদ হিন্দ ফৌজ নিয়ে লড়ছেন ইংরেজের হাত থেকে ভারত উদ্ধার করতে, সে কথাটা বাতাসে উড়ছে। খোশামদির তোড়ে বিভূতিভূষণের মুখ থেকে ইংরেজ কর্মচারির সাক্ষাতে কথাটা বেরিয়ে যেতেই সে ভীত হয়ে পড়ে। লম্বা জিভ কেটে সে তটস্থ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পিটার সাহেব লোকটিকে আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বলে, 'দেখো বাবু, হাম সাফ সাফ বোলতা, সুভাষ বোস আওর আজাদ হিন্দ ফৌজের কথাটা কিসিকা না মালুম হোয়।'

এত অল্পে ছাড়ান পাবে, ভাবেনি বিভূতিভূষণ। মনে মনে ভগবানকে প্রণাম ঠুকে সে বলে, 'শালা ইন্ডিয়ানরা বড় বেঈমান হয়, স্যার। কলিকালে রাম জন্মেছেন কিং জর্জের রূপ ধরে, তাঁর ঠাকুমা মহারাণী ভিকটোরিয়া হচ্ছেন সাক্ষাত ভারতলক্ষ্মী, হেমচন্দ্রের কবিতা পড়ে দেখবেন, স্যার, সেই তাঁদের ওপর কিনা তলোয়ার ধরে সুভাষ বোস? নেমকহারাম আর কাকে বলে? চলুন, স্যার, ছাউনির জায়গাটা দেখবেন। মাঠের ওই ওপারে।'

সাইকেল ঠেলে দু'জনে বেরিয়ে যায়।

১৭

ইদ্রিসচাচার পেছনে পেছনে আমরা আমাদের বাড়িতে ফিরে আসি মাঠ ভেঙে। বাড়িতে পা রেখেই দেখি উঠোনের ওপর আমাদের মা-খালা-চাচীরা জটলা করে দাঁড়িয়ে আছেন।

আমাদের একটি বোন ছিলো, বকুল তার নাম, পরে সে আত্মহত্যা করে মাত্র চোদ্দ বছর বয়সে, কি তার দুঃখ ছিলো মনে আমরা আজ পর্যন্ত কেউ জানতে পারিনি, একদিন তাকে গাছের ডালে শাড়ির সঙ্গে ঝুলতে দেখি। সেই বকুল ছিলো তখন সাত আট বছরের। ভারী দুরন্ত ছিলো সে, ঘরে একেবারেই থাকতে চাইতো না। বাড়িতে কিষান বা কাজের লোক হাতের কাছে না পেলে তাকে দিয়েই নুনটা হলুদটা বাড়ির গৃহিনীরা আনাতেন মুদি দোকান থেকে। সেই ফরমাশ খেটে খেটে বকুলের পা লম্বা হয়ে গিয়েছিলো, যখন তখন বাড়ির বাইরে সে ছুটে যেতো।

সেই বকুল দৌড়ে দেখে এসেছিলো সতীশের লাশ আর বিলাপরত'নারী তিনটিকে। মা-খালাদের সে এখন চোখ বড় বড় করে সেই দৃশ্যের বর্ণনা দিচ্ছিলো। ইদ্রিসচাচাকে দেখেই সে বলে ওঠে, 'হয় কি না হয়, চাচা? সতীশ মরি গেইছে। আর তিন বেটিছাওয়া কান্দে তার পাশে বসিয়া। হয় না?'

আমাদের মা বলেন, 'কাঁই তারা তিন বেটিছাওয়া?'

আমরা একযোগে বলে উঠি, 'ভাতের দাসী।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কিন্তু আশ্চর্য হয়ে যাই দেখে যে, ইদ্রিসচাচা এ প্রশ্নের জানা উত্তরটি না দিয়ে চোখ নামিয়ে নেন। আমরা লক্ষ করি, তিনি পালাবার পথ খুঁজছেন।

'কথা কন না যে, ছোটমিয়া?'

ইদ্রিসচাচা মাথা দুলিয়ে দুর্বলকণ্ঠে বলেন, 'কাঁইও নয়।'

না, তারা কেউ নয়! আমরা অবাক হয়ে ইদ্রিসচাচার মুখের দিকে তাকাই। স্পষ্ট আমরা দেখে এসেছি তিন নারীকে। স্পষ্ট বলেছেন তিনি, তারা হয় ভাতের দাসী! এখন বলছেন, কেউ নয়?

তবে কি ভুতপরী?

আমাদের গা ছমছম করে ওঠে।

খালা বলেন, 'বকুল যে বলিলো তিনজনা বেটিছাওয়া আসিচ্ছে সতীশের ঘরে।'

'হয়, হয়, আসিচ্ছে তো।'

চাচী বলেন, 'সতীশের তিনকালে তো কেউ নাই। বেটিছাওয়া কোথা হতে আসিলো?'

আমাদের মা-খালা-চাচীদের সবগুলো চোখ বিঁধে আছে ইদ্রিসচাচাকে। এই ছবিটা এখনো আমাদের চোখে স্পষ্ট ভাসে। আমাদের কানে এখনো ইদ্রিসচাচার অতঃপর উচ্চারিত বাক্যটিও গেঁথে আছে। তিনি উচ্চারণ করেন, 'পাড়া হতে।'

পাড়া? পাড়া মানে কি? পাড়া— শুনেই আমাদের মা-খালা-চাচীরা কেন অমন চঞ্চল হয়ে পড়েন?

ইদ্রিসচাচা তাঁর নিজের ঘরের দিকে যেতে যেতে বলেন, 'ভাবী, পাড়ার সব বেটিছাওয়া।'

ঠিক তখন আমাদের আরেক গুরুজন সতীশের কুঁড়েঘর থেকে ফিরছিলেন, তিনি তীব্র গলায় বলে ওঠেন, 'আরে, নষ্ট বেটিছাওয়া।'

নষ্ট বেটিছাওয়া? এই তো একটু আগেই ইদ্রিসচাচা আমাদের বলেছেন, ওরা সকল ভাতের দাসী। এখন জ্যাঠা সাহেব বলছেন, নষ্ট বেটিছাওয়া! টিউবওয়েল নষ্ট হয়, ঘড়ি নষ্ট হয়, সাইকেল নষ্ট হয়, মেয়েমানুষ নষ্ট হয় কি করে?— আমরা ঘোর একটা রহস্যের ভেতরে পতিত হই।

BanglaBook.org

১৮

মকবুলভাই বলেন, 'তার বাদে, রূপা তো দিলে নছরদ্দির পিছে দৌড়। বেটিছাওয়া কি দৌড়িবার পারে পুরুষের সাথে? বিশেষ এই নছরদ্দির

www.BanglaBook.org

ঠ্যাংয়ে তখন হরিণ আসিয়া ভর করিছে। বাঘ আসিছে বাপের রূপ ধরি। বছরদ্দি বাপ তার জরুরি তলব পায়া আসাম হতে আসিছে টেরেনে। খবর পাঠাইছে নছরদ্দিকে ইস্টিশানে মৌজুদ থাকিতে।'

রূপা একে মেয়েমানুষ, তার ওপর এতদিনের অনাহারী সে এই তেরোশ' পঞ্চাশ সনে, হাঁপাতে হাঁপাতে সে বসে পড়ে সড়কের ওপর।

'সোনাও খুঁজিয়া তাকে উপস্থিত হয়। পাগলি এ বুনটা হামার, বলিয়া সে গলা সাপটি ধরে রূপার। দুই বুনে কান্দে আর কান্দে। ভাতের ঘেরান ফির নাকে আসি লাগে।'

আমরা চোখের ভেতরে ছবি দেখে উঠি।

সোনা আর রূপা ঘোরের ভেতরে উঠে দাঁড়ায়। নাক টানে। বাতাসে ভাতের ঘ্রাণ ম'ম' করছে। পৃথিবীর সকল সুগন্ধ ফুলের চেয়ে গাঢ়তর সুগন্ধ ভাতের। সেই ঘ্রাণ বুক ভরে টানে তারা। পেটের ভেতরে ক্ষুধা টনটন করে ওঠে। টনটন করে ওঠে বুড়ির চরের আরো শত মানুষের ক্ষুধা।

ভাতের ঘ্রাণ শুঁকে শুঁকে সোনা আর রূপা পৌঁছে যায় নছরদ্দির বাড়িতে। তারা আর একা নয়, পথে জোটে মানুষ, একজন দুইজন তিনজন দশজন, শতজন মানুষের মিছিলে তারা নছরদ্দির বাড়িতে পৌঁছায়।

সেখানে আজ বড় সমারোহ। ইংরেজের কর্মচারী আসছে, আসাম থেকে বাড়ির কর্তা বছরদ্দি আসছে। মেজবানের দিন আজ। কিষান আর চাকর-বাকরে থৈ থৈ করছে আঙিনা। বছরদ্দির বৌ মরেছে বছর দুই আগে, সংসারে এখন কর্ত্রী নাই কেউ; কাজ গোছানোর চেয়ে কাজ অগোছালোই হচ্ছে বেশি। দাসী বেটিরা উঠোন ঝাড় দিচ্ছে। বড়ঘরের দাওয়া লেপা হচ্ছে। মাংসের হাঁড়িটা কেবল নেমেছে। আনাজের তরকারিটা নামো-নামো প্রায়। উনোনের ওপর টগবগ করে ভাত ফোটে— যেন দুধের সাগরে পদ্মফুল উথলায়।

হঠাৎ শতকণ্ঠে আওয়াজ ওঠে, 'ভাত খামো, ভাত। ভাত দ্যান গো, ভাত।'

চমকে ওঠে বাড়ির মানুষেরা। চারদিকে কংকালের সার। শত শত জ্বলজ্বলে চোখ। শত শত প্রসারিত হাত।

'সকলে মূর্তির মতো খাড়া হয়া আছে। আর দ্যাখো, বছরদ্দির চাকর-বাকর আর কিষানেরা সব থম ধরি আছে। এতগুলা মানুষ হঠাৎ যদি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চড়াও বা হয়।' মকবুলভাই হেসে বলেন, 'মানুষ এখনো কিছু মানুষ বা আছে। মানুষের ভয় নিয়া এখনো এ অনাহারী মানুষেরা বটে। তারা কাড়িয়া যে নিবে ভাত, ভয় হয়। বড় মানুষের বাড়িতে আসি হুজ্জত করিলে পাছে ক্ষতি হয়, সেই ভয় এলাও তো আছে।'

কিন্তু এই শত শত ক্ষুধার্ত মানুষের ভেতরে একজনেরই কেবল সে ভয় নেই; সে সাহসী বলেই যে অভীক, তা নয়; সে অবোধ বলেই ভয়হীন। সে, রূপা।

রূপা হঠাৎ 'ভাত, ভাত' বলে চিৎকার করে ছুটে যায় উনোনের দিকে। কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই সে টগবগ করে ফুটতে থাকা ভাতের হাঁড়িটিতে হাত ঢুকিয়ে দেয়। এক খাবলা ভাত তুলে আনে। তপ্ত আগুনসম ভাত, হাত ঝলসে যায় তার, কিন্তু সে খলখল করে হাসে। পেটের আগুনের কাছে উনোনের আগুন কিছু নয়। বিকট একটা হাঁ করে মুখের ভেতরে গুঁজে দেয় সে খাবলার সবগুলো ভাত।

সঙ্গে সঙ্গে একটা কোলাহল পড়ে যায়। রূপাকে ভাত মুখে দিতে দেখেই শত শত কংকাল ঝাঁপিয়ে পড়ে চুলোর ওপরে। সোনা আনাজের তরকারির হাঁড়িটা দু'হাতে তুলে নিয়ে দৌড় দেবার চেষ্টা করে। তার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে কিষান একজন, কেড়ে নিতে চায় হাঁড়িটা, প্রবল টানাটানিতে এক সময় ঠাস করে মাটিতে পড়ে ফেটে যায় হাঁড়িটা, ছড়িয়ে পড়ে উঠোনময় তরকারি, মানুষেরা তার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে।

'কিষানেরা লাঠি সড়কি ধরি ছুটি আসে। ডাংয়ের পর ডাং, আউলাপাথারি লাঠি চালায় সড়কি চালায় তারা। কেঁউ কেঁউ কাঁই কাঁই আওয়াজ ওঠে, মানুষ না জানোয়ারের ঠাওর না করা যায়। ভাবিলে মগজ হামার আউলিয়া যায়।' নিজের মাথা টিপে ধরে মকবুলভাই কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে থাকেন।

তারপর আরেক কাপ চায়ের জন্যে তিনি বলেন। যতক্ষণ চা না আসে তিনি ঘোর নীরবতার ভেতরে বাস করেন। আমাদের কানের ভেতরে মানবিক-পাশবিক ধ্বনিগুলো আছড়ে পড়তে থাকে অবিরাম।

নান্টু চা এনে রাখে তাঁর সমুখে।

চায়ে চুমুক দিয়ে মকবুলভাই একটু সুস্থ বোধ করেন। তারপরে বলেন, 'ক্ষিপ্ত হয়া রূপা এক কিষানের সড়কি চাপি ধরে। ছাড়াইলেও না ছাড়ে। এইমতো চলিতে চলিতে রূপার কবজায় সড়কি ফস্ করি একজনা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মানুষের বুকে বেন্ধে। চিৎকার দিয়া ওঠে মানুষটা। রক্ত ছোটে ফিনকি দিয়া। এত রক্ত অনাহারী শরীলে বা কোন্‌ঠে হতে আসে!'

সেই রক্ত দেখেই কোলাহলটি স্তব্ধ হয়ে যায় মুহূর্তেই। অনাহারী মানুষেরা যে যেখানে ছিলো সেখানেই স্থির হয়ে যায়। ভাতের হাঁড়ি গড়াগড়ি যায়। আনাজের তরকারিতে কুত্তা এসে মুখ দেয়। গাছের ডালে ডালে চিৎকার করে ওঠে কাক সকল।

রূপার হাতে তখনো সেই সড়কি ধরা, সড়কির ফলায় রক্ত। সোনা ছুটে এসে রূপার হাত থেকে সড়কি কেড়ে ফেলে দেয় মাটিতে। তারপরে তাকে টানতে টানতে সে ছুট দেয় বনজঙ্গল ভেঙে।

১৯

জলেশ্বরী ইস্টিশানে ট্রেন আসে। আসাম থেকে লালমনির হাট হয়ে জলেশ্বরী পর্যন্ত পৌঁছুতে তিন তিনটে দিন চলে গেছে বছরদ্দির। তবু তো পৌঁছুনো গেছে! ইংরেজের কর্মচারীটা আজই বুড়ির চরে আসবার কথা, হয়তো এতক্ষণে এসে গেছে। ছাউনির এতবড় একটা কাজ! যদি পেয়ে যায় তো বছরদ্দি এবার জলেশ্বরীর একজন বড়মানুষ হবে।

তার মনে পড়ে সেইসব দিনের কথা। জলেশ্বরী ইস্টিশানে মাড়োয়ারি মহাজনদের পাটের গাঁট সে ওঠাতো মালগাড়িতে। মণ দু'মণ তিন মণ পর্যন্ত গাঁট সে অক্লেশে ঘাড়ে নিয়ে গাড়িতে তুলে দিতে পারতো তখন। আর আজ দ্যাখো, দু'মাস হয়নি সে কুলির সর্দার হয়েছে আসামে, এখন হাতের এই ব্যাগটাই কত ওজন মনে হচ্ছে।

ব্যাগের ভেতরে কড়কড়ে নোটের তাড়া। আরো জিনিশ আছে ব্যাগে। সোনার জিনিশ। তরল সোনা। বিলিতি মদ। চারটে বোতল জোগাড় করেছিলো বছরদ্দি আসামে সোলজারদের ক্যান্টিন থেকে বড় কষ্ট করে। ইংরেজের কর্মচারী যে বুড়ির চরে আসছে ছাউনির কাজ নিয়ে, তাকে খুশি করতে হবে না! সে সাহেব আরো কি ভেট চায়, কে জানে?

তিনদিন ট্রেনে বসে থেকে পা মাজা পিঠ ধরে গেছে বছরদ্দির। যুদ্ধের টাইমে আগে সোলজারদের ট্রেন পাস হবে, তারপরে তো প্যাসেঞ্জার ট্রেন। একেক ইস্টিশান আসে, আর ঘন্টার পর ঘন্টা ঠায় অপেক্ষা করো সোলজারদের ট্রেন পাস হবার অপেক্ষায়। বসে বসে সময় কাটে না। মনের মধ্যে রক্ত ঝলকায়। আসামের জঙ্গলে সেই অন্ধকার রাত। সদর

www.BanglaBook.org

থেকে কুলিদের মাইনের টাকা নিয়ে সর্দার যাচ্ছে ক্যাম্পে, সঙ্গে বিশ্বাসী মানুষ বছরদ্দি।

'হাহ্, বিশ্বাসের মুঁই পুটকি মারো।'

বছরদ্দি বারবার হাত নেড়ে দ্যাখে।

'গতর খাটিয়া পানি করিলেও আল্লায় না দেয় দিন। বিশ্বাস ধুইয়া মুঁই পানি খামো?'

যে হাতে মাটি কাটতো সে, সেই হাত পাথরের মতো শক্ত, সাঁড়াশির মতো জোর।

এখন একটু একা চুপচাপ বসে থাকলেই হাতটা যেন নিজ খেয়ালেই নড়ে ওঠে বছরদ্দির।

'সর্দারের গলাখান য্যান মোমের তৈয়ার! টিপি ধরিতেই বসি গেইলো দশো আঙুল। আওয়াজ করিলে য্যান চিকার সমান।'

এখনো মনে হলেই চমকে ওঠে বছরদ্দি। মনে কি আর সে করতে চায়? মাথা ঝাঁকায় সে, যেন মাথার ওপরে একটা বোঝা, ঝেড়ে ফেলতে চায়। বোঝাটা পড়ে পড়ে, পড়ে না। কখনো বা পড়ে যেতেই আবার লাফ দিয়ে ওঠে মাথায়।

আরে, দূর দূর। এ সব কথা ঘুরে ঘুরে আসে কেন?

আরে, কি মুশকিল! এতদিন হয়ে গেলো, তবু সব আয়নার মতো ঝকঝক করে ওঠে।

পাহাড়ী নির্জন রাস্তায় সর্দার পড়ে আছে। তার গলায় বছরদ্দির হাত চেপে বসে আছে সাঁড়াশির মতো। আঁওৎ করে একটা শব্দ। তারপর সর্দার ঢলে পড়েছিলো। গলা দিয়ে পিচপিচ করে রক্ত বেরিয়েছিলো খানিক। বছরদ্দির কব্জিতে হঠাৎ উষ্ণ গরম কি যেন। রক্ত!! হাত ঝাড়ে। শার্টে হাত ঘষে।

চারটে বোতলের ভেতরে তিনদিনে পুরো দু'দুটো বোতল সে নিজেই সাবাড় করেছে ট্রেনে।

জলেশ্বরী ইস্টিশানের প্ল্যাটফরমে পা রাখতেই এখন পা টলে ওঠে বছরদ্দির। আপন মনেই সে বলে, 'নয়, নয়, মাতাল তো নঁও। এ শালা ব্যাগের ভারেই মুঁই টলিয়া গেইছোঁ হে।'

যশোমল মাড়োয়ারি কেরানী বাদলবাবুকে দেখা যায়। একটা সময় ছিলো যখন বাদলবাবুর হাত থেকে কুলির মজুরি নিতো বছরদ্দি, পথেঘাটে দেখা হলেই হাত তুলে সেলাম করতো, 'আদাব, বাবু।' বাবুর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হাতে বাজারের ভারী ব্যাগট্যাগ থাকলে হাত বাড়িয়ে নিতো, বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিতো। এখন বাদলবাবুই বছরদ্দিকে দেখলে আগে হাত তোলে।

বাদলবাবু পাটের চালান তুলে দিতে ইস্টিশানে এসেছিলো, বছরদ্দিকে দেখে দূর থেকে সে হাত তোলে।

বছরদ্দি আপন মনে গাল দেয়, 'শালার শালা, এলাও মুখে আদাব ফোটে নাই!'

বাদলবাবু কাছে আসে।

'কি বছরদ্দি মিয়া। কোথা থেকে?'

'আর কোথা হতে? আসাম।'

বছরদ্দির বুকের কাছে ব্যাগ সাঁটা দেখে বাদলবাবু মাথা নাড়ে। যুদ্ধের বাজারে কত চ্যাংব্যাং বড় মানুষ হয়ে গেলো। খ্যালখ্যাল করে খানিক হেসে সে বলে, 'কি আছে ব্যাগে? টাকা? শোনাশোন কত কথা। মেলা টাকা হয়েছে তোমার।'

ব্যাগটা সাপটে ধরে বছরদ্দি তড়বড় করে কথাটা চাপা দেয়।

'বাবু, যত হয় তত নয় টাকা। টাকা হবার কি কোনো শ্যাষ আছে? কতজনা যুদ্ধের এই ফাঁকতালে কত টাকা বানাইছে, আইজ তোমরা হামাকে বড়মানুষ দেইখলেন।'

'তা তোমার বড়মানুষ হতে বাকি কোথায়? শুনলাম বুড়ির চরে মিলিটারি ছাউনির কাজটা নাকি তুমিই পাচ্ছো?'

সতর্ক হয় বছরদ্দি। বিরক্তও হয় খানিক। নিশ্চয়ই তার ব্যাটা নছরদ্দি চারদিকে বলে বেড়িয়েছে। পরক্ষণেই তার ধারণা হয়, কথাটা বোধহয় বিভূতিবাবুর কাছ থেকেই শুনেছে বাদলবাবু।

বছরদ্দি বিড়বিড় করে, 'এ শালা হিন্দুরা এক ডালের পাখি। মোছলমানের মতো যাঁই যাঁই তাঁই তাঁই তফাৎ তফাৎ নয়। সেইজন্যেই হিন্দুদের এত উন্নতি, আর মোছলমান হামরা পাগাড়ে পড়ি আছোঁ।'

কথাটা বোধহয় খানিক স্বর ফুটে বেরিয়েছিলো বছরদ্দির, বাদলবাবু বলে, 'পাগাড়ে পড়ে থাকার কথা কি বলছো? তোমারই তো এখন দিন।' তারপর নাক টেনে মদের গন্ধটা ঠাহর করে সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে মন্তব্য করে, 'আছো বেশ।'

মদটা টের পেয়েছে বুঝতে পেরে বছরদ্দি টেনে টেনে হাসে।

বাদলবাবু আরো বিশদ করে বলে, 'তা বাড়ি যাবে কি করে? পা তো টলছে।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বাদলবাবুকে করুণা করে নতুন বড়মানুষের ঢংয়ে হাসতে হাসতেই বছরদ্দি বলে, 'বোঝেন না, বাবু। সারা রাস্তা ঢিকির ঢিকির করিয়া রেলগাড়িতে আসিলোম। যুদ্ধের টাইম, ইংরাজের সোলজার সকল নিয়া টেরেন, তার বাদে টেরেন, তার বাদে টেরেন, তারো বাদে টেরেন, কালা ডেউয়া পিঁপড়ার মতো সারি বান্ধিয়া, চলে চলে চলে, দিনের দিন, রাইতের রাইত, বোম্বাই হতে বাংলা, বাংলা হতে আসাম। বিলাত হতে হুকুম জারি আছে, সক্কলের আগে সোলজারের টেরেন সকল পাস হইবে। অতএব হামার পাসিনজার টেরেন বলদের গাড়ির চেয়েও অধম হয়া গেইলো। একেক ইস্টিশনে আসে আর থামিয়া থাকে ঘন্টার পর ঘন্টা। টাইম কাটে না। হামার কি দোষ? ব্যাগ হতে বোতল খুলিয়া ঢোঁকে ঢোঁক, ঢোঁকে ঢোঁক, ঢোঁকে ঢোঁক, রাইত গেল ফস্‌সা হয়া, ততক্ষণে জনমের সাথী এই পাঁও যে কখন হয়া গেইছে অনজান মানুষের পাঁও, খেয়াল করোঁ নাই।'

গম্ভীর মুখে বাদলবাবু হঠাৎ বলে, 'এদিকে তো এক কান্ড হয়েছে তোমার বাড়িতে।'

হাসিটা মুহূর্তে শুকিয়ে যায় বছরদ্দির।

'কি হইছে, বাবু?'

'দাসের হাট গেছিলাম কিষানদের পাটের তাগাদা দিতে। ফেরার সময় বুড়ির চরে শুনলাম তোমার বাড়িতে খুনোখুনি। ভাতের জন্যে চড়াও হয়েছিলো চাষীরা।'

নেশা ছুটে যায় বছরদ্দির। বাদলবাবুর মুখে সবটা শোনার অপেক্ষা আর করে না সে।

সেকালে জলেশ্বরীতে রিক্‌শা ছিলো না, দূর পথে চলার বাহন ছিলো একমাত্র গরুর গাড়ি। বছরদ্দি খবর পাঠিয়েছিলো নছরদ্দিকে গরুর গাড়ি নিয়ে ইস্টিশানে হাজির থাকতে। সে ব্যাটার চিহ্নমাত্র নেই কোথাও। বছরদ্দি অগত্যা পায়ে হেঁটেই রওনা হয়।

ডাকবাংলার মোড়ে এসে সে দেখা পায় ছেলের।

'শালার শালা, এতো দেরী করলু যে তুই!'

'দেরী কি আর মুঁই করিছোঁ। কপালে করিছে।'

ভীত হয়ে পড়ে বছরদ্দি। গলা দিয়ে অস্ফুট স্বর বেরোয় তার, 'খুনের ঘটনা কি হয় রে, বাদলবাবু কইলে?'

নছরদ্দি হেসে বলে, 'আরে, তারে জন্যে তো বিলম্ব হয়া গেইলো। এলা সব মিটমাট হয়া গেইছে।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'পুলিশ আসিছিলো?'

'পুলিশ কেনে? আকালের টাইম, কত মানুষ মরিছে। আরো একজন মরি গেইছে। লাশ মুঁই ফেলেয়া দিয়া আসিলোম। চলো, বাড়ি চলো। হামার বাড়িতেই সাহেব আর বিভূতিবাবু আসিয়া উঠিছে। খানা ফির পাক করিবার জোগাড় দিয়া আসনু। তারা বসি আছে।'

লাফ দিয়ে বছরদ্দি গরুর গাড়িতে উঠে পড়ে।

২০

জলেশ্বরীর আকাশে বাতাসে আজো কানাট্যাংড়ার সেই গীত ভাসে।

কত আগুন জ্বলে রে বন্ধু,
কত আগুন জ্বলে
প্যাটের আগুন, মনের আগুন
'চুলার আগুন, ভিটার আগুন
প্যাটের আগুন বড় আগুন সর্বলোকে বলে
রে বন্ধু কত আগুন জ্বলে।

আহ, কি নির্মম ছিলো কানাট্যাংড়ার মৃত্যু। জলেশ্বরীর কিংবদন্তী সমগ্রের সেও এক গল্প। মুক্তিযোদ্ধা মহিউদ্দিন যখন অনুভব করে যে, জলেশ্বরীর মানুষেরা মেনে নিয়েছে পাকিস্তানী মিলিটারিদের উপস্থিতি, তারা ঘর সংসার করছে সেই আগের মতো যেন কিছুই ঘটেনি, যেন পাকিস্তানী সৈন্যরা লাখে লাখে মানুষ মারেনি, বাড়ি জ্বালিয়ে দেয়নি, গ্রামের পর গ্রাম উজাড় উৎসন্ন করেনি, নারী ধর্ষণ করেনি, তখন সে, মহিউদ্দিন এক পরিকল্পনা করে।

জলেশ্বরীতে শাহ কুতুবউদ্দিনের মাজারে তাঁর পবিত্র লাশের সঙ্গে রাজা ধনদেবের হীরা-মুক্তা-মাণিক কবর দেয়া আছে— বানানো এই কাহিনী ছড়িয়ে দেবার বুদ্ধি করে সে।

মহিউদ্দিন হিসেব করে দেখে যে, ওই হীরামুক্তার কথা যখন কানে যাবে পাকিস্তানীদের, তারা মাজার ভেঙে সেগুলো লুট করতে চাইবে। বাবা কুতুবউদ্দিনের এই মাজার শত শত বৎসর ধরে বংশের পর বংশ জলেশ্বরীর মানুষজনের কাছে প্রাণের চেয়ে প্রিয়। তাই, পাকিস্তানীরা যখন

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মাজার ভাঙবার উদ্যোগ নেবে তখন জলেশ্বরী ক্ষেপে উঠবে, জলেশ্বরীর মানুষেরা বাধা দেবে পাকিস্তানীদের।

কিন্তু হীরা-মুক্তা-মাণিকের গল্পটা পাকিস্তানীদের কানে পৌঁছে দেয়া যাবে কি করে?

সে ভার নেয় কানাট্যাংড়া। মাজারের সিঁড়ির গোড়ায় প্রাচীন গাছটির নিচে বসে হাটের দিন গান গাইতো কানাট্যাংড়া, মানুষেরা ভীড় করে শুনতো, হাটের দিনে সওদা কেনাবেচার মতো জলেশ্বরীর মানুষদের কাছে এও ছিলো এক সওদা, আত্মার খাদ্য খরিদ ছিলো কানাট্যাংড়ার গান তাদের কাছে।

কানাট্যাংড়া রচনা করতো নিজেই নিজের গান। এবার সে রচনা করে নতুন এক গান। তার গানে বর্ণিত হয় মাজারে বাবা কুতুবউদ্দিনের লাশের সঙ্গে কবর দেয়া হীরামুক্তার গান।

তারপর একদিন তাকে ক্যাম্পে ধরে নিয়ে যায় পাকিস্তানী কর্নেল। আমরা যদি মনে করে থাকি যে, পাকিস্তানীরা ছিলো নির্বোধ, তাহলে ভুল করবো। সেই কর্নেল সঠিক অনুমান করতে পেরেছিলো যে এ কাহিনী তৈরী করা হয়েছে একটা ফাঁদ হিসেবে। তাই সে বারবার কানাট্যাংড়াকে চাপ দিয়েছিলো যে বলো তুমি এ কাহিনী মিথ্যা। চাপের মুখে কোনো কাজ হয়নি, তখন তার ওপর অত্যাচার চালানো হয়েছিলো। নির্মম সে অত্যাচার। প্রতিটি অঙ্গ তার কেটে কেটে ফেলা হয়েছিলো একে একে। তবু কানাট্যাংড়া স্বীকার করেনি যে এ কাহিনী সে প্রচার করেছে মুক্তিযোদ্ধাদের কথায়, স্বীকার করেনি যে মুক্তিযোদ্ধা মহিউদ্দিনের সঙ্গে তার যোগাযোগ আছে।

শেষ পর্যন্ত বেয়োনেট দিয়ে খুঁচিয়ে তার পেট চিরে ফেলা হয়। গলগল করে বেরিয়ে আসে তার কণ্ঠ থেকে রক্ত। রক্তের দাগ শুকিয়ে যায়। কিন্তু কণ্ঠের গান এখনো ভাসে তার জলেশ্বরীতে।

২১

মাঠের ওপর দিয়ে বিলাপের ধ্বনি আবার ভেসে আসে। সতীশের কে হয় এই নারীরা যে তারা তার মৃত্যুশোকে আকাশ বাতাস এমন কান্নার স্বরে থেকে থেকে ভাঙে?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমাদের গুরুজনেরা সতীশের কুঁড়ে থেকে ফিরে এসেছেন। এখন তাঁরা দাওয়ায় পাটির ওপর বসে বৌখুদা ভাতের সঙ্গে শাকচিংড়ির ঝাল চচ্চড়ি ডলে নাশ্‌তা করছিলেন, আবার কান্নার স্বরে তাঁরা বিরক্ত হয়ে ওঠেন।

'মাগীরা শান্তি দিবার নয়!'

গুরুজনের মুখে অনুচ্চার্য ওই শব্দটি শুনে আমরা বালকেরা স্তম্ভিত হই। আমাদের মায়েরা ছনমন করে একবার আমাদের দিকে তাকান, আবার স্বামীদের দিকে তিরস্কারের নীরব দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন।

কিন্তু আমাদের গুরুজনেরা এতটাই বিরক্ত হয়েছেন যে, সে দৃষ্টি তাঁরা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেন।

তাঁদের একজন আরো গলা চড়িয়ে বলেন, 'একেবারে মহল্লায় আসিয়া কি শুরু করিলে! এ শালা, মাগীর গুষ্টি উচ্ছেদ না করিলেই নয়।'

'ভালে ভাল্ কয়া আইসলোম— চলি যাও। এলাও আছে!'

'চলেন তো, দাদা। চলেন। সমাজের ইজ্জার থাকিবার নয়।' বলতে বলতে গুরুজনদের একজন ভাতের থালা ফেলে উঠে দাঁড়ান।

আমরাও পাত থেকে আমাদের হাত গুটিয়ে নিই।

আরেক গুরুজন লাফ দিয়ে ঘরের ভেতর থেকে আবলুস কালো একটা লাঠি এনে হাওয়ায় ঘোরাতে ঘোরাতে বলেন, 'মাগীর গুষ্টি! পিঠে পড়িলে তবে সোজা হয়।'

আরেকজন তখনো পাত ছেড়ে ওঠেননি, সম্ভবত তাঁর খিদে তখনো মেটেনি, তিনি মুখের ভেতরে রসালো গ্রাসটিকে পাক্‌লে পাক্‌লে বলেন, 'বেটিছাওয়া সকলে একজাত। বেটিছাওয়া পাছা দোলেয়া বুক ঝাকেয়া মনে করে দুনিয়া আছে পায়ের তলে, তারা যা খুশি তাই করিবার পারে!'

২২

বছরদ্দির বাংলাঘরে পিটার সাহেবকে থিতু করিয়ে বিভূতিভূষণ বাইরে বেরিয়েছে রান্না দেখতে। সেই হৈ হাঙ্গামার পর এখন আবার নতুন করে পাক চড়ানো হয়েছে। আবার একটা হুজ্জত না হয়, তার জন্যে কিষান ক'জনকে লাঠি সড়কি দিয়ে পাহারায় মোতায়েন করিয়েছে বিভূতিভূষণ নিজে দাঁড়িয়ে থেকে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এখন বেশ একটু সময় পাওয়া গেছে হাতে। মনের মধ্যে কেবল একটু চিন্তা, বছরদ্দি এখনো এসে পৌঁছুলো না। কি ভেবে সাইকেলটা নিয়ে সে বেরোয়। একটু এগিয়ে দেখা যাক।

সড়ক সুনসান। তেরোশ' পঞ্চাশের দেশ। ঘরে ঘরে মানুষ ধুঁকছে। পথে লোক কোথায়!

চৈত্রের খরদুপুরে ঝিম মেরে আছে মাঠঘাট। ধোঁয়ার মতো ভাপ উঠছে চারদিকে। ভালো করে নজর চলে না। চোখ ঝলসায়।

চারদিক যা নিস্তব্ধ নির্জন, দিনের বেলাতেও গা ছমছম করে ওঠে।

হঠাৎ কান খাড়া করে বিভূতিভূষণ। ক্যাঁচক্যাঁচ একটা শব্দ পাওয়া যাচ্ছে যেন! কিসের শব্দ? জামার ভেতরে হাত গলিয়ে পৈতেটা ধরে বিভূতিভূষণ চক্রবর্তী।

আরে দূর দূর, ওটা তো গরুর গাড়ির শব্দ। আসছে কেউ এদিক পানেই।

বছরদ্দিই হবে! মোছলমানটার সঙ্গে এক্ষুনি এই পথের ওপরেই, পিটার সাহেবের কাছে তার দেখা হবার আগেই, ফায়সালা করে নেয়া দরকার, যে, ছাউনির কাজটা তাকে পাইয়ে দিলে সে কত ভাগ দেবে বিভূতিভূষণকে।

উঁচু ভুঁই থেকে বিভূতিভূষণ সাইকেল ঠেলে নামে। নামতেই ধুলোর সাগর। ধুলো ঠেলে এগোনো ভারী হাঁপের কাজ। কিন্তু টাকার টান! আর, ওই তো স্পষ্ট এখন দেখা যাচ্ছে গরুর গাড়িটা। সে জোর প্যাডেল মেরে এগোয়।

গাড়ির কাছে আসতে আসতে সে হাঁক দেয়, 'কে ও, বছরদ্দি?'

গাড়ির ছৈয়ের ভেতর থেকে বছরদ্দির বদলে চাঁদপানা একটি মুখ বেরোয়। হাঁ হয়ে যায় বিভূতিভূষণ। এ যে চোখে দেখেও বিশ্বাস করা যায় না।

হীরাসুন্দরী যে!

জলেশ্বরীর পাড়া আলো করা, গোরা সোলজারদের সোহাগী রাণী, সে এখানে এই বুড়ির চরে কেন আসছে?

হাঁক শুনেই হীরাসুন্দরী টের পেয়েছিলো লোকটা কে বটে। আজ ভগবান আমার আঁচলে বাঁধা দেখছি, যার খোঁজে আসছি, পথের ওপরেই সে!

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হৈ হৈ করে গাড়ি থামাতে বলে হীরা বিভূতিভূষণের দিকে মনোহরণ ভঙ্গী করে তাকায়।

একটা সময় ছিলো যখন হীরা তার পায়ের তলায় পড়ে থাকতো। ছোটজাতের ভেসে আসা মেয়ে। বেশ নেড়েচেড়ে দিন যাচ্ছিলো। তারপরে এলো গোরা সোলজারেরা দল বেঁধে জলেশ্বরীতে। তাদের আরাম বিরামের জন্যে পাড়া বসলো। ওদিকে হুকুম এলো— জলেশ্বরী যুদ্ধের জায়গা, এখানকার ইউনিয়ন বোর্ডে সেক্রেটারি নিযুক্ত হবে গরমেন্টের তরফ থেকে। সেই চাকরিটা পাবার লোভে হীরাকে অবলীলায় সে তুলে দিয়েছিলো পাড়ায়। এখন তাদের এমনই পেয়ারা হয়েছে হীরাসুন্দরী যে, বিভূতিভূষণ তার ধারে কাছেও আর ঘেঁষতে পারে না।

ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে বিভূতিভূষণের।

কলকল করে হীরা বলে ওঠে, 'আরে, ভূতিবাবু যে।'

হীরা তাকে আদর করে আগে ডাকতো বাবু, এখন এতদিন পরে তাচ্ছিল্যের ওই ভূতিবাবু! তা আর কি করা যাবে? এখন তো তোদেরই দিনকাল রে! চটিয়ে লাভ নেই, ক্ষতির ক্ষতি।

ধরা যাবে না ছোঁয়া যাবে না হাতের কাছেই মানিকটি, এ রকম একটা লোভলালসা চোখে বিভূতিভূষণ হীরাকে আপাদমস্তক দেখে নিয়ে নিঃশ্বাস ফেলে বলে, 'তা হঠাৎ কি মনে করে, বুড়ির চরে চরণ রাখলে, হীরা? জলেশ্বরীতে চার্চিলের সোলজারেরা যে সব তোমা বিহনে পাগল হয়ে যাবে।'

হীরা গালে আঙুলটি ছুঁইয়ে চোখ বড় বড় করে বলে, 'তাই নাকি!'

'হবে না? অবাক করলে গো হীরাসুন্দরী? সেখানে তুমি হচ্ছে গিয়ে মিলিটারিদের রাণী।'

হীরা এসেছে বুড়ির চরে এক মতলব নিয়ে, সে কাজের সবটাই বিভূতিভূষণের হাতে। লোকটাকে ঘনিয়ে ফেনিয়ে রাখা এখন তার দরকার। হীরা বলে, 'উঠে এসো বোসো তো। মিলিটারিদের রাণী বললে। তোমার বুঝি দাসী?'

সাইকেলখানা গাড়ির গায়ে হেলান দিয়ে রেখে বিভূতিভূষণ গাড়োয়ানকে বলে, 'যা তো বাবা, তফাতে যা।' তারপর লাফ দিয়ে গাড়িতে উঠে পা ঝুলিয়ে বসে হীরাকে বলে, 'সে কপাল কি আর করে এসেছি? নিয়ে এসেছি গায়ের সেই গোরা গোরা রঙ? ইংরেজিটাও ভালো করে বলতে পারি না। পোড়া কপাল নিয়েই পড়ে আছি।' তারপরে ঘন

www.BanglaBook.org

হয়ে হীরার পাশ ঘেঁষে বলে, 'লালমুখোদের সেবার পরে কোনোদিন যদি তোর প্রসাদ পাই, বর্তে যাই।'

হীরা তার গায়ে ঠোনা মেরে বলে, 'পালিয়ে তো যাচ্ছি না।'

'একদিন না হয় এই অধীনকে দয়াই করলে গো। আরে, প্রসাদই আমার কত। ইংরেজের প্রসাদ, কম কথা? চারপুরুষ সায়েবদের গোলামী করলে তবে ভাগ্যে হয়।'

'মনে যেন হিংসের কাঁটা গো। দাসী না বানাতে পেরে বড় কষ্টে আছো!!'

বিভূতিভূষণ হাতে চাঁদ পায়। আজ দেখছি একটা কিছু হবেই হবে। নোলা সকসক করে ওঠে তার। হীরার হাত দু'খানা খপ করে ধরে সে বলে, 'রাম বলো। আমি চার্চিল হলে তোমায় এবার বড়দিনে মহারাণী খেতাব মঞ্জুর করতাম।'

'এত?'

'আলবাৎ। এই যে জাপানে বৃটিশে যুদ্ধ হচ্ছে, এই যুদ্ধে তোমার অবদান কেউ অস্বীকার করতে পারবে? বলুক দেখি। আহা, কত মেম মায়ের সন্তান সব, আহা, কত কষ্ট করে বিলাত, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা থেকে সাতসমুদ্র পাড়ি দিয়ে যমের অরুচি এই আসাম সীমান্তে এসেছে যুদ্ধ করতে, ঘরের বউ ফেলে, কেউ রসিকা ছেড়ে, কেউবা প্রেমিকাকে কাঁদিয়ে। আহা, তুমি তাদের দেখেশুনে রাখছো। যুদ্ধের কত তেজ হচ্ছে। জাপানী আর সুভাষ বোস— এইরে, সরি, না, না, জাপানী, জাপানী, দ্যাখো না জাপানীদের হয়ে এলো বলে। তা আমি যে এখানে, খবর পেয়ে এলে বুঝি? দয়া হলো এতদিনে?

'খুব যে দয়া আর প্রসাদের কথা তখন থেকে বলছো, ভূতিবাবু। আজ তোমার বাই খুব চড়েছে দেখি।'

ঝট করে হীরাকে হাতবেড় দিয়ে জড়িয়ে ধরে বিভূতিভূষণ।

'বোঝো তাহলে? বোঝো তুমি, প্রাণাধিক?'

জড়িয়ে যখন ধরেছে, কাজটা হতে আর কতক্ষণ। হীরা এবার যার জন্যে এই চৈত্রের দুপুর ভেঙে আসা পেটের সেই কথাটা পাড়ে, 'বুঝি বলেই তো, তোমার পরে এত ভরসা, ভূতিবাবু। খবর পেলাম গোরাদের নতুন ছাউনি হবে বুড়ির চরে। ছাউনি তো আর এমনি এমনি হয় না। কত তার আয়োজন। কত রকম প্রয়োজন।'

www.BanglaBook.org

বিভূতিভূষণ কথাটা ঠিক না বুঝেই ঠেক্‌নো দেয়, 'হাঁ, হাঁ, তা বটেই তো।'

আলগোছে বিভূতিভূষণের আলিঙ্গন থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে-নেয় হীরা, পায়ের নখ খুঁটতে খুঁটতে বলে, 'আমাদের ভিন্ন তো আর ছাউনি পুরো হয় না। ছাউনির সঙ্গে সঙ্গে এখানে নতুন পাড়া বসবে তো?'

'হাঁ, হাঁ, এ আর নতুন কি?' বিভূতিভূষণের এতক্ষণে ঠাহর হয় হীরার কথাটা। হাত নাচিয়ে সে বলে, 'জলেশ্বরী তো চোখের সামনেই চাঁদের হাট হয়ে গেল, যুদ্ধের আগের দিন পর্যন্ত সেখানে ছিল ঘোর অমাবস্যা। চাঁদ তো দূরস্থান, তারা-ফারাও ছিল না। তারপর তোমরা এলে।'

হীরা গা মটকে বলে, হাতের পাঁচ আঙুল ফুটিয়ে বলে, 'সে কি আজকের কথা? দু'বছর তো ঘুরেই এলো। গতরে আর সয় না। আমার ইচ্ছে, এবার আমি মাসী হবো।'

কথাটা কানে যেতেই বিভূতিভূষণ ছ্যাঁকা খায় যেন। হৈ হৈ করে বলে, 'রাম বলো। এখনি কি? বালাই ষাট। এখনো কত মজার দিন পড়ে আছে।'

বিভূতিভূষণের হাতখানা নিয়ে আঙুল নিয়ে খেলা করতে করতে হীরা বলে, 'সে মজা তোমার সঙ্গে হবে বলে মনে আমি মন করেছি।'

রসালো গলায় বিভূতিভূষণ বলে, 'তাই?' তারপর চিন্তিতস্বরে, 'পাড়া তো বসবে, হীরা, অবশ্যই বসবে। তবে এই বুড়ির চরে মেয়ে পাওয়া যাবে কিনা সেই হচ্ছে কথা।'

তৎক্ষণাৎ মুখ ঝামটা দেয় হীরা।

'আহ, কি একটা কথা বললে! ভাতের খিদে বড় খিদে, ভূতিবাবু। আকালের টানে যুবতীরা সব ভেসে বেড়াচ্ছে কচুরি পানার মতো। মেয়ের অভাব কি? করে দেবে মাসী? দাও না। তোমার হাতেই সব শুনে এসেছি। একবার বলেই দ্যাখো না, এমন পাড়া বসিয়ে দেবো যে, দেখো, যুদ্ধের তেজ কেমন বাড়ে। মায়ের গভ্‌ভে ফিরে যাবার জন্যে জাপানীরা পথ পাবে না। কাজটা দাও না করিয়ে।'

বিভূতিভূষণ আমতা আমতা করে। এখানে যাবৎ কাজ পিটার সাহেবের হাতে। হীরাকে আশা দিয়ে পরে আশা পূরণ করতে না পারলে জন্মের মতো হীরার আশা ছাড়তে হবে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নিঃশ্বাস ফেলে বিভূতিভূষণ বলে, 'কাজটা যে দেবো, সে কপাল কি আর করে এসেছি। সে কপাল ওই ময়ুর সাজা কাক ব্যাটার। কস্তা না দস্তা তার নাম— পিটার সাহেব, আমি বলি পিঠাসাহেব। তাকে ধরতে হবে।'

'বলো তো, ঘাল করি তাকে।'

হাঁ হাঁ করে ওঠে বিভূতিভূষণ, 'আরে না, না। সে আবার তোকে চাইবে।'

তাতেও আপত্তি নেই হীরার। কিন্তু সে মুখে বলে, 'ও মা, এত খারাপ?'

লাফ দিয়ে গাড়ি থেকে নামে বিভূতিভূষণ। সাইকেলখানা দু'হাতে ধরে বলে, 'খারাপ বলে খারাপ। এই আমি বলেই সামলে সমঝে রেখেছি। দাঁড়া। দেখি পিঠাসাহেবকে বাজিয়ে আসি। জুৎ করে বোস তুই এখেনে।'

বিভূতিভূষণ যে তাকে তুই থেকে তুমি বলছে সেই আগের মতো, শুনে নিশ্চিন্ত হয় হীরা। না, লোকটা কাজ ঠিকই করে দেবে তার। একটা যৌবন গেছে শত পুরুষের নিচে, এবার শত পুরুষকে পায়ের নিচে রাখবে সে।

বিভূতিভূষণ সাইকেলে উঠতে যাচ্ছিলো, হীরা বলে, 'এখেনে রাস্তার ওপরে কোথায় বসবো গা? আমার দূর সম্পর্কের পিসের বাড়ি আছে ওই হোথা, সেখানে যাচ্ছি। তুমি ওখানে খবর এনো।'

'ওখানে মানে কোথায় বলবি তো?'

'অধরচন্দ্র মাস্টারের বাড়ি বললে সবাই চিনবে।'

২৩

অধরচন্দ্র মাস্টারের বাড়ি আসে হীরা। কত বছর পরে সে এলো বুড়ির চরে। জলেশ্বরী থেকে ক্রোশখানেকের দূর, এতকাল আসাই হয়নি। বাপ মা হারিয়ে অধর মাস্টারের বাড়িতে হীরা আশ্রয় নিয়েছিলো ছোটবেলায়, তিনি তো আর আপনার কেউ নন, মাস্টারি করে দু'বেলা ভাতও জোটাতে পারেন না, একদিন ছাড়তে হলো আশ্রয়, গেলো জলেশ্বরীতে। তারপরে তো কত হাত ঘুরে সে আজ জলেশ্বরীর পাড়ায় বসেছে। এখন তো বুড়ির চরে আসবার ফুরসতও নেই তার, আসবেই বা কার কাছে?

বাড়িতে কেউ নেই বলে মনে হয়। তবু সে উঠোনে দাঁড়িয়ে একটা ডাক দেয়, 'পিসেমশাই।'

www.BanglaBook.org

কোনো উত্তর আসে না।

আবার সে ডাকে, 'পিসেমশাই গো, আমি হীরা।'

চারদিক ছমছম করে ওঠে।

হীরা না হয়ে আর কেউ হলে নির্ঘাত ভয় পেতো, ইংরেজের বারাঙ্গনার ভুতের ভয় থাকে না, হীরা দরোজা খোলা পেয়ে ভেতরে ঢোকে।

নিচু চালা ঘর। ভেতরটা ঘোর অন্ধকার। মাটির ওপর জড়াজড়ি করে শুয়ে আছে দুটি মেয়ে। অধর পিসের মেয়ে ছিলো না দুটি? সোনা আর রূপা। ভুলেই গিয়েছিলো হীরা।

নাম ধরে সে ডাক দেয়, 'এই সোনা, এই রূপা, ওঠ্, ওঠ্। দ্যাখ, কে এসেছি।'

অঘোর ক্ষুধায় তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে ছিলো দুটি বোন, ডাক শুনে চোখ মেলে তাকায়।

মকবুলভাই আমাদের বলেন, 'তার বাদে সকলি শুনিলো হীরা। মাস্টার নাই। অনাহারে গেইছে। বালাই মিটিছে। পাড়ার লোকে লাশ টানিটুনি খালপাড়ে রাখি আইসছে। আইজ ছয়দিন খায় নাই কিছু সোনা আর রূপা। বইন পরিচয় পায়া তারা একযোগে হামালিয়া ওঠে।'

'দিদিলো, ভাত খামো। ভাত। ভাতদে হামাক।'

ভাতের কথা কানে পশে না হীরার। মেয়ে দুটিকে সে ঘুরে ঘুরে দ্যাখে। ভূতিবাবু বলেছিলো মেয়ে পাওয়া মুশকিল হবে বুড়ির চরে। আরে, এইতো রয়েছে হাতের কাছে! পাড়ার কাজ হাতে আসার আগেই মেয়ে চলে এসেছে হীরা সুন্দরীর হাতে।

সোনাকে ঘুরে ঘুরে দ্যাখে হীরা।

'তাই, বেশ ডাগরটি হয়েছিসতো, সোনা!'

শতছিন্ন শাড়ি, লজ্জা ঢাকে না। অসহায়, তবু লজ্জা যায় না। কোনোমতে দু'হাতে বুক বেড় দিয়ে সোনা চোখ নামিয়ে বলে, কি কন, দিদি? কংকাল ক'খান আছে। কতকাল ভাত খাঁও নাই।'

ভাতের কথা কানে তোলে না হীরা। ভাতের অভাব কি আছে নারীর জন্ম যখন?

হীরা বলে, 'আলো সোনা, রূপাও তো আর ফুলকুঁড়িটি নেইরে। পিসেমশাই যেমন মিলিয়ে নাম রেখেছিলেন তোদের, তেমনি তোরা দুই বোনও বেশ জোড়ে ফুটে উঠেছিস। এখন একটু ময়লা ধরেছে বটে, ঘষলে মাজলেই চকচক করে উঠবে মহারাণীর রূপোর টাকার মতো।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

টাকা? টাকা দিয়ে কি হবে? টাকা কাকে বলে? ভাত চেনে তারা। উষ্ণ তপ্ত লাল ভাত। ধোঁয়া ওড়া ভাত। সোনা জড়িয়ে ধরে হীরার পা।

'হীরাদিদি, গেরাম থেকি টাউনে যায়া তোমরা বড় ভালো আছো। প্যাটে তোমার ভাত, মনে তোমার শান্তি। শান্তি না চাই, ভাত চাই। ভাত দে, দিদি।'

হীরার পায়ের ওপর সোনাকে উপুড় হয়ে পড়তে দেখে রূপার ভেতরে পাগলি ভর করে আবার। সে খিলখিল করে হেসে ওঠে।

ধমক দিয়ে ওঠে হীরা, 'হাসির কি হলো রে মুখপুড়ি, বোন বোনের কাছে ভাতের দুঃখ করে, হাসির কি লা?' তারপর হেসে দু'বোনকে কোলের দু'দিকে জড়িয়ে ধরে বলে, 'তোরা তো আর আমার পর না। তোদের কত ছোট্ট দেখেছি লা। বোন বলে বোন। তোদের দুঃখে, ভাতের কষ্টে চুপ করে থাকবো, লাথি মারবো, ঝাঁটা মারবো, তেমন মাগী আমি নই। আমি তোদের ভাত দেবো। ভাত পাবি, শীতল জলের রোহিত মাছের ঝোল পাবি। মুখ দেখার আরশীপাটা হবে তোদের। পায়ে আলতা, পায়ে নূপুর, পায়ের উপর এসে পড়বে শতেক মায়ের পুত।'

মকবুলভাই বলেন, 'আহা, ভাবিয়া দ্যাখ, ভাতের সঙ্গে শতেক মায়ের পুত কথাটার সম্পর্ক কি হয়, কেমনে তা জানিবে সোনা? ভাতের অভাব বড় অভাব রে হয়। বুদ্ধিনাশ করি দেয়।'

হাততালি দিয়ে একপাক নেচে ওঠে রূপা আলতা নূপুরের কথা শুনে। হিহি করে হাসতে থাকে আর বলে, 'দে, দে দিদি, দে, আনিয়া দে।'

রূপার নাচ দেখে সোনার ভেতরটাও নেচে ওঠে যেন। সেও হীরার হাত ধরে নেচে ওঠে।

২৪

বৌখুদা ভাতের এত মজাদার নাশ্‌তা ফেলে আমরাও গুরুজনদের পেছনে পেছনে যাবার জন্যে উঠে পড়ি। সতীশের বাড়ির দিকে তাঁরা যাচ্ছেন লাঠিসোঁটা নিয়ে, কি হয় সেখানে, আমরা কি বসে থাকতে পারি?

মায়েরা আমাদের হাত টেনে বসিয়ে দেন এক জটকায়।

'খা, গুষ্টির ফতেয়া খা।'

এত সামান্য দোষে এহেন কটু তিরস্কারের কারণ আমাদের মতো নিতান্ত বালকের কাছেও ধরা পড়ে। আমরা বুঝে যাই, এ তিরস্কার আমাদের প্রাপ্য নয়, যাঁদের প্রাপ্য তাঁরা লাঠি নিয়ে বেরিয়েছেন।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমরা মুখ গুঁজে খেয়ে চলি।

আমাদের স্মরণ হয়, অতঃপর আমাদের কানে পশেছিলো মা জননীদের ক্রুদ্ধ ফিসফাস— যেন আমরা না শুনতে পাই, কিন্তু ঠিকই শুনি, শিশুকালে শ্রবণ বড় খর হয়— এইসব সংলাপ।

'বেটিছাওয়া বলিয়া কি হামরা সব মাগী হয়া গেইছোঁ?'

'আরে, তোমাক কয় নাই।'

'শুনিলে না, কইলে যে বেটিছাওয়া সকলে একজাত।'

'ফির কইলে বুক পাছা দোলেয়া হামরা মনে করি দুনিয়া হামার পায়ের তলায়।'

'আরে, দুনিয়া যদি কারে বা অধীন তো ভাতের অধীন।'

'আর এই ভাতেরে অধীন বলি বেটিছাওয়া মুখ বুঁজি সব সহ্য করে।'

আবার সেই ভাতের কথা। ভাতের দাসী। সতীশের পাশে বিলাপরত সেই তিন নারীকে তো ইদ্রিসচাচা ভাতের দাসীই বলেছিলেন। তবে কি আমাদের মা-খালা-চাচীরাও ওই রমণীদের মতো নষ্ট বেটিছাওয়া?

আমরা ভালো করে আমাদের মা জননীদের দিকে আর তাকাতে পারি না। কোনোমতে খাওয়া শেষ করে ঘরে যাই। ঘর থেকে কান খাড়া শুনতে চেষ্টা করি জননীরা আরো কি বলেন।

তাঁরা চাপা কোলাহল করতে করতে মিষ্টিপানির কুয়ার দিকে যান। কুয়াটি বাড়ির পেছনের দিকে। তখন এই অবসরে আমরা ছুট দিই সতীশের কুঁড়েঘরের দিকে।

২৫

পিটার সাহেবের কাছে বিভূতিভূষণ কথাটা পাড়ে।

'স্যার, ছাউনির কাজ তো শুরু করে দিচ্ছি। ওদিকে পাড়ার ব্যবস্থাটাও করতে হয় যে!'

'পাড়া?'

'মাগীপাড়া, স্যার। বেশ্যাপল্লী। সাহেবরা সব আসছেন, তাঁদের তো দেখভাল্ করতে হবে। নাকি?'

'ইধার নেহি হ্যায়, অলরেডি?'

'ইধার তো, স্যার, গরীবগুরবোর জায়গা। বলে বৌ-ই পালতে পারে না, বেশ্যা!'

'তো বন্দোবস্ত শুরু কর দো।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পিটার সাহেবের মঞ্জুরি পাওয়া মাত্র বিভূতিভূষণ কলরব করে ওঠে, 'শুরু কর দো, স্যার? শুরু তো করেই দিয়েছি। জলেশ্বরীর হীরাসুন্দরী, দায়িত্বটা সে নিয়েছে।'

'হীরাসুন্দরী?' নামটা শুনেই পিটার সাহেবের চোখ চকচক করে ওঠে। 'কে হীরাসুন্দরী?'

বিভূতিভূষণ সতর্ক হয়। লোকটার চোখ যেমন চকচক করে উঠলো, হীরাকেই না তলব করে দেখা করতে! তারপর কি হতে কি হয়ে যায়, হীরাকে যদি পছন্দ হয়ে যায়! হীরাও কি আর অমত করবে? পাড়া বসিয়ে মাসী হবার সাধ হয়েছে তার, পায়ের ওপর পা দিয়ে বসে থাকবে আর টাকা গুনবে— সেই লোভে হীরা দিতেও পারে এ ব্যাটা কাককে তার গায়ে দু'একবার ঠোকর দেবার সুযোগ। সাহেবরা নাড়ুক ঘাঁটুক হীরাকে, এ ব্যাটা কালোকিষ্টির হাত যেন না পড়ে।

বিভূতিভূষণ ভয়ার্ত চোখ করে বলে, 'আরে, বাপরে বাপ। হীরা! হীরার কথা শুধোচ্ছেন? সে হচ্ছে গিয়ে জলেশ্বরীতে বড় বড় ইংরেজ মিলিটারি ক্যাপটেন কর্নেল সাহেবদের এক নম্বর পছন্দ।'

কথাটা শুনে দমে যায় পিটার সাহেব। বলে, 'তো উয়ো হীরা আ গিয়া?'

কথাটা এবার পাকাই করে ফেলে বিভূতিভূষণ। বলে, 'আ গিয়া মানে? কাজ সে শুরু করে দিয়েছে, স্যার। অলরেডি দুটো মেয়ে জোগাড় হয়ে গেছে। ভেরি গুড লুকিং, স্যার।'

পিটার সাহেবের ভেতরটা চনমন করে ওঠে।

'ভেরি গুড লুকিং বোলা, ভূতিবাবু?'

'শুধু বোলা নেই, পিঠাসাহেব, কাজেও প্রমাণ করে দেবো।'

বিভূতিভূষণ হীরার জন্যে পাগল হয়ে আছে, মাসীর কাজটা পাকা করতে পারলে অনেকদিন পরে হীরাকে নিয়ে রঙ্গ করা যাবে। হীরা তো বলেইছে, গতরে আর সয় না, মাসী হয়ে বসতে পারলেই বিভূতিভূষণের সঙ্গে সে থাকবে।

সে বলে, 'মেয়ে দুটোকে দেখবেন, স্যার? পছন্দ হলে একটাকে আপনি রাখুন না!' বলেই সে হাঁক দেয়, 'এই ছুঁড়িরা, আয়, আয়, ইদিকে আয়।'

সোনা আর রূপাকে সে দাঁড় করিয়ে রেখেছিলো বাইরে; মেয়ে দুটি দৌড়ে এসে বিভূতিভূষণের কাছে দাঁড়ায়। হীরাদিদি বলেছে, 'ভাত পাবি, রোহিত মাছের ঝোল পাবি। সাহেবের সঙ্গে দেখা করলেই সব হবে।'

সাহেব কোথায়? এ যে কালো বরণ দেখি!

www.BanglaBook.org

সোনা ছটফট করে চারদিকে তাকায়। সাহেবের সঙ্গে দেখা না হলে যে ভাত মিলবে না!

মেয়ে দুটো আসতেই বিভূতিভূষণ ব্যস্ত হয়ে বলে, 'গড় কর, গড়।'

সঙ্গে সঙ্গে বিভূতিভূষণকে তারা গড় হয়ে প্রণাম করে।

লাফ দিয়ে পিছিয়ে যায় বিভূতিভূষণ। পিটার সাহেবকে দেখিয়ে বলে, 'আরে, আরে, আমাকে নয়, আমাকে নয়, ওখানে, ওই যে, উনি। তোদের জন্যে সাক্ষাত কিং জর্জ। সিংহাসনে বসিয়ে রেখেছি রে। ওখানে।'

সিংহাসনের কথা শুনে রূপা হিহি করে হেসে ওঠে।

'সিংহাসন কোন্‌ঠে, কাকা? এ না কাষ্ঠের চেয়ার হয়!'

রূপার এমন হাসি আর হাততালি দেখে পিটার সাহেবের সন্দেহ হয়। জিগ্যেস করে, 'হাসে কেন, ভূতিবাবু?'

'পাগলি, পাগলি কিনা!'

এ কথা শুনে পিটার সাহেবের মুখে কালো ছায়া পড়ে।

এই রে, হীরার কাজটা বুঝি কেঁচেই গেলো! সঙ্গে সঙ্গে বিভূতিভূষণ বলে ওঠে, 'তবে তাতে কোনো অসুবিধে নেই, স্যার। সার্ভিসে ত্রুটি হবে না। যুদ্ধের কাজে আপনার কত রকমের পেরেশানি, তার ভেতরে মাথা ঠান্ডা রেখে চলা। পাগলি দিয়ে আপনার পোষাবে না।' পিটার সাহেবের কানের কাছে মুখ এনে, সোনাকে দেখিয়ে সে বলে, 'বড়টিকে কি রকম মনে হচ্ছে, স্যার?'

যুদ্ধের বাজার। তদুপরি জলেশ্বরী এখন যুদ্ধের একেবারে কোলের মধ্যে। জাপানীরা আসামটা একবার হস্তগত করতে পারলেই বাংলায় ঢুকবে এই জলেশ্বরী দিয়ে। পুরো এলাকা গোরা সোলজারে গিসগিস করছে। নেটিভকে বিশ্বাস নেই। ইস্টিশান, পোস্টাফিস, থানা, সব জায়গায় একটা করে লালমুখো বসে গেছে। চারদিকে খর তাদের চোখ। নেটিভদের ওপর নজর রাখছে।

খৃষ্টান হলেও ইংরেজের চোখে শেষ পর্যন্ত সে যে একজন নেটিভ, বিভূতিভূষণকে সেটা বুঝতে না দিলেও পিটার সাহেব নিজে সেটা ভালো করেই জানে। সোনাকে তার পছন্দ হলেও তাই সে ইতস্ততঃ করে। পাছে গোরা সাহেবরা এসে তার ঘাড় ধরে বলে, তোমাকে পাঠিয়েছি ছাউনির কাজে আর তুমি কিনা ঘরের মেয়েদের নিয়ে টানাটানি করছো, ইন্ডিয়ানদের বিগড়ে দিচ্ছো? বেশ্যা হতে যদি রাজী হয় এরা, তখন বলা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

যায়, ঘরের মেয়ে কোথায় দেখছেন, ক্যাপটেন সাহেব? এরা তো সব খাতায় নাম লিখিয়েছে।

পিটার ইতস্ততঃ গলায় বিভূতিভূষণকে বলে, 'বাট ইয়ে ছুকরি প্রস্টিটিউট হোনে মাংতা কি নেই?'

'জরুর মাংতা, স্যার। দরখাস্ত কিয়া হ্যায়। এই দেখুন দরখাস্ত।'

ইউনিয়ন বোর্ডের কাছে সোনা রূপার দরখাস্তর মুসাবিদাটা বিভূতিভূষণ নিজ হাতেই করে রেখেছিল। পকেট থেকে কাগজ বের করে সে পিটার সাহেবের সমুখে ধরে।

কাগজটা হাতে নিয়ে ভালো করে দেখে পিটার সাহেব সোনাকে জিগ্যেস করে, 'তোরা এই দরখাস্ত করেছিস?'

'আজ্ঞা।' চটপট উত্তর দেয় সোনা। এই কাকাবাবু তাকে তো বলেছেন, এর মধ্যেই তোদের ভাতের ব্যবস্থা করা আছে।

বরিশালে বাড়ি হলেও পিটার সাহেব নেটিভকে বুঝতে দেয় না সে বাঙালি। গোরা সাহেবের ভঙ্গীতে সে জিগ্যেস করে, 'প্রস্টিটিউটের বাংলাটা, ভূতিবাবু?'

তার এই ন্যাকামোটা বিভূতিভূষণ হাড়ে হাড়ে টের পেলেও একেবারে অনুগত হয়ে সে উত্তর দেয়, 'বেশ্যা, স্যার, পতিতা। এক্ষেত্রে পেশা বর্ণনায় পতিতাবৃত্তি। এরা পতিতাবৃত্তি অবলম্বন করবার জন্যে লাইসেন্স প্রার্থনা করছে। সজ্ঞানে, স্ব ইচ্ছায়।'

পিটার সাহেবের ভেতরটা বেশ তৈরী হয়ে আসে এ কথা শুনে। বছরদ্দির বাড়িতে আজ যে রকম গুরুভোজন হয়েছে, আজ দুপুরেই ব্যাপারটা বেশ জমিয়ে তোলা যাবে।

বিষয়টা যে বেশ্যার সঙ্গেই হবে, সেটা নিশ্চিত করতে সে বলে, 'হাঁ দেখো লাড়কি, আই মিন ছুঁড়ি। বৃটিশ গরমেন্ট কা কাম সব ক্লেয়ার হ্যয়।'

বিভূতিভূষণ বাংলায় কথাটা বুঝিয়ে দেয় সোনা রূপাকে, 'বৃটিশ সরকার যা করবেন ন্যায্য করবেন।'

'তোদের বয়স কত?'

এ তো ভারী নখ্‌রা করছে! বিভূতিভূষণ গলায় একটু বিরক্তি ঢেলে বলে, 'সাবালিকা, স্যার। পতিতাবৃত্তি স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করতে পারে। আইনে আটকাবে না।'

আবার দ্যাখো নখ্‌রা।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পিটার সাহেবের প্রশ্ন, 'কেউ তোদের ওপর জোর জুলুম করেনি?'

বিভূতিভূষণের দিকে তাকায় সোনা, তারপর মাথা নাড়ে। রূপাকে সে ঠেলা দেয়। রূপাও দেখাদেখি মাথা নাড়ে। 'পাড়ায় বসবার জন্যে কেউ চাপ দিয়েছে?'

আহ, লোকটা জ্বালালো দেখছি! এত জিগ্যেসাবাদ করবার কি আছে?

বিভূতিভূষণ মেয়ে দুটিকে ঠেলা দেয়। তখন আবার তারা মাথা নাড়ে।

'আ মলো। মুখে বল ছুঁড়িরা। মাথা নাড়লে ইংরেজের কাছে চলবে না। এখানে সব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ন্যায্য রকম, বাবা।'

তাকে ইংরেজ বলেছে বিভূতিভূষণ, মনটা প্রসন্ন হয়ে যায় পিটার সাহেবের। ঘুরে ঘুরে সে সোনাকে দেখে, আর, হাত কচলায়। একবার হাই তোলে। যেন ঘুম পেয়েছে।

পিটার সাহেবের তর সইছে না বিছানায় যাবার জন্যে! ঘুঘু বিভূতিভূষণের নজর এড়ায় না। হীরার বন্দোবস্ত তো হয়েই গেছে, ওদিকে বছরদ্দিকে ছাউনির কন্ট্রাক্ট দেবার কাজটা এখনো পড়ে আছে। দুপুরে যদি পিটার ব্যাটাকে সোনার সঙ্গে ভিড়িয়ে দেয়া যায় তাহলে আর চিন্তা নেই। বছরদ্দিও কাজ পাবে, বিভূতিভূষণেরও বরাত খুলবে।

বিভূতিভূষণ বেশ কর্তা গলায় বলে, 'এত জেরা করার কিছু নেই, পিঠাসাহেব। আমি সব খতিয়ে দেখে তবে হুজুরে হাজির করেছি। পাড়ায় বসবার জন্যে কেউ ওদের চাপ-টাপ দেয়নি, কেউ ওদের কোনো লোভ-টোভও দেখায়নি।'

সঙ্গে সঙ্গে রূপা বলে ওঠে, 'দেখাইছে, দেখাইছে।' দৌড়ে সে পিটার সাহেবের কাছে গিয়ে বলে, 'মোর না হীরাদিদি আছে, সেই হীরাদিদি বলিছে— ভাত পামো, ভাত। প্যাট ভরিয়া ভাত। লাল ভাত, তপ্ত ভাত।'

পিটার সাহেব পাগলিকে এত কাছে আসতে দেখে সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে।

রূপা মনে করে, তার কথা বুঝি অবিশ্বাস করছে লোকটা। সোনার কাছে সে ছুটে গিয়ে তাকে দু'হাতে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলে, 'ক'না দিদি, ক'। হীরাদিদি বলিছে না? আর কোনো অভাব না থাকিবে ভাতের। আর কোনো ভিক্ষা না করিতে হইবে। বাড়ি আসি ভাত দিয়া যাবে, ইংরাজ আসিয়া ঘরে ভাত ঢালি দিবে। ভাতের পাহাড় হয়া যাইবে ঘরোতে।'

একগাল হেসে বিভূতিভূষণ কথাটা প্রাঞ্জল করে দেয়, 'অর্থাৎ, পিটার সাহেব, এরা বলছে, খেটে খাবে, হেঁ হেঁ ওরা খেটে খেতে চায়।'

www.BanglaBook.org

'ভেরি গুড। বাঙালি অলস হয়। কি বলুন, ভূতিবাবু, বাঙালি হলেও এরা দেখছি তেমনটি নয়। খেতে চায়, কাজ করে, ভিক্ষা করে নয়।'

সোনা তো আর পাগলি অবোধ নয় রূপার মতো। সে ঠিকই টের পেয়েছে ভাতের জন্য কি তাদের করতে হবে। তবু ভেতরটা একবার শেষবার তার পাক দিয়ে ওঠে।

মকবুলভাই আমাদের বলেন, 'আহা, ভাতের দুঃখ বড় দুঃখ রে। ভাতের জন্যে নারী এতবড় কলংকও স্বীকার করি নেয়। তবু কি ভিতরে তার সবটাই স্বীকার? সোনা তখন চিখরিয়া কয়, কি কয়?'

আমরা সোনার কণ্ঠস্বর শুনতে পাই তেরোশ' পঞ্চাশ ভেদ করে আমাদের এই কালে।

'ভিক্ষা যদি দিবারই পারিতো কেউ, ভিক্ষাই করিতোম। কারো ঘরে ভিক্ষা নাই। যার ঘরে আছে তাঁই দিবার তো নয়। হাত ধরো, পাঁও ধরো, লাথ্থি মারি বলিবে সে, তোর যদি এত ভুখ, ভুখ যদি এতই না সয় তবে গলায় বান্ধিয়া শাড়ি ফাঁসী নে হারামজাদী। পরনের শাড়িও ছেঁড়া, শরীলের ভার না সহিবে। ফাঁসীতে ঝুলিও যদি শাড়ি আইজ ছিঁড়িয়া পরিবে। ভাতের অভাবে মোর বাপ মরি গেইছে, বাবু, মরিতে হামার বড় ডর।'

পিটার সাহেবের সমুখে দাঁড়িয়ে থরথর করে কাঁপতে থাকে সোনা।

মকবুলভাই বলেন, 'ক্ষুধার জ্বালায় কি সোনা কাঁপে? কিম্বা নারীর যে শরীর সেই শরীরকে ভাতের করাল দেবীর কাছে উৎসর্গ করিবার তাড়সে সে কাঁপে?'

আমাদের চোখ ভিজে আসে।

২৬

ছুটে মাঠ পাড়ি দিয়ে সতীশের কুঁড়েঘরের কাছে হতেই আমরা থমকে দাঁড়াই। বিস্ফারিত চোখে আমরা তাকিয়ে দেখি, সতীশের লাশ এখন বাইরে শোয়ানো। ভেতরে আমরা দেখেছিলাম যে ছেঁড়া পুরনো মাদুরের ওপর সে শুয়ে ছিলো, এখন বাইরে সে নতুন এক মাদুরে। সোনার মতো ঝকঝক করছে মাদুর। আরো কি আশ্চর্য, তার সমস্ত শরীর নতুন কড়কড়ে মার্কিন কাপড়ে ঢাকা। মুখখানা বেরিয়ে আছে তার। দিনের প্রখর আলোয় খোঁচা খোঁচা দাড়িতে তার মুখ কদম ফুলের মতো দেখাচ্ছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কুঁড়েঘরের নিচু দরোজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে রণরঙ্গিনী মূর্তি ধরে সেই তিন নারী।

আমাদের গুরুজনেরা লাঠি হাতে তাদের পথ আটকে দাঁড়িয়ে আছেন সমুখে।

ওই নারীদের চিৎকার আমাদের এখনো কানে পশে।

'একটা মানুষ মরি গেইছে।'

'তোমরা চড়াও হয়া আসিলেন!'

'তোমরা কি অমর হয়া জন্ম নিছেন পৃথিবীতে?'

আমাদের এক গুরুজন বলেন, 'চোপ, মাগীর দল।'

কোমরে আঁচল পেঁচিয়ে তেড়ে আসে এক নারী।

'কাকে কন মাগীর গুষ্টি? হামার ঘরে তো ঘুরি ঘুরি আসেন। আসেন না?'

এই কথাটার অর্থ সেই বালক বয়সে আমরা বুঝে উঠি না বটে, কিন্তু গুরুজনদের ভেতর কাউকে কাউকে হঠাৎ চোখ নামিয়ে নিতে দেখে তৎক্ষণাৎ অনুভব করতে পারি, তাঁরা অকস্মাৎ দুর্বল বোধ করছেন।

গুরুজনদের ভেতরে সাহসহারা একটা ঢেউ আছাড় খায়।

নারীদের একজন তখন বলে, 'অপমান না করিবেন, এই কয়া দিলোম। হামরা তোমাক প্যাটে না ধরিলে জন্ম নিতেন কিসে?'

এ কথায় আমাদের গুরুজনদের একজন ক্ষিপ্ত হয়ে 'কি রে, শালীর শালী' বলেই পাশের জনের হাত থেকে লাঠি নিয়ে তেড়ে মারতে ওঠেন, 'এতবড় কথা? হামার জন্ম তোমার প্যাটোতে?'

খপ করে তার লাঠি ধরে ফেলে নারীটি। আমরা অবাক হয়ে যাই দেখে, যে, আমাদের সেই গুরুজনটির হাত থেকে কী অবলীলায় লাঠিটি কেড়ে নেয় সে। তারপর লাঠিখানা পাল্‌টা উঁচিয়ে ধরে নারীটি বলে, 'যান, ঘরে যায়া বেটিছাওয়ার আঞ্চল ধরি বসি থাকেন। তোমার সকল জানা আছে।'

গুরুজনটি হুংকার দিয়ে ওঠেন, 'পুলিশে খবর দেমো। পুলিশ আসিলো বলিয়া।'

তার উত্তরে 'পুলিশ হামার ইয়ার মইধ্যে' বলে হঠাৎ এক নারী হাঁটু পর্যন্ত তার শাড়ি খপ করে তুলে ধরে কোমর দোলাতে থাকে।

আমরা চঞ্চল হয়ে পড়ি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গুরুজনদের একজন লাঠি দিয়ে সেই নারীর নাভি লক্ষ করে জোর গুঁতো দিয়ে রৈ রৈ করে ওঠেন, 'আইজ মাগীর গুষ্টি নিপাত করিম। সরি যা, সরি যা সকলে।'

গতিক বড় সুবিধের মনে হয় না। নারীরাও উলু-উলু ধ্বনি করে ঝাঁপিয়ে পড়ে গুরুজনদের ওপর। বৈশাখের ঝড়ের মতো মাতামাতি শুরু হয়ে যায় মাঠের ওপর। এক নারী মাঠের ওপর গড়িয়ে পড়ে। আমাদের এক গুরুজনের তহবন্দ ঢিলে হয়ে পড়ে। আমরা চিৎকার করে উঠি।

সঙ্গে সঙ্গে নারীরা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। আমাদের গুরুজনেরাও রণে ভঙ্গ দেন। দু'পক্ষই আমাদের দিকে তাকিয়ে থাকে হতভম্ব হয়ে। নারীরা নিজেদের ভেতরে দ্রুত কি বলাবলি করে। গুরুজনেরা পিছিয়ে আসে রণস্থল থেকে। একজনের পা প্রায় সতীশের লাশের ওপর পড়ছিলো, লাফ দিয়ে তিনি সরে দাঁড়ান।

আমরা একটি আশ্চর্য কোমল কণ্ঠ শুনতে পাই।

'বাবা, তোমরা বাড়ি যান।'

এবং আরো এক নারী বলে ওঠে আরো কোমল কণ্ঠে, যেন আমাদের মায়ের স্বর ধরে, 'এ সকলের মধ্যে তোমরা না থাকেন, বাপগণ।'

'বাপ না বোলাইস হামার ছাওয়াকে, রে শালী।'

মিনতিকণ্ঠে তৃতীয় নারীটি তখন বলে, 'চ্যাংড়াপ্যাংড়ার সাক্ষাতে বুঝিয়া কথা কন গো।'

আশংকা করে উঠি গুরুজনেরা আমাদের এক্ষুনি এক ধমক দিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দেবেন। কিন্তু অবাক হয়ে দেখতে পাই, ধমক দিয়ে সরিয়ে দেবার বদলে অসহায়ের মতো তাঁরা একবার আমাদের ওপর চোখ বুলিয়ে আনেন মাত্র।

এক নারী তখন হাহাকার করে ওঠে, 'তোমরা এত নিদয়া কেনে?' সতীশের লাশের দিকে দেখিয়ে সে বলতে থাকে, 'এই যে একখান মানুষ তার কেহ নাই। মরি গেইছে। আর না ঘুরি আসিবে এ দুঃখের সংসারে। শিয়াল কুকুরে তার দেহ খাইবে? তাই তোমরা চান? মানুষের মতো তার চিতা কি হইবে না?'

'সে চিন্তা তোমার কেনে?'

'হামার, হামারে তো, বাবু। মানুষটা আসিতো যে, বসিতো যে, কত দিন হামার পাড়ায় তাঁই আসিতো বসিতো। সম্পক্ক তো আছে। হামরা না দেখিলে তাকে, দেখিবে কে, কন?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'হামরা কি মরি গেইছো? হামরা নাই? হামরাই দেখিতাম সতীশের শেষ কার্য, শ্মশানে নিতাম।'

এ কথা শুনে হঠাৎ খলখল করে হেসে ওঠে এক নারী। অচিরে তার সঙ্গে যোগ দেয় অপরজন, তারপর তৃতীয় জন। কেন তারা হেসে ওঠে? আমাদের গুরুজনদের কথায় এমন এভাবে হেসে উঠবার কারণ কি? এমন যে হাসি যেন জগতকে ঝনঝন করে ভাঙে।

তিন নারীর মিলিত সেই হাসি এখনো দুঃস্বপ্ন হয়ে আমাদের রাত্রিকে হানা দেয়।

আমাদের গুরুজনেরা আলুথালু হয়ে পড়েন।

আমাদের স্মরণ হয়, অতঃপর আমরা দেখেছি, নারী তিনটিকে সতীশের লাশের কাছে ধীরে এসে নত হতে। তারা সতীশের মুখখানি অনেকক্ষণ ধরে দ্যাখে। তারপর একজন মুখ তুলে বলে, 'আসেন না, বাবু, একবার শেষবার মানুষটার মুখ দেখি নেন।'

তাদের সে আমন্ত্রণ গুরুজনেরা গ্রহণ না করলেও আমরা একটু এগিয়ে যাই। দূর থেকে মাথা বাড়িয়ে সতীশকে আমরা দেখি। সত্যি কি সতীশ মরে গেছে? মনে হয় মরেনি। ঘুমিয়ে আছে। কতদিন আমরা ছুটির দিনে আচারের খোঁজে সতীশের কুঁড়েঘরে গেছি, দেখেছি সে মাদুরের ওপর পাহাড়ের মতো পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছে। আমরা তাকে এক ডাক দু'ডাক দিলেই জেগে উঠেছে সে। হাসিহাসি মুখ করে বলেছে, 'আচার! লেবেঞ্চুষ!'

এখনো বুঝি ডাক দিলেই জেগে উঠবে সতীশ। লেবেঞ্চুষের বোয়াম খুলতে খুলতে বলে উঠবে, বরাবর যেমন সে বলে, 'দশ পয়সায় চারটা। ফাউ হবে না কিন্তু।' কিন্তু সে ফাউ দেবে, হাত দুলিয়ে দেবো কি দেবো না অভিনয় করে, আরো একটা।

আমরা একটা ছায়ার পতন টের পাই। তাকিয়ে দেখি— সুখিয়া ধোবা। হাঁটু ঘেরা ধবধবে শাদা ধুতি পরা, মাথায় গোলাপি পাগড়ি, দেহটা উদোম। সতীশের লাশের ওপর একবার চোখ বুলিয়ে সে আমাদের গুরুজনদের দ্রুত কয়েকটা নমস্কার করে।

'তুই ব্যাটা কোত্থেকে?'

এ কথার কোনো উত্তর না দিয়ে সুখিয়া ধোবা নারীদের দিকে এগিয়ে যায়, এক গাল হেসে তাদের বলে, 'সতীশকো লে যাই হো। যেমন যেমন করতে সম্বাদ দিয়েছিলে, সব জোগাড় করে এসেছি। শমশান ঘাটে চিতা, কাঠ, সব তৈয়ার।'

www.BanglaBook.org

যেন এ একটি মৃত্যু নয়, খেলা মাত্র। যেন শ্মশান নয়, খেলাঘরের কথা সে বলছে। আমরা অবাক হয়ে যাই, যে শ্মশানের নামে আমাদের গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে, সেই শ্মশানের কথা এত হেসে হেসে তাকে উচ্চারণ করতে দেখে।

'আসুন, আর দেরী করবেন না, দিদি।'

'দিদি?' বাজ ফেটে পড়ে যেন। আমাদের এক গুরুজন হুংকার দিয়ে ওঠেন, 'দিদি বোলাও?'

যে রাগটা এই নারীদের ওপর ভালো করে প্রকাশ করতে পারেননি আমাদের গুরুজনেরা, ভালো করে লাঠিপেটা করতে পারেনি তাদের, সেই রাগ তাঁরা এখন সুখিয়ার ওপর ঝাড়েন।

লাঠি তুলে বলেন, 'এত্না বড় সাহস তোমার। চ্যাংড়াপ্যাংড়ার সামনে এই মাগীদের তুমি দিদি কও?'

একটুও হকচকিয়ে যায় না সুখিয়া ধোবা। বেশ ধীরেসুস্থে সে তার ঝকঝকে শাদা সব কটা দাঁত মেলে বিস্তৃত হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠে বলে, 'দিদি তো বটে, বাবু! হামার দিদি। হামি মানুষের ময়লা কাপড় পরিষ্কার করি। এরাও ভি ময়লা পরিষ্কার করে। সমাজের সব ময়লা নিজেরা যতন করে দু'হাতে তুলে নিয়ে লুকায়ে রেখে সমাজ পরিষ্কার রাখে। তাই হামার দিদি হলো যে!'

'চোপ, বেয়াদপ। শালার শালা মাগীর দালাল।'

সুখিয়া ধোবা আর্ত চেহারা করে বলে, 'গরীব গরীবের সাথে তবে রিশ্‌তা রাখবে নাই? বাচ্চাদের সামনে দিদিদের মাগী বলছেন, হামাকে দালাল বলছেন! ভাতের দুঃখ আপনারা বুঝলেন নাই? হাঁ, বড়মানুষ এই রকমই বটে গো!'

'এই শালা, মুখ সামলি কথা কইস।'

'মুখ কি সামালিব, বাবু? ঠিক কথা কইলে গোশা হন। এই দিদিরা না থাকিলে সমাজ চলে না, আবার এই দিদিরা যদি সমাজে বাহির হয় তখুন আপনাদের মাথায় খুন চাপ্যা যায়।'

২৭

অধরচন্দ্র মাস্টারের বাড়িতে হীরা অপেক্ষা করছিলো বিভূতিভূষণের। দুপুর গড়িয়ে যায়, এখন পর্যন্ত মিন্‌সের কোনো খবর নেই। সোনা রূপাকে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গুছিয়ে পাঠিয়েছিলো পিটার সাহেবের কাছে। দেরী দেখে এখন মনে হচ্ছে হীরার, বেশ্যাপল্লীর ঠিকেটা বোধহয় বাগাতে পারেনি সাহেবের কাছ থেকে, তার চেয়ে নিজে গেলেই ভালো হতো। ভালো করেই জানে সে, পুরুষকে ঘায়েল করতে হয় কোন অস্ত্রে।

সাত পাঁচ ভেবে বাড়ি থেকে বেরুবে, ঠিক এই সময় হাসতে হাসতে বিভূতিভূষণ এসে হাজির। আবার দ্যাখো না, ঢং করে বেল বাজানো হচ্ছে!

হীরাকে দেখেই বিভূতিভূষণ হেসে লুটোপুটি খায় আর বেল বাজায় আর বলে, 'এই যে আমার শিউলি ফুল, গন্ধরাজ, আমার কাঠালিচাঁপা।'

'আহ, বলবে তো, এত রগড় কিসের? ভর দুপুরে রস একেবারে উথলে পড়ছে!'

দম নিয়ে বিভূতিভূষণ সুস্থির হয়ে বলে, 'রস তো এবার তোতে আমাতে, হীরা। বড় বোনটাকে পিঠাসাহেব নিজের তরে রেখে দিয়েছে।'

'কাজটা তাহলে হয়েছে গো?'

বিভূতিভূষণ দু'হাত তুলে চোখ পাকিয়ে বলে, 'হবে না, মানে? তুই এখন মাসী। পায়ের ওপর পা দিয়ে গ্যাঁট হয়ে বসে থাক।'

কাজটা হয়েছে শুনে হীরার মুখে আর হাসি ধরে না।

বিভূতিভূষণ হীরার থুতনি নেড়ে বলে, 'এবার যদি তোর এখন দয়া হয়। মাইরি, হীরা, সেই সেদিনের তোকে এখনো ভুলিনি। কত দুঃখে যে তোকে পাড়ায় দিতে হয়েছিলো, এবার আর হাতছাড়া করছিনে।'

বলতে বলতে বিভূতিভূষণ হীরার হাত ধরে চুমো খায় খপ্ করে। মুখে যতই বলুক, হীরার অন্তরে বিভূতিভূষণের জন্যে বিষ। সে কি আর জানে না? সব জানে। যশোমল মাড়োয়ারির কেরানী বাদলবাবুই তাকে বলেছে, ইউনিয়ন বোর্ডের চাকরিটা পাবার জন্যে বিভূতিভূষণ তাকে সাহেবদের কাছে ভেট দিয়েছে।

কিন্তু চটিয়ে কাজ নেই। আগে পাড়া বসুক, তারপরে বিভূতিভূষণের বুকে নোড়া দিয়ে মশলা বাটবে হীরা।

বিভূতিভূষণের হাত আলগোছে ছাড়িয়ে নেয় হীরা। বলে, 'তার আর দুঃখ কি, ভূতিবাবু? আগে কাজটা গুছিয়ে নিই। বৌনির দুটো মেয়ে তো আমিই সন্ধান করে এনেছি। এবার তোমার গুণ দেখাও! সোলজার দাদারা এসে পড়লেন বলে। আজকালের মধ্যে অন্তত আরো গন্ডা দুই মেয়ে যে আমার চাই।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'চাই? এই কথা! তা এই বিভূতিভূষণ চক্কোত্তি রয়েছে কি করতে? সেই জোগাড়েই তো বেরিয়েছি। জোগার করতে কতবড় মাস্তান আমি সে তুই জানিসই। জানিস না?'

হীরার চিবুক ধরে নেড়ে দেয় বিভূতিভূষণ।

হীরা তাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে মনে করে বলে, 'নতুনকালে পুরনো কথা।'

'তোর এই নতুনও এককালে পুরনো হয়ে যাবে। তাই হয়। জগতের নিয়ম। তখন আবার এই বিভূতিভূষণ চক্কোত্তিকেই পায়ে ধরে সাধবি।'

ঝংকার দিয়ে ওঠে হীরা; দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কেত্তন গাইবে? না, জোগার দেখবে?'

হীরার মানিলীমূর্তি দেখে উবচে উঠে বিভূতিভূষণ বলে, তুই পায়ের ওপর পা তুলে বসে থাক। দু'গন্ডা কেন, প্রাণ, দুশো গন্ডা ছুঁড়ি আমি জাল টেনে তুলছি। খবর পেলাম মাঝিদের পাড়ায় অনেকগুলো ছুঁড়ি খাতায় নাম লেখাবার জন্যে হা পিত্যেশ করে চেয়ে আছে পথের দিকে। তাদের দরখাস্ত লেখার জন্যেই তো মাঝিপাড়ার দিকে রওনা হইচি।'

'হইচি! হইচি তো হাঁ করে ডাঁড়িয়ে আছো কেন? যাও।'

তাড়া খেয়ে বিভূতিভূষণ সাইকেলে উঠতেই হীরা পেছন ডেকে চোখ মটকে বলে, 'ভূতিবাবু, পাড়া জমিয়ে দাও, তারপরে তোমাতে আমাতে।'

'হাঁ হাঁ, এই যাচ্ছি' বলে বিভূতিভূষণ যেন সাইকেলে নয় পক্ষীরাজ ঘোড়ার পিঠে লাফ দিয়ে উঠে মাঝিপাড়ার দিকে উড়ে যায়।

এখন, অকস্মাৎ, মকবুলভাই ইস্টিশানের মিষ্টির দোকানে আমাদের আড্ডায় বসে, তেরোশ' পঞ্চাশের এই কাহিনীতে নতুন একটা বাঁক রচনা করেন। তিনি আমাদের এক প্রশ্ন করে বসেন।

'ওই যে সুখিয়া ধোবা কইলে যে, সমাজের সকল ময়লা যে ভাতের দাসী ওই নারীসকল নিজ অঙ্গে মাখে, পাড়ার ভিতরেই গোপন করি রাখে সেই ময়লা, বাহিরে সমাজ বড় চমৎকার পরিষ্কার দেখা যায়, সেই সমাজ কেন এত দিশাহারা হয়া যায় এ সকল নারীকে বাহিরে প্রকাশ্যে দেখিলে?'

আমাদের স্মরণ হয়, সেই আমাদের বালকবেলায় সতীশের লাশের সমুখে গুরুজনদের কী প্রচন্ড হম্বিতম্বি। তারপরে সুখিয়া ধোবার সেই সংলাপ। আমাদের গুরুজনেরা সে কথা শুনে রাগ করে উঠলেও সেদিন আর কোনো কথা জোগায়নি তাঁদের মুখে। 'আচ্ছা যা, শ্মশান ঘাট থেকি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ঘুরি আয়, তার বাদে তোর বিচার হইবে রে সুখিয়া' বলে তাঁরা বাড়ির দিকে ফিরে গিয়েছিলেন।

আমরা বালকেরা ভালো করে কিছু বুঝি না সুখিয়ার সেই কথাগুলো, কিন্তু গুরুজনদের মাথায় খুন চেপে উঠবার দৃশ্য তো চোখেই দেখেছি, আমরা বড় উদ্‌ভ্রান্ত বোধ করি।

মকবুলভাই বলেন, 'কেবল কি পাড়ার নারীসকল সমাজে আসিয়া দেখা দিলেই খুন চাপে মাথায়? আরো কত কারণ আছে। যেমন এই বছরদ্দির কথা ধর। বছরদ্দি যখন খবর পায় সোনা আর রূপা ভাতের অভাবে নাম লেখাইছে খাতায়, তখন সে কি করে? যখন সে শোনে, জলেশ্বরীর হীরা আসিয়া সোনা আর রূপাকে পাড়া বসাইবার উদ্যোগ করিছে, তখন কোন চিন্তা বছরদ্দির মাথায় চাপি আসে, কন তো তোমরা?'

২৮

বছরদ্দি রুদ্রমূর্তি নিয়ে অধরচন্দ্র মাস্টারের বাড়িতে আসে। উঠোনে দাঁড়িয়ে হাঁক পাড়ে সে মহিষের মতো।

'হীরা! হীরা!!'

হীরা তখন বাড়ির পেছনে কুলগাছটায় কুল খুঁজছিলো। একটাও কুল নেই গাছে। কবেই কুল কাঁচা পাকা কুঁড়ি সব অনাহারী সোনা আর রূপা খুঁটে খুঁটে খেয়েছে।

হাঁক পাড়তে পাড়তে বছরদ্দি সারা বাড়ি ঘুরে এসে কুল গাছের নিচে হীরাকে দেখেই চিৎকার করে ওঠে, 'হীরা! এ সকল কি?'

এই লোকটি একেবারে অজানা নয় হীরার। বুড়ির চরে যখন সে ছিলো বছরদ্দি তখন পাটের গাঁট বইতো জলেশ্বরী ইস্টিশানে। সেকালে হীরার সঙ্গে তার পরিচয় হবার কথা নয়। তবে, হীরা যখন পাড়া আলো করে বসেছে, আর আসামে নতুন পয়সা হয়েছে বছরদ্দির, তখন সে তাকে পাড়ায় আসতে দেখেছে। একবার তো পয়সার গরমে বছরদ্দির নোলা সকসক করে ওঠে সোলজারদের এক নম্বর পছন্দ হীরার ঘরে আসবার জন্যে। হীরার তখন দম ফেলবার ফুরসত নেই, গোরাদের মান পেয়ে বাঙালিদের জন্যে তার টাইম নেই। অনেক টাকা কবুল করেছিলো তখন বছরদ্দি। তারপর ঘরে এসে হীরার কাছে ধরা পড়ে যায় লোকটা। শরীর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ভাঙা! খিলখিল করে হেসে উঠতেই সেই যে লজ্জা পেয়ে পালিয়েছিলো বছরদ্দি, তারপরে এই আবার দেখা।

সেদিন লোকটা মাথা নিচু করে পালিয়েছিলো, আজ চোখ গরম করে সমুখে দাঁড়াতেই হীরা তেড়ে ওঠে, 'মোষের মতো ডাক ভাঙছেন যে! ইংরেজের ঠিকেদারি করে আপনিও ইংরেজ হলেন নাকি? রক্তবর্ণ চোখ?'

বছরদ্দি হুংকার দিয়ে ওঠে, 'চক্ষের রক্তবন্ন এলায় কি দেখিছিস, মাগী।'

লোকটা এত ক্ষেপে উঠেছে কেন, ঠাহর করতে পারে না হীরা।

পিচ করে থুতু ছিটিয়ে হীরা তার মর্মে গিয়ে ঘা দেয়। বলে, 'গালি দিও না, ঠিকেদার। গালি যাকে দিচ্ছ, তার পাড়াতেই তো ঘুরে ঘুরে যাও। যাও কিনা? তাও যদি একবারও পুরুষ বলে ঠাওর হতো। থুক!'

নিজের শারীরিক অক্ষমতার ইংগিতে জ্ঞান হারিয়ে বছরদ্দি চিৎকার করে ওঠে, 'চোপ!!'

হীরা এখনো বুঝতে পারছে না, বিষয়টা কি। বুঝুক না বুঝুক, তার ওপরে চোখ রাঙিয়ে যাবে, এত বড় কথা! গোরা সোলজারদের মক্ষিরাণী সে! সেও পাল্‌টা ধমক দিয়ে ওঠে, 'এত চোখ রাঙাচ্ছো কেন? কি, হয়েছে কি? তোমার কোন পাকা ধানে মই দিয়েছি আমি?'

'মাস্টারের বড় বেটি সোনা। কেমনে সে গেইল ওই সাহেবের ঘরে?'

ও, এই কথা! হীরা তবু ঠাহর করতে পারে না, এতে বছরদ্দির এত রাগের কারণ কি? ব্যাপারটা বড় গোলমেলে মনে হচ্ছে। নাকি, লোকটা নিজেই সোনাকে চায়? ওরে আমার নাগর রে! চাইলেই হলো? পিটার সাহেবকে খুশি রাখার চেয়ে বড় হলো তোর খাঁই?

কিন্তু বছরদ্দি এখন বড় মানুষ, ইংরেজের কন্ট্রাক্টর, বিশেষ তার ঘরেই এখন পিটার সাহেব অতিথি হয়ে আছে, তাকেও চটানো সুবুদ্ধির কথা নয়।

হীরা তখন কথাটা এড়িয়ে যাবার জন্য বলে, 'আ, কানা! কি দেখতে কি দেখেছে।'

বিশদ করে বছরদ্দি তখন বলে, 'নিজ চক্ষে দেখি আসিলোম, হীরা। বাংলাঘরে পিটার সাহেবের থাকিবার স্থান করি দিছোঁ। দুফরে খাওয়ার পরে বাবু কইলে যে এলায় তার কাছে যাও। ছাউনির কামটার কথা পাড়েন। ডাক দিতে যায়া দ্যাখোঁ, দরোজা ভিতর থেকি খিল বন্ধ, ডাকিলেও সাড়া না দেয়, চুপকি দিয়া দ্যাখোঁ তার বাদে— স্বামীর মতন তাঁই, সোনা তার ইস্তিরি য্যান।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এ খবর তো হীরা আগেই পেয়েছে বিভূতিভূষণের কাছে। সে মিটমিট করে হাসে আর শরীর দোলাতে থাকে।

বছরদ্দি হঠাৎ আর্তস্বরে বলে, 'সোনাকে এমন বুদ্ধি কাঁই দিল, তুই না দিলে রে?'

হীরা সরু চোখ করে বছরদ্দির দিকে তাকায়। লোকটা এই তেড়ে এসেছিলো, হঠাৎ কি হলো? হঠাৎ একেবারে জল হয়ে গেলো। কেন?

হীরা মুখ ঘুরিয়ে বলে, 'আ মুখপোড়া। আমি তাকে গভ্ভে ধরিচি?'

অনুনয়ে ভেঙে পড়ে বছরদ্দি। 'তোরে কথায়। তোরে এ কাজ, হীরা? আর কারো নয়।' হাহাকার করে ওঠে বছরদ্দি, 'আচ্চয্য হয়া গেনু মুঁই। গেরামের বেটি তার নিজগ্রামে আইজ বেশ্যা হয়া বসিয়াছে।'

এ বড় নতুন কথা দেখছি! হীরা বলে, 'নিজ গ্রামে বসেছে বলে তড়পাচ্ছ, ঠিকেদার? টাউনে গিয়ে বসলে, সেই তুমিই তার ঘরে যেতে?'

'চোপ। জিহ্বা ছিঁড়িয়া ফেলাবো। সম্মান বলিয়া কথা। ইজ্জতের কথা। আইজ হামাক সবায় জানে বড়মানুষ। গেরামের সকল মানুষ আইজ চায়া থাকে মোর মুখের পানে, তারা দেওয়ানি বলি মোকে মানে। হামার কি কত্তব্য নাই? গেরামের ইজ্জত হয় হামারে ইজ্জত। তুই সেই ইজ্জত নষ্ট করিবার তাল তুলিছিস। গেরামের বেটি তুই, তোরে আপনে এই গেরামের সমাজের ইজ্জত বলিয়া তোর ভুরুক্ষেপ নাই? নিজগ্রামে নিজ বেটি নিয়া পাড়া? হামারে বুকের পরে? এত বড় সাহস রে তোর?'

হা হা করে হেসে ওঠেন মকবুলভাই।

'একবার তবে বুঝিয়া দ্যাখ তোরা। নিজগ্রামের নারী ভাতের দুঃখে নিজগ্রামে পাড়ায় বসিলে সমাজের সম্মান চলি যায়, সমাজের যে বড় মানুষ তার মাথায় পড়ে বাজ। হীরা তো সত্যই বলিচ্ছে রে, নিজগ্রামের নারী টাউনে যায়া বসিলে গ্রামের সমাজ মোটে চিল্লি উঠিতো না, সমাজের বড় মানুষেরা তারে ঘরে রাইতে রাইতে যাইতো। তবে শোন, নতুন পয়সা হইছে, নিজেকে সে এখন বড়মানুষ বলি ভাবে, সমাজের মাথা মনে করে নিজেকে সে, সে এখন গ্রামের সম্মান চলি যায় দেখি অন্ধ হয়া পড়ে। গলা টিপি ধরে সে হীরার।'

আমরা এখন তেরোশ' পঞ্চাশের আকালের কালে বুড়ির চরে নিজেদের দেখতে পাই।

আমরা অধরচন্দ্র মাস্টারের পেছন বাড়িতে কুলগাছের কাছে দাঁড়াই।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বাঘের মতো লাফ দিয়ে হীরার গলা টিপে ধরে বছরদ্দি। জলেশ্বরী ইস্টিশানে পাটের গাঁট বইতে বইতে, আসামে মাটি কাটতে কাটতে হাত তার লোহার মতো শক্ত হয়ে গেছে। এখন সে বড়মানুষ হয়ে পড়লেও হাতে তার এখনো সেই চন্ড শক্তি। হীরা তাকে ছাড়াতে পারে না। চোখ তার ঠিকরে আসে। যন্ত্রণায় সে ছটফট করতে থাকে।

'তোরে একদিন কি হামারে একদিন আইজ। সমাজের ইজ্জতের কথা।' বলে বছরদ্দি হীরার গলায় চাপের পর চাপ দিতে থাকে।

আসাম আর বুড়ির চর এক হয়ে যায়। আসামে সেই জংগল। জংগলের ভেতর দিয়ে পাহাড়ী পথ। সর্দারের গলায় তার হাত। বুড়ির চরে কুল গাছ। চৈত্রের অপরাহ্নেও সূর্য বড় প্রখর। তবু যেন আসামের রাতের মতো হঠাৎ এখন অন্ধকার। হীরার গলায় তার হাত।

হীরার গলা থেকে ঘড়ঘড় শব্দ ওঠে। কোনোমতে সে চিৎকার করে ওঠে, 'কে কোথায় আছো গো? বাঁচাও। খুন, খুন।'

'আইজ খুনই করিবো। তোকে খুন করিলেও কিছু না হইবে মোর। পাঁচসিকা যাইবে কেবল। শুনি রাখ, লোকে কিবা কয়? বেশ্যা খুন করিলেও জেল নাই, ফাঁসী নাই। জরিমানা মোটে পাঁচসিকা।'

মকবুলভাই বলে ওঠেন, 'পাঁচসিকা? কইলে কি বছরদ্দি? তোদের কি স্মরণ হয়, চ্যাংড়াকালে আমরা খেলিতাম, ছড়া কাটিতাম? ধর চিকা মার চিকা চিকা দাম পাঁচসিকা। তবে এই পাঁচসিকা সেই পাঁচসিকা? বেশ্যা যে ভাতের জন্যে, ভাতের সে দাসী, সেই দাসী নারীর জীবন তবে চিকার সমান?'

'খুন! খুন!!'

হীরা আবার চিৎকার দিয়ে উঠতেই হুঁশ হয় বছরদ্দির। না, না! এতো আসাম নয়, এ হচ্ছে বুড়ির চর। সর্দার নয়, এ হচ্ছে হীরা। তার হাতের সাঁড়াশী শিথিল হয়ে আসে। ফ্যালফ্যাল করে সে হীরার দিকে তাকিয়ে থাকে। সেই অবসরে হীরা নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ছুট দেয়।

অবসন্ন হয়ে কুল গাছের নিচে ধপ করে বসে পড়ে বছরদ্দি। মাথা ঘুরতে থাকে তার। হীরা তো গ্রামের সম্মান পচা পাগাড়ে টেনে নামিয়েছে সোনা আর রূপাকে খাতায় নাম লিখিয়ে গ্রামেই তাদের বসিয়ে দিয়ে; এর একটা বিহিত করা চাইই চাই।

কিন্তু সে রোষ ঠেলে সমুখে চলে আসে তার ভয়!

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কেউ জানে না, কি করে হঠাৎ তার টাকা হলো। কেউ বলতে পারবে না, সর্দারকে সে খুন করেছে। লাশটা সে ঠেলে ফেলে দিয়েছিলো পাহাড়ের ওপর থেকে। নিশ্চয় রাতে কোনো জন্তু খেয়ে নিয়েছে।

কিন্তু এ কথা যদি প্রকাশ হয়ে পড়ে একদিন? তবে ফাঁসী, নিশ্চয় ফাঁসী। সর্দার তো নারী নয়, বেশ্যা নয়, যে, তার খুনের শাস্তি কেবল পাঁচসিকা জরিমানা!

২৯

বাড়ির ভেতরে পা রাখতেই আমাদের মা খালাদের মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন যিনি, বয়সের গাছপাথর নেই যাঁর, চুল শনের নুটির মতো, দাঁত ফোক্‌লা, পিঠ নুজ, তিনি বসে ছিলেন দাওয়ায়, আমাদের গুরুজন পুরুষেরা উঠোনে এসে দাঁড়াতেই তিনি খলখল করে হেসে ওঠেন।

'কি! হইলে কি তোমার? জব্দ হয়া ফিরি আইসলেন?'

বুড়ির সেই খোঁচা খেয়েও তাঁরা কিছু বলেন না। মাথা নিচু করে দাওয়ায় জলচৌকির ওপর বসে পড়েন সকলে।

'মুখে তোমার রাও নাই?'

গুরুজনদের একজন চোখ পাকিয়ে নীরবে বুড়ির দিকে তাকান।

বুড়ি আবার হেসে ওঠেন খলখল করে।

'বেটিছাওয়ার মতো বসি আছেন যে!'

গুরুজনদের কেউ কেউ গোসলের জন্যে পেছন বাড়িতে কুয়োর পাড়ে চলে যান, কেউ কেউ গোলাঘরের দিকে যান, কেউ বা বাজারের পথে বেরিয়ে যান।

পুরুষেরা এখন উধাও।

আমাদের মা খালারা একে একে ঘনিয়ে আসেন। তাঁরা বুড়ির কাছে এসে দাওয়ার বাঁশের খুঁটি ধরে দাঁড়িয়ে থাকেন ছবির মতো।

বুড়ি আপনমনেই বিড়বিড় করে বলে চলেন, 'পাড়ায় কি ঘরে, নারী নারীই হয়। নারীর গভ্‌ভে জন্ম ন্যান, সেই নারীর মাথায় লাঠি ধরেন তোমরা!'

ছায়ার মতো ইদ্রিসচাচা আসেন। এসে খানিকক্ষণ বুড়ির কথা শোনেন কান পেতে। মা খালাদের দিকে তাকিয়ে আবছা একটু হাসেন। আমরা বিস্মিত হয়ে লক্ষ করি, সেই নীরব হাসিটি যেন এক নারীর, যেন তিনি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নিজেই নারী হয়ে যান। তারপর নারীদের ভীড়ে তিনি আরো এক নারীর মতো ছবির মতো বসে থাকেন দাওয়ায়।

আমাদের বালকদের কাছে সবচেয়ে প্রিয় এই ইদ্রিসচাচা বাড়ির সকল পুরুষের ভেতরে একমাত্র জন যাঁর কোনো নির্দিষ্ট পেশা বা কাজ নেই। তাঁর নিজের কোনো ঘরও নেই। রাত হলে যখন যেখানে পারেন শুয়ে পড়েন। ভোরে সকলের আগে ওঠেন। সকলের আগে গোসলটি সেরে, নিখুঁত পাট পাট সিঁথি করে, পরিষ্কার করে ধোয়া হাফ শার্টটি পড়ে তিনি রান্নাঘরে এসে রাতের বাসিভাতটাত নিজেই বেড়ে নিয়ে খান। তারপর তিনি তৈরী। যেদিন যে ভাইয়ের কোনো ফরমাশ থাকে, খাটেন তিনি। আজ সতীশের হুজুগে কেউ তাঁকে কোনো কাজ দেননি।

ইদ্রিসচাচা হঠাৎ নীরবতা ভঙ্গ করে বলেন, 'মুঁই সব ঘুরিফিরি দেখি আসনু।'

মা খালারা ঘন হয়ে তাকান তাঁর দিকে।

'সুখিয়া ধোবা আর তার ব্যাটা মিলিয়া সতীশকে কান্ধে করি রওনা হইছে শ্মশান ঘাটে। পাছে পাছে তিন বেটি ছাওয়া। টাকার তো সতী কিম্বা অসতী নাই। সমুদয় খরচ তারাই দিছে। চিন্তা করিয়া না মুঁই কুল পাঁও। হামার ভাত মিটিলেও ভুখ মেটে না হামার, এমন জানোয়ার হামরা। আর ওই বেটিছাওয়াগুলার কথা ভাবি দ্যাখেন গো, ভাতের দাসী তারা ভাতের জন্যে ইজ্জত দিয়াও জানোয়ার হয়া যায় নাই। মানুষের কথা ভুলি যায় নাই।'

বুড়ির বিড়বিড় শোনা যায়। 'জননী যে নারী। নারীর গভ্ভে জন্ম হয় জগতের।'

'আর দ্যাখো হামার ব্যবহার। ভাইজানদের কত বড় অত্যাচার কথা। কত মুখ খারাপ করিলে। ফির লাঠি ধরি মাইরতে গেলে তারা।' ইদ্রিসচাচা খেদযুক্ত কণ্ঠে বলে চলেন, 'তারা তো ভাল কাজেই আইসছে। সতীশকে দাহ কইরতো কাঁই? খুব যে ডম্ফাই করি ভাইজানেরা কইলে, সতীশের শেষকার্য হামরা করিতোম! সতীশতে কবে হামরা মানুষ বলিয়া গ্রাহ্য করিছি কন? শিয়াল কুত্তায় না খাইতো তার লাশ। বেটিছাওয়ারা যে আইসছে তার চিতার বন্দোবস্ত কইরতে, সে বড় সওয়াবের কাম নিয়া আইসছে। তারা ভিন্ন সতীশকে মানুষ বলিয়া কেউ কোনোকালে মনে করে নাই।'

www.BanglaBook.org

ঠিক এই সময়ে আমাদের গুরুজনদের একজন গোসল সেরে গামছা চিপতে চিপতে উঠোনে আসছিলেন, ইদ্রিস চাচার কথা শুনে তিনি থমকে দাঁড়ান।

'কি কইলি রে তুই, হারামী?'

ইদ্রিসচাচাকে আমরা কখনো তাঁকে ভাইদের শত তিরস্কারেও প্রতিবাদ করতে দেখিনি। কিন্তু আজ আমরা এই প্রথম দেখি, যে, তিনি উঠে দাঁড়ালেন সটান হয়ে, মুখের ওপর বলে বসলেন, 'মুঁই যদি হারামী তবে তোমরা কি হন?'

স্তম্ভিত হয়ে যান গুরুজনটি। অচিরে তিনি হাত তুলে ইদ্রিসচাচাকে মারবার জন্যে তেড়ে আসতেই বুড়ি চিৎকার করে ওঠেন, 'তোমরাও তবে হারামী।'

'হামার মাও কি তবে বেশ্যা? এই কথা কন?'

ইদ্রিসচাচা বলেন; 'মিছাও মাথা গরম করেন, ভাইজান। গোসল করিয়াও তোমার মাথা ঠান্ডা হয় নাই। ঘরে যান।'

বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে গুরুজনটি তখন ফোঁস করে ওঠেন।

'হারামী শালা তোকে আইজ মারিয়া কাটিয়া মুঁই নদীতে ভাসাইম্।' ইদ্রিসচাচার সমুখে এসে চন্ড ক্রোধে নাচতে নাচতে হাত ঘুরিয়ে বলতে থাকেন, 'বেশ্যারে দলে তুই, ইদ্রিস। এতকাল বিয়া করিস নাই, কত বিয়া ঠিক করনু, রাজী হইস নাই। বেশ্যারে ঘরে যাইস তুই। গোপনে গোপনে। তারে জন্যে সতীশের জন্যে তোর এতখান দরদ উথলি উইঠছে আজ। সতীশ যে রোজ রাইতে পাড়ায় যাইতো।'

আমরা বালকেরা এই কুরুক্ষেত্র থেকে পালিয়ে বাঁচি।

৩০

মাঝিপাড়া ঘুরে বিভূতিভূষণ মাস্টারের বাড়িতে এসে হীরাকে খুঁজে পায় না। উঠোনে দাঁড়িয়ে সে ভাবছিলো, গেলো কোথায়? হঠাৎ পেছন বাড়ি থেকে মানুষের সাড়া পেয়ে তাকিয়ে দেখে বছরদ্দিকে।

'আরে আপনি! হীরা কই? হীরা? এখানে হীরা ছিল না?'

বিভূতিভূষণকে দেখেই বছরদ্দির মাথা পরিষ্কার হয়ে যায়। হীরার পেছনে এই লোকটির মতলব নিশ্চয় আছে। পয়সার বড় খাঁই লোকটার।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ছাউনির কাজে তার কাছ থেকে পয়সা তো খাচ্ছেই, পাড়া বসিয়ে হীরার কাছ থেকেও মাল বানাবার তালে আছে নিশ্চয়।

বছরদ্দি ছমছমে গলায় বলে, 'হীরা কেনে, ভূতিবাবু? এ ঠাঁই সোনা ছিলো, রূপাও তো ছিলো।'

নিমেষে বুঝে যায় সব বিভূতিভূষণ। হেঁ হেঁ করে হেসে বলে, 'সবই তাহলে জানেন? যুদ্ধের এই বাজারে চোখ কান খোলা রেখেছেন বলেই না আজ এত উন্নতি করেছেন। হেঁ হেঁ।—সোনাকে তো পিঠাসাহেব খুব পছন্দ করে ফেলেছে। বৌনির মালটাই বেছে নিয়েছে, কি বলেন?'

বছরদ্দিকে তবু তার দিকে নির্নিমেষ তাকিয়ে থাকতে দেখে বিভূতিভূষণ একটু ঘাবড়ে যায়।

আবার খানিক হেঁ হেঁ করে হেসে ভাব জমাবার জন্যে বলে, 'ইয়ে, মাঝিপাড়ায় গিয়েছিলাম, গিয়ে দেখলাম সব উড়ো খবর ছিল। মরদগুলো দাওয়ায় পড়ে পড়ে ধুঁকছে, আর বৌঝিগুলো গলায় দড়ি—ঝুলছে। উহ, কেন যে মেয়েগুলো নিজের ইজ্জতটাকে এত বড় করে দ্যাখে, মশাই।'

এতক্ষণে বছরদ্দির সাড়া পাওয়া যায়।

'তার আগে হামার ইজ্জতের কথা কন, ভূতিবাবু, হামার ইজ্জত।'

'আপনার ইজ্জত? দূর, আপনি মেয়েমানুষ নাকি?'

'তামাশার কথা নয়। ভূতিবাবু, হামারে নিজের লোক হন আপনারা। এই যে ছাউনির কাম হামাকে দিবেন, তারে জন্যে আপনাকে সাধ্যমতো খুশি মুঁই করি নাই?'

'আরে, আরে, এ সব কথা প্রকাশ্যে কেন বলছেন? মাথা খারাপ নাকি?'

'মাথাটা খারাপে মোর হয়া গেইছে। মোর ইজ্জত বাঁচান। গেরামের ইজ্জত, বাবু। হামার গেরামে তোমরা পাড়া না বসান।'

এ আবদার শুনে বিভূতিভূষণ তেলেবেগুনে জ্বলে উঠে বলে, 'পাড়া না বসালে সোলজার ঠেকাবে কে? আপনি? ওপর থেকে অর্ডার আছে। আপনি বাধা দিলে আপনার কন্ট্রাক্ট তো যাবেই, ইংরেজের রাজত্বেই বাস করতে পারেন কিনা সন্দেহ। আর জানেন তো, ইংরেজের রাজত্বে, বৃটিশ সাম্রাজ্যে সূর্য কখনো অস্ত যায় না। পালাবেন কোথায়?'

কন্ট্রাক্ট হাত ছাড়া হবার ভয়ে বছরদ্দি দিশেহারা হয়ে পড়ে। পাগলের মতো সে বিভূতিভূষণের দু'হাত চেপে ধরে বলে, 'কি কইতে কোন কথা কয়া ফেলিলোম, বাবু। মাথাটা খারাপে হয়া গেছে মোর। কন্ট্রাক্ট থাকিবে,

www.BanglaBook.org

আর পাড়াও বসিবে। বসান পাড়া। খালি নিজ গেরামের বেটি ছাড়া যত ইচ্ছা বেটি আনি বসান না, ভূতিবাবু।'

'এই তো নজর ফুটেছে দেখছি।'

বছরদ্দি হাত ছাড়ে না বিভূতিভূষণের। হাত শক্ত করে ধরে রেখে সে বলেই চলে, 'বেটির কি অভাব আছে, বাবু? দরকার হইলে বেটি মুঁই নিজে আনি দেমো। কত চান? কয় গন্ডা চান বেটি? মান্দারবাড়ি, রাজারহাট, বল্লার চর, সমুদয় সব জাগা হতে বেটি আনি দেমো। দয়া ধম্ম করি আর ইজ্জতের কথা লক্ষ্য করি, কেবল হামার এ বুড়ির চরের ওই সোনা আর রূপার নাম কাটি দ্যান, দ্যান গো কাটিয়া।'

বিভূতিভূষণ খর মানুষ। বছরদ্দি যখন নিজে মেয়ে জোগাড় করে দেবে বলছে, তখন আর চিন্তা কি? দ্যাখো না, এক দিনের মধ্যেই ঝেঁটিয়ে মেয়ে এনে ভরে তুলবে পাড়া।

লোকটাকে খুশি রাখা দরকার। বিভূতিভূষণ বলে, 'হুঁম, তা রূপার নাম কাটা খুব শক্ত হবে না, কিন্তু সোনাকে যে পিঠাসাহেব ছাড়বে না। ভারী পছন্দ হয়েছে কিনা। কি করা যায়? হাঁ, হয়েছে। বিলিতি মেমের পোশাক পরিয়ে দেবো সোনাকে। মুখে একটু রং টং দেবে, চুল কেটে বব্ করবে। নিজ গ্রামের মেয়ে বলে আর চিনতেই পারবেন না। এখানেই থাকবে, কিন্তু কোন শালার সাধ্য যে ঠাওর পায়।'

বছরদ্দি খুশি হয়ে বলে, 'ব্যাস, ব্যাস, উয়াতে হইবে। বাঁচাইলেন, বাবু। ইজ্জত বাঁচিলো।—আর রূপা, রূপার কি করিবেন?'

'সেও এক কথা।' হঠাৎ বুদ্ধি আসে বিভূতিভূষণের মাথায়। বছরদ্দির নাভিতে আলতো খোঁচা মেরে সে বলে, 'এক কাজ করুন। আপনি তাকে নিকে করুন। আপনাদের মধ্যে তো চলে। চার বিবি। আর আপনার তো বিবিই নেই।'

নিকের কথা শুনে মনটা চনমন করে ওঠে বছরদ্দির। কিন্তু বিবির কথায় ঠেকনো দিয়ে বলে, 'হাঁ, বাবু। বহুকাল আগেই সে কবরে গেইছে।'

'তবে আর অসুবিধে কি? নিকে করে ফেলুন। পেটের জ্বালায় নাম লিখিয়েছিল, নামও কাটা যাবে, আপনারও ইজ্জত অক্ষুণ্ন থাকবে, লাভের লাভ ডবকা একটা ছুঁড়ি পাবেন।'

হঠাৎ বিভূতিভূষণের চোখে পড়ে বছরদ্দির মুখখানা কেমন মলিন হয়ে এলো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বছরদ্দি মাথা নাড়ে ম্লানমুখে।

'কি দোনোমোনো করছেন কেন? এর চেয়ে ভালো বুদ্ধি আর আমার কাছে নেই।'

বছরদ্দি তবু মাথা নেড়ে চলে।

'আরে যান না! নিকের জোগাড় করুন গে।'

বছরদ্দি দুম করে পেটের কথাটা বলে বসে, 'উত্থান যে হয় না।'

হাঁ হয়ে যায় বিভূতিভূষণ।

'উত্থান হয় না?'

'আসাম থাকিবার কালে কামরূপে কামাখ্যার কত টোটকা, দাওয়াই করিনু, কিচ্ছুই হইলো না, বাবু। নিকার কথা কি কন?'

মুখ উজ্জ্বল করে বিভূতিভূষণ বলে, 'ওহ্, বুঝিচি, বুঝিচি। ও কিছু নয়। আমার এক কাকা ছিলেন কবিরাজ। সাক্ষাত ধন্বন্তরী। তাঁর একটা দাবাই বাৎলে দিই আপনাকে। ম্যাজিকের মতো কাজ হবে। দাবাইটা হচ্ছে বিয়ে, আপনারা যাকে নিকে বলেন। জানবেন, অক্ষত যুবতী সঙ্গে বৃদ্ধও যৌবন পায়।'

বছরদ্দির মুখও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

'পায়?'

'পরীক্ষিত।'

'তবে নিকা করিবার কন?'

মকবুলভাই আমাদের বলেন, 'কথাটা খেয়াল করি দ্যাখ। খাতায় নাম লেখিয়া নিজগ্রামে পাড়ায় বসিচ্ছে বলি ইজ্জতের কত চিন্তা। সেই চিন্তা তলেয়া গেলো রূপাকে নিকা করিবার কথা শুনিয়াই। এই হইলো পুরুষ। নারীর জইন্যে পাগল। নারীর জইন্যে কি? নাকি তার শরীলের জইন্যে রে?'

আমরা লজ্জিত হয়ে পড়ি মকবুলভাইয়ের এ কথা শুনে। চোখ ফিরিয়ে নিই আলুথালু হয়ে।

মকবুলভাই বলেন, 'আরে, এলা তো আর চ্যাংড়া নও তোমরা। শরমের কি আছে? ওই যে তোমার মুরুব্বি সকল, সতীশের ঘরে পাড়ার বেটিছাওয়া দেখিয়া লাঠি ধরি ছুটিয়া গেছে, লাঠি মারি ভদ্দরলোকের মহল্লা হতে তাদের তাড়াইবে, মহল্লার সম্মান সুনাম রক্ষা করিবে, সেই তারাও যদি পারিলে হয়, প্রস্তাব হইলে হয়, ওই বেটিছাওয়ার সাথে শুইলে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হয়। তখন কোনো সুনাম বা সম্মানের চিন্তা না তাদের মাথায় থাকিতো। হামলিয়া তারা ওই বেটিছাওয়া ভোগ করিতো রে।'

৩১

কানাট্যাংড়াকে আমরা দেখিনি। আমাদের জন্মের আগেই পাকিস্তানী সৈন্যদের হাতে তার মৃত্যু হয়। একাত্তরে আমরা তখনও মাতৃগর্ভে; কবি যেমন বলেছেন, আমরা তখনো আছি আমাদের জননীর ইচ্ছার ভেতরে।

কেউ কেউ বলে, না, সে মরেনি। তাকে নাকি দেখা যায় আজো কোনো কোনো রাতে, মাজারের সিঁড়ির কাছে, প্রাচীন বৃক্ষটির কোটর-কোলে তার আসনটিতে। সে আসন এখন আর নেই, এখন সেখানে হু হু করে শূন্যতা। এ বড় দুঃসময়। এ বড় কঠিনকাল। গণতন্ত্রের ছদ্মবেশে এখন আবার স্বৈরশাসন। কিন্তু স্বপ্নের তো কোনো ছদ্মবেশ নেই। রাষ্ট্রস্বপ্ন এখন রাজপথে জনতার মরণপণ সংগ্রামের পুরোভাগে। আবার নৌকোর মিছিল এখন আমাদের ডাঙায়। আবার সেই জলযান আমাদের ডাকছে।

'ভাতের তো দুঃখ আছে রে। এই ভাতের কারণে সোনা রূপা ভাতের দাসী হয়। তারাই কি কেবল দাসী? সতীশের লাশ যে চিতায় নিয়া গেলো সেই তারাই কি ভাতের দাসী, আর কেউ নয়? পাড়ায় কি ঘরে, নারীরা তো ভাতেরে দাসী। নিজবাড়ি নিজ নিজ জননীর কথা ভাবি দ্যাখ। সকাল বেলা সূয্য উঠিলো, নিশিরাইতে প্যাঁচা ডাকিলো, সংসার সন্তান স্বামী কিসে খাইবে কিসেবা আরামে থাকিবে, নারীর বিশ্রাম নাই, দাসী হয়া খাটে তার খাটে। তবু মারি লাত্থি কত, দাসীর বেতন দেই তলাপোড়া ভাতে। কিন্তু এই ভাত কোনো শেষকথা নয়। মানুষ তো জানোয়ার নয়। আরো কথা আছে।'

এবার তো আমাদের বলতে হচ্ছে কেবল গণতন্ত্রের কথা নয়, আরো গভীর কথা, মানুষের ভেতরে মানুষের কথা। কেবল গণতন্ত্রের কথায় রাষ্ট্রস্বপ্ন আমাদের ছাপ্পান্ন হাজার বর্গ মাইলে পুষ্পের মতো ফুটে উঠবে না। তার ক্ষেত্র তৈরী করতে হবে, মানুষকে তৈরী করে নিতে হবে তার সকল মানবিকতা, ইতিহাসবোধ আর মূল্যবোধ নিয়ে।

সেই মানুষ তৈরীর বাইরে নয় নারীর প্রতি আমাদের ব্যবহার বিশ্লেষণ।

দিনাজপুরের বাতাসে ইয়াসমিনের ক্রন্দন ভাসে।

সিলেটের বাতাসে নূরজাহান।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রিমির ক্রন্দন আছাড় খায় সড়কে সড়কে।

মকবুলভাইয়ের চোখ বেয়ে ঝরঝর করে পানি পড়ে। আমাদের চেয়ে বয়সে তিনি অনেক বড়, আমাদের সমুখেই তিনি শিশুর মতো কেঁদে ওঠেন। তাঁর মুখ বুক ভেসে যায়। আমরা নীরব হয়ে বসে থাকি। আমাদের ভেতরেও অশ্রুর বাষ্প দলা পাকিয়ে ওঠে। আমাদেরও চোখ দিয়ে এক সময় ঝরঝর করে পানি পড়তে থাকে।

কিন্তু আমাদের সব অশ্রু শুকিয়ে যায় চোখে পলকে যখন আমরা মকবুলভাইকে বলতে শুনি, 'মিছাও তোমরা বলেন এই দ্যাশ হামার মা— এই দ্যাশের জইন্যে যুদ্ধ করেন, এই মাটি হামার মা—এই মাটির জইন্যে তোমরা বলেন, এই দ্যাশ হামার মা,— এই দ্যাশের জইন্যে যুদ্ধ করেন, এই মাটি হামার মা— এই মাটির জইন্যে জীবন দ্যান, হামার মায়ের মুখের ভাষা এই ভাষা হামার মা— এই ভাষার জইন্যে গৌরব করেন। বুক ভাঙ্গিলে মা বলিয়া ডাক না দিবেন আর। চোখ ফুটিলে মায়ের পানে না চাহিবেন আর। পারিলে মায়ের গর্ভে জন্ম না নিবেন আর। মা, তোর কত সহ্য, কত সহন, মা। এই কিছুর পরেও তুই আবার গর্ভ ধরিস, মা। আবার তুই হাসিমুখে, আবার তুই হামার মুখে, ওলান ধরি দিস।'

আমরা শুনতে পাই, জলেশ্বরীর আকাশে কানাট্যাংড়ার গীত ভাসে ....

কত আগুন জ্বলে রে বন্ধু,
কত আগুন জ্বলে,
প্যাটের আগুন, বড় আগুন
তাহার অধিক এই না আগুন–
নারীর জনম মনের জনম
কেহ নাহি বলে–
রে বন্ধু, কত আগুন জ্বলে।

৩২

অতঃপর আমাদের স্মরণ হয় স্থিরচিত্রের মতো এইসব কিছু।

শ্মশানে আমাদের বড় ভয়, সেই শ্মশানে আমরা বালকেরা কি করে পৌঁছে যাই জানি না। ফুটবল মাঠের শেষে খাল, সেই খালপাড়ে আমরা দেখতে পাই, বাঘের নখের মতো কাঁটা গায়ে শিমুল গাছ।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দেখতে পাই, খালের বুকভাঙা মাটিতে দাউ দাউ করে চিতা জ্বলছে। সতীশের চিতা।

দেখতে পাই, চিতার পাশে দাঁড়িয়ে আছে হারুডোম, হাতে তার দীর্ঘ এক লাঠি।

অদূরে নারী তিনজন বসে আছে উবু হয়ে।

মদের হাঁড়ি হাতে করে সুখিয়া ধোবা হা হা করে গান গাইছে। যেন অনেকদিন পরে জগতে সে এক আনন্দের বার্তা পেয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে।

চিতার কাঠ মটমট করে ফোটে।

হারুডোম হাতের লাঠি দিয়ে খুঁচিয়ে তোলে চিতা।

চিতার আগুন লকলক করে ওঠে।

আমাদের স্মরণ হয়, কি করে আমরা গুরুজনদের চোখ এড়িয়ে সেখানে যেতে পেরেছিলাম আজ আর মনে নেই, আমরা সতীশের ফেলে যাওয়া কুঁড়েঘরটির সমুখে। আমাদের হাতে সতীশেরই বোয়াম থেকে মুঠো ভরে লজেঞ্চুষ তুলে দিচ্ছেন ওই তিন নারী।

আমরা আঁজলা ভরে নিচ্ছি।

তারপরে ইদ্রিসচাচার হাত ধরে বাড়ি ফিরছি আমরা। স্মরণ নেই, তিনিই আমাদের সেখান থেকে সরিয়ে এনেছিলেন কিনা। তবে তিনি যে কখনোই আমাদের তিরস্কার করতেন না, এ কথাটি এখনো আমরা স্মরণ করে অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠি ॥

** সমাপ্ত **

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG